চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 282 Monday, 11 September, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ২৮২ সংখ্যা ❋ ২৪ ভাদ্র, ১৪৩০, সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

হাওড়া-বর্ধমান শাখায় ধীরে ধীরে চলল ট্রেন, এর ফলে শনিবার মধ্যরাতে চূড়ান্ত দুর্ভোগে পড়লেন যাত্রীরা। ...বিস্তারিত পাতা ৩

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাতার ১২৫তম পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রাচীনমায়াপুরে যুব সম্মেলনের আয়োজন রামকৃষ্ণ মিশন নবদ্বীপ শাখার। ...বিস্তারিত পাতা ৫

কিডনী স্টোন হলে কোমরে ব্যাথা হবে, আবার পুরুষদের প্রস্টেটের সমস্যায় রাতে বারে বারে টয়লেটে যেতে হয়। ...বিস্তারিত পাতা ৬

রবিবার সুপার ফোরের ম্যাচে প্রথম ১০ ওভারে ভারতের কোনও উইকেট ফেলতে পারেনি পাকিস্তান। ...বিস্তারিত পাতা ৮

রাজভবন থেকে চিঠি গেল নবান্নে, মুখবন্ধ খামে গোপনীয় বার্তা নিয়ে জল্পনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ মধ্যরাতের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে বড় পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। রাজ্যপালের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে নাম না করে সামাজিক মাধ্যমে তীব্র আক্রমণও শানিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। রাজ্যপালের হুঁশিয়ারি মতোই মধ্যরাতের কিছু আগেই শনিবার রাত ১১.৪২ মিনিটে রাজভবনের তরফে জানানো হয়েছে, রাজ্যপাল একটি বার্তা পাঠিয়েছেন নবান্নে। সেই বার্তা গিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও।মুখবন্ধ খামে গোপনীয় বার্তা পাঠিয়েছেন রাজ্যপাল বোস। কিন্তু তাতে কী রয়েছে তার কোনও ইঙ্গিতও দেয়নি রাজভবন। মুখবন্ধ খামে গোপনীয় বার্তা নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জল্পনা। সম্প্রতি যাদবপুর-সহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বদলের জন্য মধ্যরাতকেই বেছে নিয়েছিলেন রাজ্যপাল বোস। এ নিয়ে শাসক দল তৃণমূল তথা রাজ্য সরকারের পক্ষে প্রশ্নও তোলা হয়। রাজ্যপাল কেন রাতেই বড় বড় সিদ্ধান্ত নেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। শনিবারও বড়' সিদ্ধান্ত জানানোর ইঙ্গিত দিয়ে মধ্যরাতের কথা বলেছিলেন বোস। আর মধ্যরাতেই আগেই মুখবন্ধ খামে গোপনীয় বার্তা পৌঁছে গেল নবান্নে।

রাম মন্দির উদ্বোধনের পরেই কি লোকসভা ভোট?

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ লোকসভা ভোটের আগে হিন্দুত্বের সবচেয়ে ব। অস্ত্র হাতে পেয়ে যাচ্ছে বিজেপি। সব ঠিক থাকলে জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহেই উদ্বোধন হয়ে যাবে রাম মন্দিরের। ঠিক তার পরপরই ঘোষণা করা হবে লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ। এমনটাই সূত্রের খবর।নয়াদিল্লির প্রগতি ময়দানে যখন গোটা বিশ্বের তাবড় নেতাদের নিয়ে জি-২০ সম্মেলন করছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। ঠিক ওই সময়ই রামমন্দিরের উদ্বোধনের চূড়ান্ত দিনক্ষণ স্থির করতে অযোধ্যায় বৈঠকে বসেন রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের কর্তারা। ওই বৈঠকেই ঠিক হয় আগামী ২১-২৪ জানুয়ারির মধ্যে কোনও একটি শুভ দিনে ওই মন্দিরের উদ্বোধন করা হবে। সব ঠিক থাকলে ২২ জানুয়ারি রাম মন্দিরের উদ্বোধন হবে। আর সেটা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তবে রামলালার মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়ে যাবে ১৪ জানুয়ারি থেকেই। সেটাও শেষ হবে ২২ জানুয়ারিই। জানা গিয়েছে, রাম মন্দিরের প্রথমতলের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। যেটুকু বাকি রয়েছে তা অক্টোবরে দিওয়ালির আগেই সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

আদর্শ ক্ষুণ্ণ করে নিজেদের ঢাক পিটিয়েছে ভারত! তোপ চিনের

বেজিং, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ নিজেদের ঢাক পেটানোর জন্যই জি-২০'র মঞ্চকে ব্যবহার করেছে ভারত। দেশের অ্যাজেন্ডা পূরণ করে প্রতিবেশীদের স্বার্থে ঘা দেওয়ার জন্য জি-২০ সম্মেলন আয়োজনের মঞ্চকে ব্যবহার করা হয়েছে, এমনটাই অভিযোগ তুলল চিন। সেদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সংস্থার তরফে এইভাবেই ভারতকে তোপ দাগা হল। ওই সংস্থার দাবি, আন্তর্জাতিক মঞ্চে স্থানীয় ভূরাজনৈতিক সমস্যার উল্লেখ করেছে ভারত, সেটা আগামী দিনেও সমস্যা তৈরি করতে পারে। সদ্যসমাপ্ত জি-২০ সম্মেলনে যোগ দেননি চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। তাঁর পরিবর্তে প্রিমিয়ার লি কিয়াং এই সম্মেলনে চিনের প্রতিনিধিত্ব করেন। এই সম্মেলনে জিনপিং কেন যোগ দেননি, তা নিয়েও নানা বিতর্ক শুরু হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে জি-২০তে ভারতের সভাপতিত্বকে কার্যত ব্যর্থ বলে দাগিয়ে দিল বেজিং। তাদের দাবি, গোটা সম্মেলন জুড়ে চিনের স্বার্থকে ঘা দেওয়ার চেষ্টা করেছে ভারত। সেই জন্যই বিতর্কিত এলাকাগুলিতে সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছে। চিনের দাবি, তাদের প্রস্তাবিত বেল্ট অ্যান্ড রান প্রকল্প নিয়েও জি-২০-এর মঞ্চে নেতিবাচক মন্তব্য করেছে ভারত। চিনা সংস্থার দাবি যেসমস্ত এলাকা নিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বিবাদ রয়েছে, সেখানেই জি-২০ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এইভাবে সম্মেলন আয়োজন করে আসলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সমস্যাগুলি তুলে ধরতে চেয়েছে ভারত। এইভাবেই প্রচারের আলো নিজেদের দিকে টানতে চেয়েছে বলে নয়াদিল্লিকে তোপ দেগেছে বেজিং। ভারতের এহেন আচরণের জেরে জি-২০র সহযোগিতার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তার ফলে আগামী দিনেও এই সম্মেলন নিয়ে সমস্যা দেখা দেবে বলেই দাবি চিনা সংস্থার। যদিও চিনের এই দাবি নিয়ে ভারতের তরফে পালটা কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

শিখর সম্মেলন প্রমাণ করেছে জি-২০ এখনও সমাধান করতে পারে ঃ বাইডেন

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ এই বছরের শিখর সম্মেলন প্রমাণ করেছে জি-২০ এখনও সমাধান করতে পারে। ভারতের পৌরহিত্যে জি-২০ শিখর সম্মেলনের প্রশংসায় বললেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন। রবিবার এক্স হ্যান্ডেলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জানিয়েছেন, এমন এক মুহুর্তে যখন বিশ্ব অর্থনীতি জলবায়ু সংকট, ভঙ্গুরতা এবং সংঘাতের অধিক্রমণের ধাক্কায় ভুগছে, এই সময়ে এই বছরের শিখর সম্মেলন প্রমাণ করেছে, জি-২০ এখনও আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করতে পারে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ভারত সফরের সমাপ্তি হয়েছে রবিবার, রবিবার সকালেই দিল্লি থেকে বিশেষ বিমানে ভিয়েতনাম রওনা হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ভারত সফরের অন্তিম দিনে রবিবার সকালে দিল্লির রাজঘাটে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন বাইডেন-সহ অন্যান্য জি-২০ নেতারা। এরপরই দিল্লি থেকে ভিয়েতনামের উদ্দেশ্যে রওনা হন বাইডেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০২৬ সালে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করবে, এমনটাই জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। বিশ্ব অর্থনীতি, জলবায়ু সংকট এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মতো অনেক সমস্যার সঙ্গে মোকাবিলা এখন বিশ্বকে করতে হচ্ছে। বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে দিয়ে বিশ্বের মানুষকে যেতে হচ্ছে এই সময়ে।

এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে নয়াদিল্লিতে ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০ সম্মেলন সবকিছুর মোকাবিলা করতে সক্ষম। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, ভারতের নেতৃত্বে যে অগ্রগতি হয়েছে তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমেরিকা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমেরিকা জানিয়েছে, ২০২৬ সালে জি-২০ সম্মেলন রাজধানী ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত হবে। হোয়াইট হাউস এই তথ্য বিশ্ববাসীর উদ্দেশে জানিয়েছে। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন সবচেয়ে গুরুতর সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বড় পদক্ষেপ। ২০২৪ সালে ব্রাজিলে এবং ২০২৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

জি-২০ শিখর সম্মেলনের সমাপ্তি

নভেম্বর ভার্চুয়াল বৈঠক, সকলকে যুক্ত হওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতের পৌরহিত্য অষ্টাদশ জি-২০ শিখর সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার জি-২০ শিখর সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন শেষে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। একইসঙ্গে নভেম্বর মাসে একটি ভার্চুয়াল সম্মেলন করার প্রস্তাব করেছেন মোদী, যাতে জি-২০ গোষ্ঠীর কাজ পর্যালোচনা করা যেতে পারে। সেই বৈঠকে সদস্যভুক্ত সমস্ত নেতাদের যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, জি-২০ শিখর সম্মেলনে 'এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যতের' একটি রোড ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এটি সমগ্র বিশ্বে আশা জাগিয়ে তুলবে এবং সকলের শুভ কামনায় তিনি শীর্ষ সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভার হাতে জি-২০ প্রেসিডেন্সির গেভেল (সভাপতির হাতুড়ি) তুলে দেন। নভেম্বরে ব্রাজিলের হাতে জি-২০-র প্রেসিডেন্সি তুলে দেবে ভারত। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, আপনারা সবাই জানেন, ২০২৩ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ভারত জি-২০-র সভাপতির দায়িত্ব রয়েছে। এই দুই দিনে, আপনারা সবাই অনেক পরামর্শ দিয়েছেন এবং প্রস্তাব দিয়েছেন। আমরা যে সমস্ত পরামর্শগুলি পেয়েছি তা আবার পর্যালোচনা করা আমাদের কর্তব্য, যাতে অগ্রগতির গতি বাড়ানো যায়। আমি প্রস্তাব করছি, নভেম্বরের শেষে, আমরা জি-২০-এর একটি ভার্চুয়াল অধিবেশন করব। আমরা এই শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া বিষয়গুলি সেই ভার্চুয়াল অধিবেশনে পর্যালোচনা করতে পারি...আমি আশা করি আপনারা সবাই ভার্চুয়াল অধিবেশনে সংযুক্ত হবেন...এর সঙ্গে, আমি জি-২০ শিখর সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে আরও একবার শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সকালে এক্স হ্যান্ডেল মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, গান্ধীজির নিরন্তর আদর্শ আমাদের সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গিকে সুরেলা, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমৃদ্ধ বৈশ্বিক ভবিষ্যতের পথ দেখায়। ভারতের পৌরহিত্যে জি-২০ শিখর সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে, রবিবার সকালে দিল্লির রাজঘাটে গিয়ে মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন বিশ্বনেতারা। প্রধানমন্ত্রী মোদী টুইট করে জানিয়েছেন, আইকনিক রাজঘাটে, জি-২০ পরিবার মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে - শান্তি, সেবা, সমবেদনা এবং অহিংসার আলোক-সংকেত।

বিজেপির সঙ্গে হিন্দুত্বের কোনও সম্পর্ক নেই', তোপ রাহুল গান্ধীর

প্যারিস, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ বিজেপি যেটাকে হিন্দুত্ব বলে, সেটা আসলে উগ্রতা। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর বকক্তব্যই তাই ছিল বলে জানতে পারা গিয়েছে। এই মুহুর্তে তিনি প্যারিসে রয়েছেন। সেখানেই তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে এই কথা বলেন। তিনি বলেন, তার সঙ্গে প্রকৃত হিন্দুত্বের কোনও সম্পর্ক নেই। প্যারিসে বসে শাসক শিবিরকে তোপ দাগাকে কার্যত আমল দিতে চায়নি বিজেপি। রাহুল গান্ধী দাবি করেন, ভোটে জেতার জন্য বিজেপি সব করতে পারে। তার সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই। এই মুহূর্তে ইউরোপ সফরে রয়েছেন রাহুল। প্যারিসে বসে এক সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস নেতা বলেন,বিজেপির সঙ্গে প্রকৃত হিন্দুত্বের কোনও সম্পর্ক নেই। বিজেপি ক্ষমতা দখলের জন্যই সবকিছু করে। ওরা চায় জাতপাতের ভিত্তিতে সামান্য কিছু মানুষের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত থাক। রাহুলের অভিযোগ, বিজেপি ক্ষমতা দখলের জন্য দুর্বলদের উপর সবরকম অত্যাচার করতে পারে। রাহুলের বক্তব্য,উগ্র হিন্দুত্ববাদের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই। আমি একাধিকবার গীতা পড়েছি। কোনও হিন্দু ধর্মগ্রন্থে লেখা নেই যে ধর্মের জন্য দুর্বলদের উপর অত্যাচার করতে হবে। ভারতের যে জাতপাত প্রথা আছে, সেটা বজায় রাখার জন্য ওরা সবকিছু করতে পারে। রাহুলের অভিযোগ, বিজেপির উগ্রতার জন্যই দেশের সব স্বশাসিত সংস্থা আজ বিপদে। এমনকী তাঁর উপরেও আক্রমণ হয়েছে। আসলে হিন্দুত্ব যে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির সবচেয়ে বড় অস্ত্র, সেটা ভালমতোই জানেন রাহুল গান্ধী। সেকারণেই বিজেপির হিন্দুত্বের মিথ ভাঙতে চাইছেন তিনি। একটা সময় তাঁকে নরম হিন্দুত্বের পন্থা নিতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। এবার তিনি বিজেপির হিন্দুত্ব এবং আসল হিন্দুত্বের মধ্যে পার্থক্য বোঝানোর চেষ্টা করে চলেছেন। এবার দেশের নাম বদল নিয়ে কেন্দ্রকে কটাক্ষ করলেন। এই প্রসঙ্গে রবিবার রাহুল বলেন, ভারতের আত্মাকে আক্রমণ করা হচ্ছে। এর মূল্য চোকাতে হবে ওদের। প্যারিসের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে বলেন, যাঁরা দেশের নাম বদলাতে চাইছেন, তাঁরা আসলে ইতিহাসকে অস্বীকার করছেন। অসংখ্য মানুষের মূল্যবান অবদানের কথা তুলে ধরতে হবে আমাদের। কেউ যদি দেশের আত্মাকে আক্রমণ করে, তবে যেন উপযুক্ত মূল্য চোকাতে হয় তাঁদের। পাশাপাশি নাম বিতর্কে রাহুলের বক্তব্য, সংবিধান অনুযায়ী ভারত এবং ইন্ডিয়া দুটিই সঠিক। সম্ভবত আমরা জোটের নাম ইন্ডিয়া রেখে কেন্দ্রকে অস্বস্তিতে ফেলেছি। সেই কারণেই দেশের নাম বদলাতে চাইছে ওরা।

চিনা আগ্রাসনের পালটা কৌশলী নয়াদিল্লি!

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ চিনের আগ্রাসী মনোভাবের পালটা কৌশলী পথ নিতে চলেছে নয়াদিল্লি। জানা গিয়েছে, লাদাখে বিশ্বের উচ্চতম সামরিক বিমানঘাঁটি গড়বে ভারত। যা কৌশলগতভাবে ভারতের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জি-২০ সম্মেলনের মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এহেন ঘোষণা করেছেন। আগামী ১২ সেপ্টেম্বর বিমানঘাঁটির শিলান্যাস করবেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। প্রতিরক্ষামন্ত্রকের অধীনস্থ বর্ডার রোড অর্গানাইজেশনের তরফে জানানো হয়েছে, লাদাখের নিওমাতে বিশ্বের উচ্চতম সামরিক বিমানঘাঁটি তৈরি হবে। খরচ হবে প্রায় ২১৮ কোটি টাকা। আগামী ১২ সেপ্টেম্বর জম্মুর দেভক থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিমানঘাঁটির শিলান্যাস করবেন রাজনাথ সিং। শুধু লাদাখের সামরিক বিমানঘাঁটি নয়, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত আরও ৯০টি প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন তিনি। এর মধ্যে বাগডোগরা ও বারাকপুর বিমানঘাঁটিক আধুনিকীকরণও রয়েছে। সবমিলিয়ে খরচ হবে প্রায় ২ হাজার ৯৪১ কোটি টাকা। লাইন অফ কন্ট্রোল থেকে ৪৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত নিওমা। উচ্চতা প্রায় ১৩ হাজার ৪০০ মিটার। চিনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কৌশলগতভাবে লাদাখের এই এলাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ২০২০ সালে লাদাখ সীমান্তে চিনা আগ্রাসনের পর থেকে সেই এলাকায় থাকা ভারতীয় সেনাকে রসদ ও অস্ত্র সরবরাহ হয় এই এলাকা দিয়েই। এখানে রসদবাহী বড় বড় বিমানকে ওঠানামা করতে দেখা গিয়েছে। ওঠানামা করেছে চিনুক চপার এবং স্পেশ্যাল সি-১৩০জে এয়ারক্রাফট। প্রতিরক্ষামন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, এই সামরিক বিমানঘাঁটি তৈরির কাজ শেষ হলে লাদাখের উন্নয়ন হবে। স্বাভাবিকভাবেই যে কোনও আবহেই অতিরিক্ত সাহায্য পাবে ভারতীয় বায়ুসেনা। লাদাখ সীমান্তে রসদ-অস্ত্র সরবরাহ অনেকটাই সহজ হবে বলেও মনে করছে ওয়াকিবহাল।

নয়াদিল্লির জি-২০-তে যুদ্ধবিরোধী ঘোষণাপত্রের নেপথ্যে ৫ কূটনৈতিক

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ ২০০ ঘণ্টা ধরে আলোচনা চলে। অন্তত ৩০০টি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করা হয়েছে। ভারতীয় কূটনৈতিকদের এই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল মিলেছে জি-২০ সম্মেলনে। ভারতীয় শেরপা অমিতাভ কান্তের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের দল মিলে অন্তত ১৫ বার দিল্লি ঘোষণাপত্রের খসড়া বানিয়েছেন। তারপরেই সদস্য দেশগুলির সম্মতিতে প্রকাশ করা হয়েছে যুদ্ধবিরোধী ঘোষণাপত্র। আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে এই ঘোষণা পত্রকে ভারতের উল্লেখযোগ্য সাফল্য বলেই মনে করা হচ্ছে।

ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষিতে আগ্রাসনের নিন্দা করে যৌথ বিবৃতি প্রকাশ হয়েছে জি-২০ সম্মেলনে। ভারতের কূটনৈতিক জয় বলেই মনে করা হচ্ছে এই বিষয়টিকে, বিশেষজ্ঞ মহলও তাই মনে করছেন। জি-২০ সম্মেলন শেষ হওয়ার আগেই দিল্লি ঘোষণাপত্রে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার, অন্য দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করে সেদেশের ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালানো- একাধিক বিষয়ের নিন্দা করা হয়েছে। তবে রাশিয়ার নাম উল্লেখ করা হয়নি এই ঘোষণাপত্রে। জি-২০র সমস্ত দেশই এই ঘোষণাপত্রে সম্মতি দিয়েছে। এই ঘোষণাপত্র প্রকাশের পরেই এক্স প্ল্যাটফর্মে সহকর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন ভারতের শেরপা। তিনি জানিয়েছেন, ভারতের জয়েন্ট সেক্রেটারি ইনাম গম্ভীর ও কে নাগরাজ নায়ডুর সাহায্যেই সমস্ত দেশকে যুদ্ধ বিরোধী ঘোষণাপত্র প্রকাশ করতে রাজি করানো গিয়েছে। কান্ত জানিয়েছেন, জি-২০তে সবচেয়ে কঠিন কাজ ছিল আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি নিয়ে সদস্য দেশগুলিকে রাজি করানো। তার জন্য ২০০ ঘণ্টা ধরে টানা আলোচনা হয়েছে। আয়োজন করা হয়েছে ৩০০টি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক। অন্তত ১৫ বার খসড়া বদল করা হয়েছে এই ঘোষণাপত্রের। আমার তরুণ অফিসাররা কাজের প্রতি নিষ্ঠা দেখিয়েছেন বলেই সফলভাবে এই ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, জি-২০ সম্মেলনে যেভাবে যুদ্ধবিরোধী বার্তা দেওয়া হয়েছে, জানা গিয়েছে, তার প্রশংসা করেছে কংগ্রেসও।

মরক্কোয় ভূমিকম্পে মৃত্যু বেড়ে ২,০১২, তিন-দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা

রাবাত, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত মরক্কোয় মৃত্যুর সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে। শুক্রবার রাতের ভয়াবহ ভূমিকম্পে রবিবার সকাল পর্যন্ত মরক্কোয় মোট মৃত্যু ২-হাজার ছাড়িয়েছে, সংখ্যাটি ২,০১২। আহতের সংখ্যা বহু। ধ্বংসস্তূপের নীচে এখনও অনেকে আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই পুরোদমে চলছে উদ্ধারকাজ। বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে মরক্কোর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মরক্কোয় তিন-দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে।আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমের ছোট পাহাড়ি দেশ মরক্কো। শুক্রবার রাতে শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে সে দেশ। স্থানীয় সময় অনুযায়ী রাত ১১.১১ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্প হয়। রিখটার স্কেলে যার মাত্রা ছিল ৬.৮।এর পর ছোট ছোট কয়েকটি আফটার শকেও কেঁপেছে মরক্কো। মারাকাশ শহর থেকে ৭২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ছিল ভূমিকম্পের উসস্থল। রাতে যে সময় কম্পন অনুভূত হয়, অনেকেই তখন ঘুমোচ্ছিলেন। ভূমিকম্পের প্রতিঘাতে একাধিক বাড়ি ধূলিসা হয়ে গিয়েছে। ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে বহু মানুষের। গত ৬০ বছরে মরক্কো এত বীভস প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়নি। রবিবার সকাল পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা ২,০১২ ও আহতের সংখ্যা ২,০৫৯।

জাতীয় সড়কের দুটি জায়গায় যানচলাচল বিঘ্নিত

চম্পাবত, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তরাখণ্ডের চম্পাওয়াতে শনিবার রাত থেকে প্রবল বৃষ্টিপাতের দরুণ জাতীয় সড়কের দুটি স্থান অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। ওই দুটি রাস্তায় প্রচুর ধ্বংসাবশেষ পড়ে রয়েছে, তারফলে ওইদুটি রাস্তায় যান চালচল ব্যাহত হয়েছে। এই কারণে রাস্তায় দুধারে গাড়ির লম্বা লাইন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বহুক্ষণ। কোনও গাড়িই যাতায়াত করতে পারছিল না। সমস্যায় পড়েছিলেন স্থানীয় মানুষজন। যদিও এখন যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।রবিবার সকাল সাড়ে ৫টা নাগাদ সোয়ালা এবং আমোদির মধ্যেকার রাস্তায় ধ্বংসাবশেষ পড়ে জাতীয় সড়কের যান চলাচল ব্যাহত হয়। সারিবদ্ধ হয়ে বহু গাড়ি রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল। এনএইচ-র মেশিনগুলি সকাল থেকে ধ্বংসাবশেষ সরানোর কাজে লেগে পড়ায় পরের দিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। গাড়ি-বাস ও মানুষজনের যাতায়াতের সমস্যা মেটে। রাস্তার দুদিকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলি রবিবার সকাল সাড়ে ১০ টা নাগাদ জ্যাম কাটিয়ে স্বাভাবিকভাবে যাতায়াত করতে শুরু করে। রবিবার সকাল থেকে অবিরাম বৃষ্টি পড়ে চলছে। সেজন্য ক্রমাগত ধ্বংসাবশেষ ও পাথর পড়ছে যা বিপদ ডেকে আনছে।পিথোরাগড় রোডের মীনা বাজারের কাছে ধ্বংসাবশেষের কারণে জাতীয় সড়ক বন্ধ ছিল। টনকপুর এলাকার পূর্ণগিরির হনুমান চট্টির কাছে রবিবার সকালে ভারী ধ্বংসাবশেষ পড়ে। দর্শনার্থীদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। দুর্যোগ কন্ট্রোল রুম জানিয়েছে, চম্পাওয়াতে সর্বোচ্চ ৮৭ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে।

প্রতিটি বৈশ্বিক সংস্থার সংস্কার করা প্রয়োজনঃ প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ-সহ বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরিবর্তনের আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ সম্পর্কেও সতর্ক করেছেন। রবিবার জি-২০ শিখর সম্মেলনের চূড়ান্ত এবং তৃতীয়.অধিবেশনে এই আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী মোদী।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'এক ভবিষ্যত' প্রসঙ্গে বলেছেন, প্রাসঙ্গিকতা বাড়ানোর জন্য প্রতিটি বৈশ্বিক সংস্থার সংস্কার করা প্রয়োজন। এই কথা মাথায় রেখে গত আমরা আফ্রিকান ইউনিয়নকে জি-২০-এর স্থায়ী সদস্য করার ঐতিহাসিক উদ্যোগ নিয়েছি। একইভাবে, আমাদের বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংকের ম্যান্ডেটও প্রসারিত করতে হবে। এই লক্ষ্যে আমাদের সিদ্ধান্তগুলি দ্রুত এবং কার্যকর হওয়া উচিত। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে পরিবর্তনের ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, বর্তমান পৃথিবী সব ক্ষেত্রেই বদলে গিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে নতুন বৈশ্বিক ব্যবস্থায় বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। প্রকৃতির নিয়ম হল

তৃতীয়বার কক্ষপথ বদলাল ভারতের সৌরযান, পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করছে আদিত্য-এল ১

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ সূর্যকে অন্বেষণের আকাঙ্খায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে ভারতের সৌরযান আদিত্য-এল ১। রবিবার সৌরযানের কক্ষপথ তৃতীয়বার বদল করা হল। ভোররাত ২.৩৪ মিনিট নাগাদ ইসরো এক্স মাধ্যমে জানিয়েছে, আদিত্য-এল ১-এর তৃতীয়বারের কক্ষপথ পরিবর্তন প্রক্রিয়া সফল হয়েছে। এর ফলে পৃথিবী থেকে আরও দূরে সরে গিয়েছে মহাকাশযানটি।ইসরো এক্স মাধ্যমে আরও জানিয়েছে, আদিত্য-এল ১ এই মুহূর্তে ২৯৬ কিমি x ৭১,৭৬৭

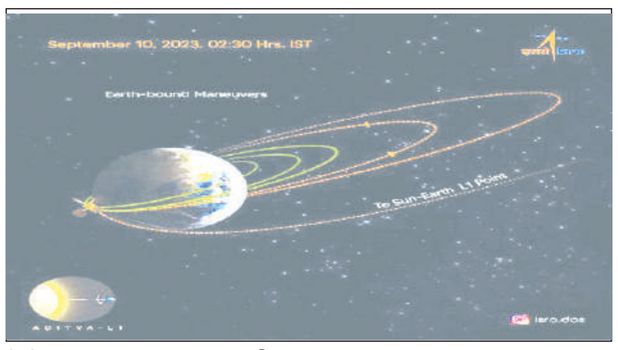

কিমি কক্ষপথে অবস্থান করছে। ধীরে ধীরে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করছে ইসরোর সৌরযান। পৃথিবীর টানেই মোট পাঁচ বার সেটি কক্ষপথ বদল করবে। পঞ্চম বার কক্ষপথ বদলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের বাইরে বেরিয়ে যাবে আদিত্য-এল ১। ইসরো জানিয়েছে, চতুর্থবার কক্ষপথ বদল হবে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর ভোররাত ২.০০ মিনিট নাগাদ।আদিত্য-এল ১-এর লক্ষ্য ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্ট বা এল ১ পয়েন্ট। এটি পৃথিবী থেকে ১৫ লক্ষ কিলোমিটার দূরের একটি ' পয়েন্ট। যেখানে দাঁড়িয়ে সূর্যকে কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করা যাবে। ইসরো জানিয়েছে, সূর্যের পথে আদিত্য-এল ১-এর পরবর্তী কক্ষপথ পরিবর্তন করা হবে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর, ভোররাত ০২.০০ মিনিট নাগাদ।

দেশের উন্নয়নে পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্তের অবদান অবিস্মরণীয় ঃধামি

দেহরাদূন, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতরত্ন পন্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্তকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে স্মরণ করলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের উন্নয়নে বল্লভ পন্ত-এর অবদান সর্বদা স্মরণযোগ্য।মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্তের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ভারতরত্ন প্রয়াত ড. পন্ত ছিলেন একজন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী, দেশপ্রেমিক, সমাজসেবক এবং দক্ষ প্রশাসক বলেও মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, পন্ডিত পন্ত দেশকে একটি নতুন দিকনির্দেশ করবার জন্য কাজ করেছিলেন।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কুলি, জবরদস্তি শ্রম ও জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির জন্য কঠোর সংগ্রাম করে সমাজের কুফল দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন পন্ত। তিনি উত্তরপ্রদেশের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী এবং দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন হিন্দিকে সরকারী ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। আধুনিক ভারত গড়তেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। পন্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্ত-এর সংগ্রামী ও অনুপ্রেরণামূলক নেতৃত্ব দেশবাসীর জন্য সবসময় অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে বলেও মন্তব্য করেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি।

কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত, ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান

নয়াদিল্লি,১০সেপ্টেম্বরঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চঙ্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চঙ্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স(এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্ট দের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চঙ্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনর্বন্টন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘন্টায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেহই হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে । তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে বৈপ্লবিক ।ব্যস্ত বেঙ্গালুরু থেকে ৭০ মাইল দূরে আখের খেত পেরিয়ে গুলমোহর বীথিকার ছায়ায় অবস্থিত চিলুকাভাদি গ্রাম । একটি নিচু কংক্রিটের বাড়িতে স্থানীয় কৃষি সমবায়ের সদর দফতর । প্রায় এক ডজন নারী-পুরুষ হাজির । এরা সকলেই গত এক সপ্তাহে কাজ শুরু করেছে কারিয়ার জন্য । ২১ বছরের রোগাসোগা কনকরাজ এস সানবাঁধানো মেছেয় বসেছিল হাঁটু মুড়ে । সে স্থানীয় কলেজে পড়ে । বই এবং যাতায়াতের খরচ তুলতে তাকে আশপাশের মাঠে ঠিকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হয় মাঝেমাঝে । একদিনে সে উপায় করতে পারে ৩৫০ টাকা (প্রায় ৪ ডলার) । কিন্তু, এই ধরনের কায়িক শ্রম দু ঃসহ হয়ে ওঠে গরমে । শহরে কোনো কারখানায় কাজ করলে মজুরি কিঞ্চি বেশি পাওয়া যাবে ঠিকই । কিন্তু, বাসে যাতায়াতের খরচ আছে । থাকতেও হবে শহরে অনেক বেশি খরচে সকলের সঙ্গে মিশে ।কারিয়ায় কনকরাজ মাঠের চেয়ে ঘন্টা প্রতি উপার্জন করে অনেক বেশি । কাজটা তার ভালো লাগে এবং সহজও । চোপড়া বলছেন, আমরা ভালো টাকা দিই, তাই ওরা খুশি । সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হল এটা খুব একটা কঠিন পরিশ্রমের কাজও নয় । কনকরাজতো চমকেই গিয়েছিল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়া প্রথম মজুরির পরিমাণ দেখে । কনকরাজ প্রথমে ভেবেছিল কারিয়া অন্য অনেক চিটফাণ্ডের মতোই, যারা বেশি টাকার লোভ দেখায় এবং তাতে ভুলে গ্রামবাসীরা ঠকে । আর আছে মহাজন । স্থানীয় মানুষ অনেক সময়েই বাধ্য হয়ে অতিমাত্রায় সুদে টাকা ধার করে । আর জড়িয়ে পড়ে ঋণের ফাঁদে । চন্দ্রিকা যেমন কারিয়া থেকে পাওয়া তার মজুরির অনেকটাই দেয় পরিবারকে অসুস্থ বোনের চিকিৎসার জন্য নেওয়া ধার মেটাতে । বোনতো বাঁচেইনি, বরং তার সন্তান এবং ঋণের বোঝা চেপেছে পরিবারের কাঁধে । এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে অনেক কারিয়া কর্মীই । মায়ের জন্য ঋণের বোঝায় ডুবে আছে ২৫ বছরের অজয় কুমার । আবার ঋণ না থাকলেও ৩৮ বছরের শিবান্না এন ছোটবেলায় ডান হাত হারিয়েছিলেন বাজি বিস্ফোরণে ।বর্তমানে ওই গ্রামবাসীরা যে কাজটি করছেন সেটি কারিয়ার নতুন প্রকল্প । টিবি নিয়ে একটি এনজিও কথা বলার তথ্য জোগাড় করছে । তাদের হয়ে কাজ করছে কারিয়া । কন্নড় ভাষায় ১০ টি বিভিন্ন ধরনের বাকভঙ্গির রেকর্ড করা হয়েছে যাতে যক্ষ্মা সম্পর্কে স্থানীয় মানুষের প্রশ্ন বোঝা যায়, এবং সেইমতো পরামর্শ দেওয়া যায় । আশা করা হচ্ছে, এই অ্যাপটি পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেলে অশিক্ষিত মানুষজন সহজেই ঠিকঠাক তথ্য পেয়ে যাবেন । যতবার এই তথ্য বিক্রি হবে, বিক্রয়লব্ধ অর্থের একশো শতাংশই বিলি করে দেওয়া হবে কর্মীদের মধ্যে ।কারিয়ার গ্রাহক তালিকায় আছে মাইক্রোসফট, এমআইটি, স্ট্যানফোর্ডের মতো নামকরা প্রতিষ্ঠান । ফেব্রুয়ারিতে কারিয়া বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউণ্ডেশনের জন্য একটি নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে । মারাঠি, তেলুগু, হিন্দি, বাংলা এবং মালয়ালম ভাষার ভয়েস ডেটাসেট তৈরি করা হচ্ছে । এরলক্ষ্য, একটি চ্যাটবট তৈরি করা যাতে স্বাস্থ্য, কৃষি, পরিচ্ছন্নতা, ব্যাঙ্কিং এবং কেরিয়ার বিষয়ে নিজের মাতৃভাষা বা বাগধারায় প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় ।

২০২৬ সালে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করবে আমেরিকাঃহোয়াইট হাউস

ওয়াশিংটন, ১০ সেপ্টেম্বরঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০২৬ সালে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করবে, এমনটাই জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। বিশ্ব অর্থনীতি, জলবায়ু সংকট এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মতো অনেক সমস্যার সঙ্গে মোকাবিলা এখন বিশ্বকে করতে হচ্ছে। বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে দিয়ে বিশ্বের মানুষকে যেতে হচ্ছে এই সময়ে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে নয়াদিল্লিতে ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০ সম্মেলন সবকিছুর মোকাবিলা করতে সক্ষম।হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, ভারতের নেতৃত্বে যে অগ্রগতি হয়েছে তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমেরিকা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমেরিকা জানিয়েছে, ২০২৬ সালে জি-২০ সম্মেলন রাজধানী ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত হবে। হোয়াইট হাউস এই তথ্য বিশ্ববাসীর উদ্দেশে জানিয়েছে। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন সবচেয়ে.গুরুতর সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বড় পদক্ষেপ। ২০২৪ সালে ব্রাজিলে এবং ২০২৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

রাঁচীতে আবাসনের ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে মহিলার আত্মহত্যা, তদন্তে পুলিশ

রাঁচী, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ ঝাড়খণ্ডের রাঁচীর বারিয়াতু থানা এলাকার হরিহর সিং রোডের স্কাই ডেল আবাসনের ১০ তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন এক মহিলা। মৃত মহিলার নাম-মধুবালা, বয়স ৪৯ বছর। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, স্কাই ডেল আবাসনের চার তলায় স্বামী চন্দেশ্বর প্রসাদ ও ১০ বছরের সন্তান নিয়ে বসবাস করতেন মধুবালা। আবাসনের লোকেরা মধুবালার আত্মহত্যার বিষয়টি পুলিশকে জানায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।মৃতা আত্মহত্যা করেছেন কিংবা কেউ তাঁকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে, সেটা এখনও জানা যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তের পরই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে। মৃতার স্বামী চন্দেশ্বর প্রসাদ জানান, শনিবার রাত পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাকই ছিল। তিনি আরও জানান, তাঁর স্ত্রী ছেলের সঙ্গে ঘুমোতেন, আর তিনি একা ঘুমোতেন। রবিবার কখন তাঁর স্ত্রী ছেলের পাশ থেকে চলে গেছেন তিনি বুঝতেও পারেননি। পুলিশ এসে মধুবালার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে। চন্দ্রেশ্বর প্রসাদ শিক্ষা বিভাগে কাজ করেন।

রেকর্ড জলবায়ু সহায়তা প্রতিশ্রুতি ঋষির, গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডে ২ বিলিয়ন ডলার দেবে ব্রিটেন

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃরেকর্ড পরিমাণ জলবায়ু সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক। গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডে ২ বিলিয়ন ডলার দেবে ব্রিটেন। এই ঘোষণা করেছেন সে দেশের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক। রবিবার সকালে ভারতে ব্রিটিশ হাই কমিশন জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক ভারতে জি-২০ সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ড জলবায়ু. সহায়ত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।ব্রিটিশ হাই কমিশন আরও জানিয়েছে, গ্রিন ক্লাইমেট তহবিলে ২ বিলিয়ন ডলার প্রদান করবে ব্রিটেন, যা বিশ্বকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সহায়তা করার জন্য ব্রিটেনের সবচেয়ে বড় একক তহবিল প্রতিশ্রুতি। গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডে ব্রিটেন ঃ১.৬২ বিলিয়ন অবদান রাখবে, যা কোপ-১৫-এ কোপেনহেগেন চুক্তির পর ১৯৪টি দেশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

মঙ্গলবার জয়সলমেরে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার সফর, রয়েছে বেশ কিছু কর্মসূচি

জয়সলমের, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা মঙ্গলবার জয়সলমের সফরে যাবেন। মিডিয়া ইনচার্জ বাবু লাল শর্মা সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। শর্মা জানিয়েছেন, কর্মসূচি অনুযায়ী তিনি বিমানে মঙ্গলবার সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট নাগাদ রামদেবরা পৌঁছোবেন। জয়সলমের শহরে দুপুর ২টো নাগাদ অধ্যক্ষ বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। এরপর ওম বিড়লা মহেশ্বরী সমাজের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। তারপর বিকেল ৪টে নাগাদ বিমানে করে তাঁর তানোর যাওয়ার কর্মসূচি রয়েছে।সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ তিনি ঘন্টিয়ালিতে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন। তানোতে রাত্রি যাপন করবেন। বুধবার তানোতে সকালের বৈঠক শেষে বিড়লা যোধপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন।

অভিযানে উদ্ধার, গণ্ডারের খড়গ, হরিণের শিং, পিস্তল, গ্রেফতার এক

চিরাং (অসম), ১০ সেপ্টেম্বর ঃ চিরাং জেলার অন্তর্গত বিজনির পানবাড়িতে বন আধিকারিক ও কর্মীদের অভিযানে উদ্ধার হয়েছে গণ্ডারের একটি খড়গ, হরিণের শিং, ম্যাগাজিন সহ পিস্তল। বনজ সম্পদ ও অবৈধভাবে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার দায়ে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত ব্যক্তিকে পানবাড়ির বগিদ্বারার বাসিঃদা সফিউর রহমান (৫৫) বলে শনাক্ত করা হয়েছে।আজ রবিবার এ খবর দিয়ে পানবাড়ির রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গত শনিবার রাতে সিআরপিএফ-এর এক দল নিয়ে তাঁরা যৌথ অভিযান চালিয়েছিলেন বগিদ্বারা গ্রামে। তাঁদের অভিযান সফল হয়েছে। সফিউর রহমানের বসতঘরে তালাশি চালিয়ে ওই সব বনজ সম্পদ সহ আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছেন তাঁরা। ধৃত সফিউরের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেটও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাকে

সস্ত্রীক অক্ষরধাম মন্দিরে পুজো দিলেন ঋষি সুনক, কাটিয়েছেন অনেকটাই সময়

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ সস্ত্রীক দিল্লির অক্ষরধাম মন্দিরে পুজো দিয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক। রবিবার সকালে অক্ষরধাম মন্দিরে পৌঁছে যান ঋষি সুনক। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর এই আগমণকে ঘিরে নিরাপত্তা যথেষ্ট আঁটোসাঁটো ছিল। মন্দিরে অনেকটাই সময় কাটিয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। পুজো দেওয়ার পর ঋষি ফিরে যান, সেখান থেকে তিনি যান রাজঘাটে। রাজঘাটে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ঋষি।অক্ষরধাম মন্দিরে ঋষি সুনকের পুজো দেওয়া প্রসঙ্গে মন্দিরের ডিরেক্টর জ্যোতিন্দ্র দাভে বলেছেন, তাঁর অভিজ্ঞতা অসাধারণ ছিল, তিনি অনেক আস্থা ও বিশ্বাসের সঙ্গে পুজো ও আরতি করেছেন। আমরা তাঁকে মন্দির দেখিয়েছিলাম এবং উপহার হিসেবে মন্দিরের একটি মডেলও দিয়েছি...তিনি এখানে প্রতিটা মিনিট উপভোগ করেছেন। সে সময় বাড়াতেই থাকে...তাঁর স্ত্রীও খুব খুশি ছিলেন।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১১সেপ্টেম্বর ঃ সোমবার, ২৪ভাদ্র মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১১সেপ্টেম্বর ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ২৩৪ ভাদ্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৪ ভাদ্র মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২৪ ভাদ্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃ বিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃ রাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃ দিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩০.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৫.০১ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯১শতকরা এবং ৭১শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে রবিবার । জোয়ার-সকাল ৯টা ২০ মিনিট এবং রাত৯টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টো ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ১৯মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১২ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। শুভদিন

বৃষভ রাশিঃআজ ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক আগ্রহ অনুধাবনের জন্যও দিনটি ভালো। আপনার আর্থিক জীবন আজ সমৃদ্ধ হবে।।

মিথুন রাশিঃকাজের জায়গায় বরিষ্ঠদের থেকে চাপ এবং ঘরে মতভেদ কিছু চাপ আনতে পারে- যা আপনাকে কাজে মনোনিবেশ করতে উপদ্রব করবে। শুভদিন

কর্কট রাশিঃআপনার সমস্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার অভ্যাস এবং তাদের অতিরঞ্জিত করে দেখার ফলে আপনার নীতিবোধ দুর্বল হতে পারে। শুভদিন হবে

সিংহ রাশিঃআপনার স্বাস্হ্য সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান হোন, বিশেষ করে উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা। সংসারে শান্তি হবেই।

কন্যা রাশিঃযেহেতু আপনার নিরন্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য্য বজায় রাখুন। অর্থ সাশ্রয়ের আপনার প্রচেষ্টা আজ ব্যর্থ হতে পারে। ।

তুলা রাশিঃআপনার বন্ধুদের বা পরিবারের সাথে আনন্দদায়ক সফর আপনাকে ভারমুক্ত করবে।

বৃশ্চিক রাশিঃধূমপান ছাড়ুন যেহেতু এটি আপনাকে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে সাহায্য

ধনু রাশিঃআপনি আপনার চারপাশের মানুষদের মধ্যে অত্যন্ত দাবি দেখতে পাবেন- আপনি দেওয়ার চেয়ে বেশি অঙ্গীকার করবেন না- এবং শুধু অন্যদের সন্তুষ্ট করার জন্য নিজেকে জোর করে ক্ষয় করবেন না। শুভদিন

মকর রাশিঃশরীরে ব্যথা বেদনা এবং উদ্বেগ সংক্রান্ত সমস্যা উড়িয়ে দেবেন না।শুভদিন হবে

কুম্ভ রাশিঃমেজাজের গোলমাল একটি বিতর্ক এবং বোঝাপড়ার দিকে এগোতে পারে। শুভদিন

মীন রাশিঃঅস্বস্তি আপনার মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটাতে পারে কিন্তু আপনার কোনো বন্ধু এর থেকে বেরনোর জন্য

যুবতীকে জোর করে গাড়িতে তুলে শ্লীলতাহানির অভিযোগে পান্ডুয়ায় গ্রেপ্তার যুব তৃণমূল নেতা

দুরন্ত বার্তা,পান্ডুয়া, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিলেন যুবতী। অভিযোগ, এলাকার এক তৃণমূল যুব নেতা তাঁকে গাড়িতে তোলেন। শুধু তাই নয়, নির্যাতিতার দাবি শ্লীলতাহানিও করা হয়েছে তাঁর। পরে তরুণীর দাদু অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার অভিযুক্ত যুবনেতা। রবিবার তাঁকে পেশ করা হয় চুঁচুড়া মহকুমা আদালতে। শনিবার রাত্রিবেলা পান্ডুয়ার জয়পুরের জিটি রোডের ধারে বছর উনিশের ওই যুবতী দাঁড়িয়েছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় তৃণমূল যুবনেতা এসে জোর করে তাঁকে গাড়িতে তোলেন। প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে সিমলাগড়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে শ্লীলতাহানি করেন। যুবতীর চিৎকারে এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দারা সেখানে আসেন। টহলরত পান্ডুয়া থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। তাঁরাই উদ্ধার করেন যুবতীকে। গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত নেতাকে। যুবতীর দাদু বলেন, আমি বাড়িতে ছিলাম। পাড়ার একটি ছেলে এসে ডেকে

বলল থানায় যেতে। থানায় গিয়ে দেখি নাতনি বসে আছে। ঘটনা শুনে অফিসারকে বললাম যা করলে ভাল হয় করুন। পান্ডুয়ার প্রাক্তন বিধায়ক তথা সিপিআইএম নেতা আমজাদ হোসেন বলেন,তৃণমূল যুব নেতা একটি মেয়েকে জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। এলাকার লোকজন মেয়েটিকে উদ্ধার করে। পুলিশ খবর পেয়ে খুব ভাল কাজ করেছে। মেয়েটিকে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের পান্ডুয়া ব্লক সভাপতি সঞ্জয় ঘোষ বলেন, কেউ যদি অপরাধ করে থাকে তার বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে। কয়েকদিন আগেই ওকে যুব সভাপতি করা হয়েছিল। তবে অন্যায় করলে দল বহিষ্কার করবে। যদিও, নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার দাবি, তিনি নির্দোষ। তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। আর এই কাজ করেছেন সিপিএম নেতা আমজাদ হোসেন। উল্লেখ্য, পাণ্ডুয়া এলাকার যুবনেতা এই অভিযুক্ত সভাপতি হওয়ার পরই এলাকার এক ব্যক্তির দোকান জোর করে দখল করে পার্টি অফিস করার অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত গ্রেফতার হতেই নিজের দোকান পুনরুদ্ধার করেন সুব্রত বর্মণ নামে ওই ব্যক্তি।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে কয়েকটি ট্রেনের অতিরিক্ত স্টপেজ

মালিগাঁও, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ যাত্রীদের সুবিধার্থে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মনোনীত স্টেশনগুলিতে কয়েকটি ট্রেনের দুই মিনিট করে অতিরিক্ত স্টপেজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী, ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে বাগডোগরা স্টেশনে ট্রেন নং.০৫৬৭১০৫৬৭২ (গুয়াহাটি-রাঁচি-গুয়াহাটি) স্পেশালের অতিরিক্ত স্টপেজ দেওয়া হয়েছে। ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং.০৫৬৭১ (গুয়াহাটি-রাঁচি) স্পেশাল ট্রেনটি বাগডোগরা স্টেশনে ২২.০০ ঘণ্টায় পৌঁছাবে এবং ২২.০২ ঘণ্টায় প্রস্থান করবে। ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং.০৫৬৭২ (রাঁচি-গুয়াহাটি) স্পেশাল ট্রেনটি বাগডোগরা স্টেশনে ১২.২০ ঘণ্টায় পৌঁছাবে এবং ১২.২২ ঘণ্টায় প্রস্থান করবে। এছাড়াও, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে পরীক্ষামূলকভাবে কুমেদপুর স্টেশনে ট্রেন নং.১৩১৪৮১৩১৪৭ (বামনহাট-শিয়ালদহ-বামনহাট) উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের অতিরিক্ত স্টপেজ দেওয়া হয়েছে। ট্রেন নং.১৩১৪৮ (বামনহাট-শিয়ালদহ) উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস কুমেদপুর স্টেশনে ২০.২০ ঘণ্টায় পৌঁছাবে এবং ২০.২২ ঘণ্টায় প্রস্থান করবে। ট্রেন নং.১৩১৪৭ (শিয়ালদহ-বামনহাট) উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস কুমেদপুর স্টেশনে ০৩.৩৮ ঘণ্টায় পৌঁছাবে এবং ০৩.৪০ ঘণ্টায় প্রস্থান করবে। অন্যদিকে, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে পরীক্ষামূলকভাবে ডালখোলা স্টেশনে ট্রেন নং.১৩১৪২১৩১৪১ (নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ-নিউ আলিপুরদুয়ার) তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেসের অতিরিক্ত স্টপেজ দেওয়া হয়েছে। ট্রেন নং.১৩১৪২ (নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ) তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস ডালখোলা স্টেশনে ১৭.২৬ ঘণ্টায় পৌঁছাবে।

ছাত্রদের মধ্যে সচেতনতা, আত্মবিশ্বাস বিকাশের জন্য ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া দ্বারা সর্বভারতীয় স্তরের কুইজ প্রতিযোগিতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ তারিখ ০৮.০৯.২০২৩ ছাত্রদের মধ্যে ব্যাঙ্কিং সচেতনতা, আত্মবিশ্বাস এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্য ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া দ্বারা সর্বভারতীয় স্তরের U GENIUS কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে, এই অনুষ্ঠানটি কলকাতার আলিপুরের ধনো ধান্য অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১৭০টি স্কুলের ১২০০-এরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। এই প্রতিযোগিতা থেকে একজন ফাইনালিস্ট বাছাই করা হয় এবং তাকে ট্রফি ও সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। বিজয়ী দল, নাম অ্যাডামাস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, বহুল কাঙ্ক্ষিত ট্রফিটি ঘরে তুলেছে এবং এখানে মুম্বাইতে অল ইন্ডিয়া লেভেলে অনুষ্ঠিত সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। ফাইনালে বিজয়ী প্রথম তিনটি গ্রুপকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রথম পুরস্কার হবে ১০০০০০ টাকা দ্বিতীয় পুরস্কার ৫০০০০ টাকা এবং তৃতীয় পুরস্কার . ২৫০০০ টাকা এর সাথে সার্টিফিকেটও দেওয়া হবে।এই ইভেন্টের সময়, উপস্থিত ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ব্যাঙ্কিং পরিষেবা এবং পণ্য সম্পর্কে সচেতন করা হয়।এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক (ড.) উদয় বন্দোপাধ্যায়, পরিচালক বোস ইনস্টিটিউট কলকাতা। মিঃ জি কে

সুধাকর রাও, জোনাল হেড, কলকাতা জোন, মিঃ দিলীপ মিশ্র, রিজিওনাল হেড, কলকাতা মেট্রো, মিঃ চন্দন সাহু, আরএইচ গ্রেটার কলকাতা এবং মিঃ সমীর কুমার, আরএইচ হাওড়া, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া উপস্থিত ছিলেন।

হাওড়া-বর্ধমান শাখায় থমকে থমকে চলল ট্রেন, দুর্ভোগে যাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ হাওড়া-বর্ধমান শাখায় থমকে থমকে, ধীরে ধীরে চলল ট্রেন, এর ফলে শনিবার মধ্যরাতে চূড়ান্ত দুর্ভোগে পড়লেন যাত্রীরা। হাওড়া থেকে মেন লাইনে শেষ বর্ধমান লোকাল ১০.১০ মিনিটের পরিবর্তে ছেড়েছিল মিনিট তিনেক পরে, সেই ট্রেন থেমে থেমে চলেছে। হাওড়া কারশেডে লাইনে কাজ হচ্ছে। তাই এই সমস্যা দেখা দেয়, রেলের তরফে এ বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন যাত্রীরা। রাতের দিকে হাওড়া থেকে মেন লাইনে পর পর তিনটি ট্রেন ছাড়ে। ১০.১০ মিনিটে বর্ধমান, ১০.২০ মিনিট এবং ১০.৩০ মিনিটে ব্যান্ডেল লোকাল ছাড়ে। শনিবার একই লাইনে পর পর ট্রেনগুলি দাঁড়িয়ে পড়ে। আটকে পড়ে অনেক দূরপাল্লার ট্রেনও। ডাউনেও ট্রেন চলাচল ব্যহত হয়। বহু জায়গায় ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে লাইন ধরে হাঁটতে শুরু করেন যাত্রীরা। মধ্যরাত পর্যন্ত এই দুর্ভোগে পড়তে হয় যাত্রীদের।

সাফল্য এসটিএফের, ৩৫ লক্ষ টাকার মাদক-সহ কলকাতায় গ্রেপ্তার ৭

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে থেকে কোকেন-সহ গ্রেপ্তার করা হল ৭জনকে। উদ্ধার হওয়া মাদকের ওজন ১৬৫ গ্রাম। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৩৫ লক্ষ টাকা। ধৃতদের জেরা করে ঘটনার সঙ্গে জড়িত বাকিদের হদিশ পাওয়ার চেষ্টা করছে পুলিশ। কয়েকদিন আগেই হাওড়া থেকে এসটিএফের তল্লাশিতে উদ্ধার হয় কোকেন। জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্র ধরে একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে। গতকাল অর্থাৎ শনিবার রাতে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে হাজির হন এসটিএফ আধিকারিকরা। ওই এলাকায় কড়া নজরদারি চালায় তাঁরা। কিছুক্ষণ পর একটি গাড়ি ও বাইকে করে মোট ৬ যুবক ওই জায়গায় হাজির হয়। কিছুক্ষণ পর আরও একজন যায় সেখানে। এরপরই ৭ জনকে হাতেনাতে ধরে এসটিএফ। ধৃতদের নাম ঋষি সাগর, রাহুল সিং, রিকি দত্ত, রাহুল দত্ত, অবিনাশ কুমার, সন্টি সিং ও অভিষেক ঠাকুর।

দক্ষিণ কলকাতায় শিঞ্জিনী বিশ্বাস ও জয়িতা বিশ্বাসের সংস্থা জয়ী -র শাড়ির মেলা উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী পায়েল সরকার ও চিত্র পরিচালিকা রেশমী মিত্র। ছবি-সৌরভ দত্ত

মালিপাঁচঘড়ায় অস্থায়ী পুরকর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যু, খুন কিনা তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ হাওড়ার মালিপাঁচঘড়া থানা এলাকার সালকিয়া কালুপাড়া লেনে এক ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হলো। ঘর থেকেই উদ্ধার হয় দেহ। গলায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত ছিল বলে জানা গেছে। মৃতদেহের সামনেই পড়েছিল মদের বোতল। তবে, এটি খুন কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মৃত শঙ্খ চ্যাটার্জী (৫০) হাওড়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মী বলে জানা গেছে। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রের খবর রাত ১১ টা নাগাদ বাড়ির লোক তাকে নিজের ঘরের মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। দেহের চারপাশে চাপ চাপ রক্ত পড়ে থাকতে দেখা যায়। এছাড়াও মদের ভাঙা বোতল এবং কাঁচের গ্লাস পাওয়া যায়। বাড়ির আত্মীয়রা জানিয়েছেন শনিবার দুপুর বারোটা নাগাদ শশাঙ্ক তার এক পরিচিত বন্ধুকে নিজের বাড়িতে ডাকেন। সেই বন্ধু বাড়িতে এলে দুজনে মিলে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া করেন। সন্ধেবেলা পর্যন্ত দুজনকে একসাথে ঘরে দেখা যায়। তারপরই রাত সাড়ে দশটা নাগাদ তার দাদা দোকান বন্ধ করে যখন বাড়ি ফেরেন তখন ঘরের দরজা খুলে তিনি দেখেন শশাঙ্ক রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে মেঝেতে। এরপর মালিপাঁচঘড়া থানায় খবর দিলে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। বাড়ির লোকেরা জানিয়েছেন তার গলায় এবং দেহের অন্যান্য অংশে গভীর ক্ষতচিহ্ন ছিল। প্রাথমিক তদন্তে ঘটনাস্থল থেকে ভাঙা কাঁচের বোতল এবং গ্লাস পাওয়া গেছে। তদন্তের স্বার্থে বিভিন্ন রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হচ্ছে। তবে কি কারণে এই ঘটনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

হাওড়া স্টেশন থেকে ৩০ লক্ষ টাকা নগদ সহ আটক ১

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ হাওড়া স্টেশন থেকে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা নগদ ও ১৩ কেজি রূপো সহ এক যাত্রীকে আরপিএফ আটক করেছে। ওই যাত্রীর কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে নগদ ৩০ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা এবং ১৩ কেজি সলিড রূপোর বার। ঝাড়খন্ডের ধানবাদ থেকে আসা ওই যাত্রীর ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে ওই নগদ টাকা এবং রূপো উদ্ধার হয়। আরপিএফ সূত্রের খবর, বৈধ কোনও কাগজপত্র ওই যাত্রীর কাছে ছিল না। এরপরই ওই নগদ টাকা ও রূপো বাজেয়াপ্ত করে আরপিএফ। ওই যাত্রীকে আটক করে আয়কর দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

উত্তরপাড়ায় সাত দিনব্যাপী নাট্য উৎসব

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ একাদশ উত্তরপাড়া উত্তরায়ণ নাট্যোসবের শুভ উদ্বোধন হলো উত্তরপাড়া গণভবনে। উদ্বোধন করেন পৌরপ্রধান দিলীপ যাদব। সাথে উত্তরায়ণের পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়। প্রণম্য পূর্বসূরি বিজন ভট্টাচার্য স্মরণে এবার স্মারক নাট্যদলের হাতে তুলে দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এই বারের উৎসবে মোট ২৩ টি নাট্যদল অংশগ্রহণ করছে। পশ্চিবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে নাট্যদল এই উসবে সামিল হয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাঁচরাপাড়া ফিনিক, মুর্শিদাবাদের নবীন নাট্য সংস্থা, আসানসোল কথাভাষ্য,তমলুক ড্রামাটিক ক্লাব,বর্ধমান গ্রাফ,ডুমুরদহ অনামী নাট্যম,কলকাতা প্রেক্ষাপট ও বার্নপুর দিশারী, উত্তরায়ণের পক্ষ থেকে জানানো হয় নাট্যপ্রেমী মানুষের সহযোগিতায় এই

নাট্যোসব সফল করবেন নাট্যপ্রেমী মানুষেরাই।

এই নাট্য উৎসব প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন নাট্যপ্রেমী মানুষেরা এই নাট্য উসব দেখে খুব আনন্দ পাবে, উত্তরপাড়া পৌরসভার উদ্যোগে আগামী দিনে এখানে একটি নাট্য উসব করার চেষ্টা করা হবে এবং এই নাট্য উসবে উত্তরপাড়ার দলগুলি অংশগ্রহণ করবে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা আশা করছি। উত্তরায়নের সম্পাদক জয়ন্ত দাশগুপ্ত জানালেন এই নাট্য উৎসবকে সহযোগিতা করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দ্রুত যাতায়াতের জন্য মেট্রো কিন্তু আত্মহত্যার জন্য নয়

দুরন্ত বাতা, কলকাতা,১০ সেপ্টেম্বর ঃ প্রতি বছর ১০ সেপ্টেম্বর বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস পালন করা হয়। দিনটি আত্মহত্যা না করার জন্য মানুষকে শিক্ষিত এবং সচেতন করার জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে যা বর্তমানে বিশ্বজুড়ে উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। এবারের দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে ক্রিয়ার মাধ্যমে আশা তৈরি করুন। কলকাতা মেট্রোও তার যাত্রীদের আত্মহত্যার কুফল সম্পর্কে সচেতন করার এই সুযোগটি গ্রহণ করছে যা ক্রমবর্ধমান উচ্চাকাঙ্ক্ষার মাত্রা এবং সামাজিক মূল্যবোধ হ্রাসের সাথে একটি প্রধান সামাজিক সমস্যা হয়ে উঠেছে। এর শুরু থেকে, কলকাতা মেট্রোতে এখন পর্যন্ত ৩৬১টি আত্মহত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। সতর্কতা মেট্রো কর্মীরা ১৮৭টি প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে এবং ১৮৮টি মূল্যবান জীবন বাঁচিয়েছে। গত বছর অর্থাৎ ২০২২ সালে, ৬টি আত্মহত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং এর মধ্যে ২টি প্রচেষ্টা মেট্রোর সতর্কতা কর্মীদের দ্বারা ব্যর্থ হয়েছিল। এই বছরে অর্থা ২০২৩ সালে, এ পর্যন্ত ৯ টি প্রচেষ্টা করা হয়েছে, যার মধ্যে ৭ টি প্রচেষ্টা মেট্রো কর্মীরা ব্যর্থ করেছে। অন-ডিউটি স্টেশন কর্মীরা এবং আরপিএফ কর্মীরা এই সামাজিক কুফল সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে সর্বদা সজাগ থাকে। এই ধরনের প্রচেষ্টা ঠেকাতে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর সমস্ত স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম স্ক্রিন ডোর বসানো হয়েছে। সমস্ত স্টেশনে প্ল্যাকার্ড, পোস্টার প্রদর্শন করা হয়েছে যাতে সবাইকে আত্মহত্যা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানানো হয়। আত্মহত্যা প্রবণ ব্যক্তি এবং তাদের আত্মীয়দের সহাযত়ার জন্য বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে হেল্পলাইন নম্বরগুলিও প্রদর্শন করা হয়। কলকাতা মেট্রো দেশের প্রথম মেট্রো। এটি কলকাতার লাইফলাইন। মেট্রোতে যে কোনও আত্মহত্যার প্রচেষ্টা পুরো সিস্টেমকে গিয়ারের বাইরে ফেলে দেয়। তাই, আত্মহত্যা না করে দ্রুত ও ঝামেলামুক্ত ভ্রমণের জন্য মেট্রো রেল ব্যবহার করতে এগিয়ে আসুন।

হাওড়ায় রোলার স্পিড স্কেটিং চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিল শতাধিক প্রতিযোগী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ নারায়ণা স্কুল, হাওড়া আয়োজিত রোলার স্পিড স্কেটিং চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিল বিভিন্ন স্কুলের দে। শতাধিক প্রতিযোগী। স্কেটার্স ওয়ার্ল্ড ক্লাব দ্বারা পরিচালিত এই প্রতিযোগিতা এই প্রথমবার হাওড়ায় আয়োজন করা হলো বলে উদ্যোক্তাদের দাবি। রবিবার সকালে স্কুল ক্যাম্পাসেই ওই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে মোট ১৫৬ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। ৫-৭, ৭-৯, ৯-১১ এবং ১১-১৪ বছরের প্রতিযোগিরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। স্কুলের তরফে ভাইস প্রিন্সিপাল অতনু চক্রবর্তী বলেন, এই প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য হলো স্কেটিং সম্পর্কে বাচ্চাদের সচেতন করা। তাদের জেনারেল ফিটনেস বাড়ানো। ফিট ইন্ডিয়া, বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থা, বেসরকারি হাসপাতাল আমাদের সহযোগিতা করেছেন। বাচ্চাদের মধ্যে খেলাধুলার মানসিকতা বা।তে তোলাও আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই খেলার প্রচলন আগে এতো ছিলনা। আমরাই হাওড়ায় প্রথম এই ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি। যেভাবে প্রথম বছরেই অভূতপূর্ব সাড়া পেলাম তাতে এই প্রতিযোগিতা বছরে দু'বার করা যায় কিনা তা নিয়েও আমরা আলোচনা করব। বিভিন্ন স্কুল থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্কেটিং অ্যাকাডেমি থেকেও বাচ্চারা আজকে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। নারায়ণা স্কুল, হাও।ার রোলার স্কেটিং কোচ বিপিন মিশ্র জানান, রোলার স্কেটিং এর জনপ্রিয়তা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিযোগিতায় বহু ছেলেমেয়েরা অংশ নিচ্ছে। শরীর ফিটনেসের জন্য খেলাধুলার মূল্য অপরিসীম। নারায়ণা স্কুল, হাওড়া এবং রোলার স্কেটিং এর বিভিন্ন সংস্থার কোচেরা আমাদের পাশে সর্বতোভাবে এগিয়ে এসেছেন।

বালিতে বৃদ্ধার বালি দখলের চেষ্টা, বাধা দিলে হামলা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ হাওড়ার বালিতে এক বৃদ্ধার বাড়ি জোর করে দখলের চেষ্টা। বাধা দিলে হামলা ও মারধরের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ হাতে পেয়েই তপর হয় বালি থানার পুলিশ। গ্রেফতার করা হয় দুই অভিযুক্তকে। জানা গেছে, বৃদ্ধাকে ঘরছাড়া করতে বাড়িতে হামলার অভিযোগ একটি রাজনৈতিক দলের দুই স্থানীয় নেতা ও একটি ক্লাব কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। বালির রাসবাড়ি এলাকার ওই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, ওই ক্লাব জোর করে পাশের বাড়ি দখল করতে যায়। বাধা দিলে বৃদ্ধাকে মারধর ও খুনের হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। বালি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলে বৃদ্ধার অভিযোগের ভিত্তিতে বালি থানার পুলিশ ২ জনকে গ্রেফতার করে। এই ঘটনা নিয়ে দল মুখ না খুললেও তাদের দাবি এটি এলাকার ক্লাবের বিষয়। এর সাথে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই।

এডমন্ড হিলারি'র স্মরণে 'প্যাডেল ফর মাউন্টেন' সাইকেল র‍্যালি হাওড়ায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ প্রথম এভারেস্ট জয়ী তেনজিং নোরগে ও এডমন্ড হিলারি'র স্মরণে 'প্যাডেল ফর মাউন্টেন' সাইকেল র‍্যালি হলো হাওড়ায়। সত্তর বছর আগে প্রথম মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় পা রেখেছিলেন স্যার এডমন্ড হিলারি ও তেনজিং নোরগে। সেই দিনকে স্মরণে রাখতে রবিবার সকালে হাওড়ায় এক সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করে হাওড়ার পর্বতারোহণ ও অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস সংস্থা CLIMB. 'প্যাডেল ফর মাউন্টেন' শীর্ষক ওই সাইকেল র‍্যালিতে এদিন প্রায় দেড়শো জন যোগ দেন। উপস্থিত ছিলেন বাংলায় প্রথম এভারেস্ট জয়ী দেবাশিস বিশ্বাস, বিশিষ্ট পর্বতারোহী এভারেস্ট জয়ী মলয় মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা।

'ডিজিটাল বিপ্লবের মাধ্যমে কৃষির রূপান্তর ঘটাচ্ছে ভারত'

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে জি২০-তে ভারতের সভাপতিত্ব সমগ্র দেশকে গর্বিত করছে। প্রত্যেকের মধ্যেই গর্বের এক বোধ সঞ্চারিত হচ্ছে। অমৃত কাল'-এর যুগে প্রবেশ করে, ভারত উন্নয়ন অভিমুখী রূপান্তরমূলক এক যাত্রা শুরু করেছে, এর প্রভাব বিশেষভাবে পড়েছে কৃষিক্ষেত্রে। কৃষিক্ষেত্র বরাবরই মানুষের অগ্রগতির পুরোভাগে থেকেছে, মানুষকে জীবন ও জীবিকার রসদ যুগিয়েছে, অর্থনৈতিক সুস্থিতির সন্ধান দিয়েছে। ডিজিটাইজেশন এবং উদীয়মান প্রযুক্তির আবির্ভাবের এই সময়ে, কৃষিক্ষেত্র পরিবর্তনের নতুন এক ঢেউ-এর সাক্ষী হচ্ছে। এই ডিজিটাল বিপ্লব একদিকে যেমন কৃষিক্ষেত্রকে পরবর্তী স্তরে উন্নীত করার ক্ষমতা রাখে, তেমনি খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত নানা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় সরকার ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে শক্তি যোগানোর সম্ভাবনাও এর মধ্যে রয়েছে। এই রূপান্তরের কেন্দ্রবিঃদুতে রয়েছে অবাধ জন ডিজিটাল পরিকাঠামোর ধারণা, যা কৃষিতে কার্যকর, সমন্বায়ক ও পরিমাপযোগ্য সমাধান আনতে সক্ষম। এর মুক্ত মান ও আন্ত ঃ কার্যকারিতার সুবাদে ডিজিটাল পণ্যের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক বিকাশ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়। সহজে গ্রহণযোগ্য ও ব্যয়সাশ্রয়ী হওয়ায় এটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও বিশেষ উপযোগী। ডিজিটাল পণ্যের উদাহরণ হিসেবে ভারত সরকারের কয়েকটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে ইন্ডিয়া স্ট্যাক ও আধার ব্যবস্থাপনা, ইউনিফায়েড পেমেঃটস ইঃটারফেস (ইউপিআই) এবং ন্যাশনাল হেল্‌থ স্ট্যাক। অনুরূপ ডিজিটাল জন পরিকাঠামোর প্রয়োগ কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাতে পারে, এর মাধ্যমে সুস্থিতভাবে কৃষিক্ষেত্রের উপাদনশীলতা বাড়তে পারে। সময়মাফিক পরামর্শদান, ইঃটারনেট অফ থিংস, কৃত্রিম মেধা এবং রিমোট সেনসিং-এর মতো পরিষেবাগুলি ডিজিটাল পরিকাঠামোকে মজবুত করবে এবং কৃষিক্ষেত্রে ডিজিটাল বিভাজন কমিয়ে আনবে। যথাযথ অর্থের যোগান ও অন্যান্য সম্পদ নাগালের মধ্যে পেলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরাও অন্যদের সমতুল হয়ে উঠবেন। তাঁদের প্রতিযোগিতায় টিঁকে থাকার ক্ষমতা বাড়বে, কাজের ক্ষেত্র প্রসারিত হবে এবং তাঁরা অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করার ক্ষমতা অর্জন করবেন। কৃষিক্ষেত্রে ডিজিটাইজেশনের সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হলে এমন নীতি প্রণয়ন করতে হবে, যা কৃষিক্ষেত্রে তথ্য আদানপ্রদান ও উন্মুক্ততাকে উসাহিত করবে। এই নীতিগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্যচালিত, বুদ্ধিদীপ্ত এবং গতিশীল পদ্ধতিও থাকতে হবে। পদ্ধতিগুলি এমন পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত হতে হবে, যাতে তা খামার থেকে খাবার ঘর পর্যন্ত সরকারি-বেসরকারি সব পক্ষকে সংযুক্ত করতে পারে। জি২০ সদস্য দেশগুলি সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা এবং সক্ষমতা গড়ে তোলার প্রয়াসকে জোরদার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর মধ্যে ডিজিটাল সরঞ্জাম ও প্রযুক্তির প্রসার, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, পারিবারিক কৃষক, মহিলা, যুব ও আদিবাসী সম্প্রদায়, বয়োবৃদ্ধ কৃষক এবং অন্যান্য অনগ্রসর গোষ্ঠীর কাছে এই প্রযুক্তিকে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও রয়েছে। আন্ত ঃসীমান্ত এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা বিনিময়, কৃষিতে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার এবং খাদ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করবে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী প্রয়াসে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্র উভয়ই যুক্ত হলে তা প্রযুক্তিগত ও ডিজিটালভাবে সক্ষম কৃষিখাদ্য ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে পারে। এক্ষেত্রে কৃষি-প্রযুক্তি স্টার্ট-আপগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কৃষিমূল্য শৃঙ্খল জুড়ে যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে, অবাধ ডিজিটাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে এই স্টার্ট-আপগুলি তার উদ্ভাবনী ও সাশ্রয়ী সমাধান করতে পারে। অত্যাধুনিক ও উদীয়মান প্রযুক্তিচালিত অবাধ ডিজিটাল নেটওয়ার্কের সম্ভাবনা, আমাদের এক্ষেত্রে নির্ণায়ক পদক্ষেপ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানায়। বহুমাত্রিক, বহুপাক্ষিক ও সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই ডাকে সাড়া দিতে হবে। একমাত্র সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমেই আমরা কৃষিক্ষেত্রে ডিজিটাইজেশনের রূপান্তরমূলক সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে কৃষকদের জন্য সুস্থিত ও সমৃদ্ধ ভবিষ্য এবং বৃহত্তর কৃষি বাস্তুতন্ত্র নিশ্চিত করতে পারি। কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন এবং বিশ্বজনীন খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই কাজ আমাদের এখনই করতে হবে। ভারত কেবল ডিজিটাল বিপ্লবের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রের রূপান্তরের উপরেই মনোনিবেশ করছে না, বিশ্বমঞ্চে খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলাতেও তার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরে ন্দ্র মোদীর সুদক্ষ নির্দেশনায় ভারতের সভাপতিত্বে জি২০ বৈঠকগুলিতে এসংক্রান্ত যে মন্থনের আয়োজন করা হয়েছে, দেশ এবং বিশ্বজুড়ে তা আলোচিত হচ্ছে। জি২০-র একটি গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী

দেশের বিভিন্ন শহরে গত কয়েক মাসে কৃষি নিয়ে একগুচ্ছ বৈঠকের আয়োজন করেছে। এইসব বৈঠকে সুস্থিত কৃষির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। জি২০-র কৃষি সংক্রান্ত কর্মীগোষ্ঠীর বৈঠকগুলি ছিল ঐতিহাসিক। এই কর্মীগোষ্ঠীর সাফল্য, ২০০-রও বেশি প্রতিনিধির সম্মিলিত উদ্যোগের ফসল। গত কয়েক মাসে তাঁরা ভারতের পরিচ্ছন্নতম শহর ইঃদোর থেকে সুপরিকল্পিত নগর চন্ডীগড়, পবিত্র শহর বারাণসী থেকে মুক্তোর শহর হায়দ্রাবাদে ঘুরে বৈঠক করেছেন। হায়দ্রাবাদে ১৬-১৭ জুন ২০২৩-এ অনুষ্ঠিত জি২০ কৃষিমন্ত্রীদের বৈঠক, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিয়ে বিশ্বব্যাপী আলোচনার এক প্রধান মাইলফলক হয়ে উঠেছে। এই সমাবেশ অন্তর্ভুক্তিমূলক, স্থিতিস্থাপক ও সুস্থিত কৃষি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। প্রসঙ্গ ূঅবিলম্বে কাজে নামার নজিরবিহীন ডাক বৈঠকের পর প্রকাশিত নথিতে খাদ্য ও সারের দামের অস্থিরতা, সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্ন এবং ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা নিয়ে বিশ্ববাসীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্বজনীন খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে একটি প্রাণবন্ত ও নির্ভরযোগ্য সরবরাহ শৃঙ্খল গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। মানবিক সঙ্কটের সময়ে বিশেষ করে মহিলা ও শিশুকন্যাদের মতো প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলির পাশে দাঁড়াতে এই সরবরাহ শৃঙ্খল গড়ে তোলা একান্ত আবশ্যক। খাদ্যসম্পদের বহুমুখীকরণ বৈঠকে বহুমুখী পুষ্টিকর খাদ্যের সুস্থিত উপাদনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। খাদ্যশস্যের উন্নয়নে উদ্ভাবনী উদ্যোগকে উসাহিত করে মন্ত্রীরা স্থানীয় চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জলবায়ু উপযোগী, এযাব অব্যবহৃত খাদ্যশস্যের দিকে নজর দিতে বলেছেন। কৃষি উপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে গবেষণা ও উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পুষ্টি এবং খাদ্যশস্যে পুষ্টিগুণ বৃদ্ধির প্রক্রিয়া মন্ত্রীরা পুষ্টির লক্ষ্যে প্রামাণ্য দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের কথা বলেছেন, বহুমুখী খাদ্যভিত্তি থেকে যাতে পর্যাপ্ত পুষ্টি মেলে তার উপর জোর দিয়েছেন। খাদ্যশস্যে পুষ্টিগুণ বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকেও স্বাগত জানিয়েছেন তাঁরা। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের প্রতি মনোনিবেশ (এসডিজি) সুস্থিত কৃষি, খাদ্য উপাদন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন - বিশেষত ক্ষুধামুক্ত বিশ্বের লক্ষ্য অর্জন (এসডিজি২) যে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত, মন্ত্রীরা তা উপলব্ধি করেছেন। সাম্প্রতিক অনুমান অনুসারে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের প্রায় ৬০ কোটি মানুষ অপুষ্টির শিকার হবেন। ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব গড়ার সামনে যে বিপুল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, এর থেকেই তা স্পষ্ট। এর মোকাবিলায় তাঁরা সুস্থিত খাদ্য উপাদন, মজুতকরণ, বিপণন ও অপচয় হ্রাসে উন্নয়নশীল দেশগুলি সক্ষমতা বাড়ানোর উপর জোর দিয়েছেন।

হাওড়ার প্রসন্ন কুমার দত্ত লেনে এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যু

শ্রেয়া আদর্ক, হাওড়া, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ হাওড়ার শিবপুর থানা এলাকার প্রসন্ন কুমার দত্ত লেনে এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যু হযেছে। রবিবার সকালে বাড়ি থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। জানা গেছে, সম্ভবত তাঁর মৃত্যু হয়েছিল দু-তিনদিন আগেই। রবিবার সকালে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে এলাকার মানুষ স্থানীয় প্রাক্তন কাউন্সিলার তথা প্রাক্তন মেয়র পারিষদ শ্যামল মিত্রকে খবর দেন। শ্যামলবাবু শিবপুর থানার খবর দিলে পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। জানা গেছে, মৃতের নাম লাল্টু সরকার (৪৫)। হাওড়া পুরসভার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত প্রসন্ন কুমার দত্ত লেনে তিনি থাকতেন। বাবা নেই। বৃদ্ধা মা থাকতেন ঘরে। পাশেই তাঁর মামার বাড়ি। ওই যুবক সাইকো পেশেন্ট বলেও জানা গেছে। তবে বাড়ির মধ্যেই সুইসাইড নাকি এটি অন্য কোনও ঘটনা তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

চালু হয়েছে মুথুট ফিনকর্প ওয়ান

১০ সেপ্টেম্বর ঃ ঋণ, বিনিয়োগ, বীমা এবং পেমেন্ট এর জন্য এই ওয়ান-স্টপ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মটি মুথুট ফিনকর্প লিমিটেডের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপমুথুট পাপ্পাচান গ্রুপের ফ্ল্যাগশিপ কোম্পানি, মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম লঞ্চ করেছে যেখানে স্মার্টফোন অ্যাপের মাধ্যমে ঋণ, বিনিয়োগ, বীমা এবং পেমেন্ট করা যেতে পারে।এই লঞ্চের মাধ্যমে, মুথুট ফিনকর্প ওয়ানের লক্ষ্য সমগ্র ভারতে গ্রাহক দের বিভিন্ন ধরনের আর্থিক প্রয়োজনগুলি সম্পূর্ণ করা এবং নির্বিঘ্নে অতুলনীয় সুবিধা ও সহজে অ্যাক্সেস নিশ্চিত করে ব্যাপক আর্থিক পরিষেবা প্রদান করা।

মুথুট ফিনকর্প ওয়ান নানাবিধ আর্থিক পরিষেবার সম্ভার নিয়ে এসেছে । এর মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের লোন এবং গোল্ড লোন। এছাড়াও, মুথুট ফিনকর্প ওয়ান বিভিন্ন ইনভেস্টমেন্ট প্রোডাক্টসে বিনিয়োগের সুযোগ নিয়ে এসেছে, যেমন ডিজিটাল গোল্ড এবং নন-কনভার্টিবল ডিবেঞ্চার - এনসিডি। আরও নানারকম ইউজ কেস এবং সব রকমের ঋণ পেমেন্ট এর জন্য এই অ্যাপ ব্যবহার করা যায়।

ভেরাভাল-বেনারস-ভেরাভাল সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস চালানোর সিদ্ধান্ত

গোরখপুর, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ যাত্রীদের সুবিধার্থে, রেলওয়ে প্রশাসন ১২৯৪৫১২৯৪৬ ভেরাভাল-বেনারস-ভেরাভাল সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ০২৯৪৫ ভেরাভাল-বানারস উদ্বোধনী বিশেষ ট্রেন ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এ ভেরাভাল থেকে চলবে। ১২৯৪৬ বেনারস-ভেরাভাল এক্সপ্রেসের নিয়মিত অপারেশন ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে এবং ১২৯৪৫ ভেরাভাল-বেনারস এক্সপ্রেসের নিযমিত অপারেশন ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে করা হবে। এতে ভ্রমণকারী যাত্রীদের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সময়ে জারি করা সমস্ত মান মেনে চলতে হবে।০২৯৪৫ ভেরাভাল-বানারস উদ্বোধনী বিশেষ ট্রেনটি ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সোমবার ভোর ০৪.১৫ মিনিটে ভেরাভাল থেকে ছাড়বে এবং জুনাগড় থেকে ০৫.৪০ ঘটিকায়, জেতালসার থেকে ০৬.১২ ঘটিকায়, ওয়াদিয়া দেওলি থেকে ০৬.৩৬, ০৭.০৭ মিনিটে, ০৬.৩৬, ০৭. ০৭.৩১ টায়, খিজাদিয়া থেকে ০৭.৪৬ টায়, লাঠি থেকে ০৭.৫৯ টায় ছাড়বে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৮২ সংখ্যা, সোমবার, ২৪ ভাদ্র, ১৪৩০

জি-২০ ঘোষণাপত্র

সম্পাদকীয়

জি-২০ ঘোষণাপত্রে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধের নাম উল্লেখ থাকলেও সেখান কারোর নাম করা হয়নি। ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হলেও সেখানে রাশিয়ার নাম করা হয়নি। ভারত চিন সীমান্ত নিয়ে কোনও কথা বলা হয়নি। পাকিস্তান ভারত সংঘাত নিয়ে কোনও কথা বলা হয়নি। কেবল মাত্র আন্তর্জাতিক মৈত্রী এবং সুসম্পর্ক তৈরি করার ওপরে বেশি করে জোর দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের আর্থিক উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। মানবাধিকারের কথা বলা হয়েছে। সুস্থ থাকার কথা বলা হয়েছে। বিশ্ব শান্তির কথা বলা হয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জ সনদ মেনে চলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এবারে আফ্রিকান ইউনিয়নকে জি-২০ সদস্য করে নেওয়া হল। তার ফলে তাদের সমস্যাগুলোকে তুলে ধরতে পারবে। এবারে ঘোষণাপত্রে ইউক্রেন যুদ্ধ কীভাবে বিশ্ব আর্থিক অবস্থাকে প্রতিকূল অবস্থায় ফেলে দিচ্ছে তা নিয়ে কোনও কথা বলা নেই। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার জি-২০ সম্মেলনে ইউক্রেন যুদ্ধ যে বিশ্বকে আক্রান্ত করতে শুরু করে দিয়েছিল তার কথা উল্লেখ ছিল। সেখানে বলা হয়েছিল কোনও শর্ত ছাড়া রাশিয়াকে ইউক্রেন জমি ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু নয়াদিল্লির জি-২০ ঘোষণাপত্রে রাশিয়ার কোনও নাম উল্লেখ না থাকাতে বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র বিস্ময় প্রকাশ করেছে। যদিও তারা এ ব্যাপারে মুখ খোলেনি। যুদ্ধ ব্যাপারটাকে এবারে জি-২০ সম্মেলনে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। একমাত্র উন্নয়নকে বেশি করে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। তার ফলে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে জি-২০ রাষ্ট্র প্রধানরা আলোচনা করার কোনও সুযোগ পায়নি। এমনকী আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত এ ব্যাপারে চুপ করেছিলেন। তিনিও ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে জি-২০ সম্মেলনে কোনও কথা বেশি বলেননি। তিনি সবটাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ওপরে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এদিকে বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেছেন যে বালির ঘোষণাপত্রের সঙ্গে দিল্লির ঘোষণাপত্রের পার্থক্য রয়েছে। তখন যা প্রয়োজন ছিল তা বালি ঘোষণাপত্রে প্রকাশ করা হয়েছে। এরপরে বেশ একটি বছর কেটে গিয়েছে। এখন যা পরিস্থিতির প্রয়োজন তার ওপরে ভিত্তি করে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়েছে। কূটনৈতিক মহল বলতে শুরু করে দিয়েছে সময় বিশেষ পার্থক্য হয়নি। বরং আরও যুদ্ধ পরিস্থিতি ভয়াবহ হতে শুরু করে দিয়েছে। জ্বালানি, খাদ্য এবং সারের নিরাপত্তার অভাব বোধ করা হচ্ছে। কৃষি ক্ষেত্রে অভাব দেখা দিতে শুরু করেছে। খাদ্য সঙ্কট দেখা দিচ্ছে। তেলের ভাণ্ডার কমতে শুরু করেছে। যেসব গরিব দেশের কথা গত কয়েক বছর ধরে বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তারাই এখন বেশি করে ভুগতে শুরু করেছে। ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে যে যুদ্ধ এবং সংঘাত ক্রমশ বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করেছে। তার ফলে বিশ্বের সমস্ত দেশগুলি অশান্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছে। আর্থিক নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে শুরু করেছে। ইউক্রেন যুদ্ধকে নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদকে মেনে চলার কথা বলা হল এবং ভৌগলিক অখণ্ডতাকে জোর করে দখল করা যাবে না। তবে এটা বলা হল যে পাকিস্তান জোর করে কাশ্মীরের একটি অংশকে দখল করে রেখে দিয়েছে তা ভারতকে ফেরত দিতে হবে তার দিকে লক্ষ্য রেখেছে। যদি পাকিস্তানের কোনও নাম কেউই উল্লেখ করেনি। কোনও রাষ্ট্র নেতারা এবারে সংঘাতকে এড়িয়ে নিজেদের মধ্যে শুধু মাত্র উন্নয়নকে সমানে রেখে বক্তব্য রেখেছেন। খাদ্য এবং শক্তি নিরাপত্তাকে বৃদ্ধি করতে হবে বলে ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে। সামরিক হামলার ওপরে নিষেধকে জোর দেওয়া হয়েছে। এক সময়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছিলেন এটা যুদ্ধের সময় নয়। তার ওপরেই বেশি করে জোর দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকাকে জি-২০ সম্মেলনে সদস্য করে নেওয়ার জন্য আফ্রিকা, ব্রাজিল এবং ইন্দোনেশিয়া ভারতকে সমর্থন করেছিল। তার ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছে। আগামি বছর ব্রাজিল জি-২০ সংম্মেলনের সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করছে। ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে রাশিয়ার নাম গ্রহণ না করার নিয়ে কীভাবে ঘোষণাপত্রকে সম্মতি দান করলো আমেরিকা তা নিয়ে প্রশ্ন জাগতে শুরু করে দিয়েছে সবার মনের মধ্যে। কূটনৈতিক মহল মনে করতে শুরু করে দিয়েছে যে জি-২০ সম্মেলনের যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলি জাতীয় স্বার্থ নিয়ে এবারে বেশি আলোচনা করেছে। তার ফলে ইউক্রেন যুদ্ধ বেশি গুরুত্ব পায়নি। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ওপরে এবারে বেশি করে জোর দিয়েছিলেন। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করা, ড্রোন, প্রযুক্তি বিক্রি করা দিকে বেশি করে নজর দিতে শুরু করে দিয়েছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

ভারতের শহরগুলি সঙ্কটময়

মরক্কোর মতো ভারতের আধুনিক শহরগুলি সঙ্কটে দিন কাটাচ্ছে। মরক্কোর মতো ভারত পরিবেশ সঙ্কটের মধ্যে রয়েছে বলে পরিবেশবিদরা বলতে শুরু করে দিয়েছে। উন্নয়ন করতে হবে পরিবেশকে রক্ষা করে। যত্রতত্র বাড়ি বা কংক্রিকেটের কিছু নির্মাণ করা চলবে না। পরিবেশকে রক্ষা করে উন্নয়ন করতে হবে। উপকূলবর্তী জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবে আশঙ্কাজনক পূর্বাভাযে চিন্তা কপালে ভাঁজ ফেলতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের উপকূলবর্তী শহরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য শহরগুলি হল কোচি, চেন্নাই, মেঙ্গালেরু, তিরুঅনন্তপুরম সহ বেশ কয়েকটি শহর। এদিকে জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়া নিয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন রাষ্ট্রুপঞ্জের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। বিপদ যাতে কিছুটা হলেও এড়ানো যেতে পারে তার জন্য জরুরী বৈঠক ডেকেছেন তিনি। গুতেরেস বলেছেন, ডব্লুএমও যে বার্তা দিতে শুরু করে দিয়েছে তাতে বিশ্ব উষ্ণায়ন ১.৫ কমিয়ে আনলেও সমুদ্রপৃষ্ঠে জলস্তর কমিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। তবুও প্রতি পদে সতর্ক হয়ে থাকতে হবে। এবারে জ্বালানির ওপরে নির্ভরশীল দেশগুলিকে বলা হচ্ছে সৌরশক্তিকে বেশি করে ব্যবহার করা যাতে জ্বালানি ব্যবহার কম হতে পারে। জ্বালানিকে ব্যবহার কমিয়ে নিয়ে এসে সৌরশক্তির ব্যবহারের দিকে নজর বেশি করে দিতে হবে। আগামি দিনের পেট্রো পণ্যের ওপরে ব্যবহার কমিয়ে ফেলতে হবে। ব্যাটারি চালিত মোটর গাড়ি থেকে শুরু করে ফ্রিজ এবং রেফ্রিজেটর ওয়ারকন্ডিশন এর ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে রক্ষা করলে গেলে বনজঙ্গল কেটে সাফ করা চলবে না। নদীতে বাঁধ দেওয়ার আগে চিন্তা করতে হবে নদীর স্বাভাবিক চলার গতি যাতে বাধা প্রাপ্ত না হতে পারে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

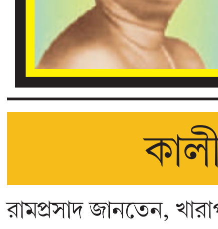

যার কাছ থেকে সকল ধরনের সহযোগীতা পেয়ে, পালন পোষণ পেয়ে আজ আমি পূর্ণ, তার শরীর হতে আমার শরীর আর এই মহান মানুষটিকেই আমরা পিতা বলি ।।।।

কালী সাধক রামপ্রসাদ

রামপ্রসাদ জানতেন, খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খ ারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ। পরিবারের জন্য কাজ। মানুষের জন্য কাজ। সবার জন্য কাজ করে যেতে হবে। সমানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পিছনে পড়ে থাকা চলবে না। সাহসের ওপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে।

আলিপুর বোমা মামলা

ঐতিহাসিক জবানবন্দি ঃ অভিযুক্ত বিপ্লবীদের স্বীকারোক্তি

রবীন্দ্রকুমার শীল

প্রায় ২০ বছর বয়সী বিভূতিভূষণ সরকার-এর বিবৃতিটি বাংলা ভাষায় ১৯০৮ সালে ৪ মে তারিখে আলিপুরের প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট এল বার্লির সামনে দিয়েছিলেন।

আমার নাম বিভূতিভূষণ সরকার। আমার বাবার নাম সারদাপ্রসাদ সরকার। আমি জাতে কায়স্ত এবং পেশায় পড়ানো। মুরারিপুকুর বাগানে থাকি। আমার বাড়ি মৌজা শান্তিপুর, সূত্রগড়, থানা ঃ শান্তিপুর। জেলা ঃ নদিয়া। আমি থাকি ৩২ নম্বর মুরারি পুকুর রোজ, মানিকতলায়।

আমি একটি বিবৃতি দিতে ইচ্ছুক। আমি জানি যে আমি একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিত এবং আমি যা বলব তা আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হবে। আমাকে কেউ বলতে বাধা দেয়নি। যখন এল.জি (লেফটেন্যান্ট গর্ভনর) কটক থেকে ফিরছিলেন এবং রেল লাইনে বোমা রাখার জন্য ষড়যন্ত্র করা হচ্ছিল তখন আমি মুরারিপুকুরে ছিলাম। ঘটনাটি সম্পর্কে যা জানি তা হল আমি সেতুর পাশে রেল লাইনে একটি গর্ত খুঁড়ছিলাম। সেই সময়ে প্রফুল্ল চাকী আমার সঙ্গে ছিলেন। বরেন্দ্র, প্রফুল্ল আর আমি সবাই মিলে চন্দননগরে গিয়েছিলাম। কিন্তু লর্ড গর্ভনর ইআইআর লাইনে আসেননি। আমরা বিকেল ৪টা থেকে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম। এবং লর্ড গর্ভনর না আসায় মাইনটি নিয়ে চলে যাই। আমরা কেবল একটি গর্ত করেছিলাম সেখানে মাইন রাখিনি। এরপরে যখন লর্ড গর্ভনর কটক চলে গেলেন আমি আর প্রফুল্ল পুরী প্যাসেঞ্জার ধরে বেনাপুরে এসে রেল ছেড়ে দিই এবং বেনাপুর থেকে প্রায় আড়াইটার দিকে আমরা নারায়ণগড়ের দিকে হেঁটে গেলাম বোমা রাখার জায়গা খুঁজতে। ৪ মাইল হাঁটার পরে আমরা একটি জায়গা পেয়েছিলাম। আমরা রাস্তার পাশে একটি গাছেব খুঁজে পেয়েছিলাম। রাত ৯টার পরে প্রফুল্ল আর আমি লাইন ধরে গর্ত করতে শুরু করলাম। এবং রাত ২.৩০ নাগাদ গর্ত তৈরি করে খড়গপুর পর্যন্ত হেঁটে বোম্বে মেল ধরে কলকাতায় ফিরে আসি। যেদিন এল.জি'র (লেফটেন্যান্ট গর্ভনর) আসার কথা ছিল আমি, বারেন্দ্র এবং প্রফুল্ল একটি মাইন এবং সীসার পাইপ যা বারেন তৈরি করে থাকে তা নিয়ে আসানসোল প্যাসেঞ্জারে চেপে খড়গপুরে গিয়েছিলাম। আমরা পুরী প্যাসেঞ্জার ধরে নারায়াণগড় এবং তারপরে গর্তে বোমা রাখার জায়গা পেলাম। লর্ড গর্ভরন সেদিন আসেননি। খ ড়গপুরে মাইন নিয়ে ফিরলাম ; প্রফুল্ল এবং আমি ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করেছিলাম এবং পরে বরেন্দ্র কলকাতায় ফিরে আসে। পরের দিন বরেন্দ্র আবার এসে উপস্থিত হল খড়গপুরেসঙ্গে ছিল একজন ইংরেজিসংবাদপত্র। ইংরেজি কাগজ থেকে জানতে পারি যে পরের দিন এল.জি'র (লেফটেন্যান্ট গর্ভনর) আসছেন। পরের দিন আমরা পুরী প্যাসেঞ্জার ধরে নারায়াণগড়ে গিয়ে পৌঁছালাম বিকেল ৪ টায়। তারপরে গর্তে গিয়ে পৌঁছালাম রাত ১১ টায়। গর্তের মধ্যে মাইন রাখা হল এবং বরেনবাবু কলকাতায় ফিরলেন মধ্যরাতেই পুরী প্যাসেঞ্জার ধরে। প্রফুল্ল এবং আমি রাত ২.৩৫ মিনিটে পর্যন্ত ছিলাম। এবং সেখানে ২.৩০ মিনিটে আমরা ফিউজ লাইন রেখে ছিলাম। তারপরে আমরা চলে গেলাম খড়গপুরের দিকে। দুই মাইল যাওয়ার পরে আমরা মাইন'র শব্দ শুনতে পাই। আমি এটা করেছি কারণ জামালপুর এবং কুমিল্লায় মহামেডানরা হিন্দু বিরোধিতা করেছিল এবং আমি জানতে এটি করা হয়েছিল ইংরেজদের পক্ষ নিয়ে। স্বাক্ষর ঃ এল. বার্লি, ০৪.০৫.০৮. স্বীকারোক্তি ঃ প্রায় ২৯ বছর বয়সী উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির বিবৃতি ইংরেজি ভাষায় ১৯০৮ সালের ৪ মে তারিখে আলিপুরের প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট এল বার্লির সমানে স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন। প্রশ্ন ঃ আপনি কী আমাকে একটি বিবৃতি দিতে চান? উত্তর ঃ হ্যাঁ। প্রশ্ন ঃ আপনি কী বোঝেন যে আপনি যদি আমার, একজন ম্যাজিস্ট্রেটট- এর কাছে একটি বিবৃতি দেন, বিবৃতিটিকে আপনার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে। উত্তর ঃ হ্যাঁ। প্রশ্ন ঃ আপনাকে বিবৃতি দেওয়ার জন্য কেনও চাপ ব্যবহার করা হচ্ছে? উত্তর ঃ না। প্রশ্ন ঃ আপনার কী বলার আছে? উত্তর ঃ আমি ১৮০৮ সালে ডু প্লেক্স কলেজ, চন্দননগর থেকে এফএ পরীক্ষায় পাশ করি। আমি দুই বছর কলকাতা মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করেছি দুই বছর পড়ে স্বাস্থ্যের কারণে আমি পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছিলাম। তারপরে

কলকাতার ডাফ স্কুলে ভর্তি হই এবং সেখানে পড়াশুনা করেছিলাম দুই বছর। তারপরে হিন্দু দর্শন এবং যোগ অধ্যয়ন করার জন্য আলমোড়ার মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে যোগদান করি। সেখানে দুই বছর থাকার পরে আমি বাড়িতে ফিরে এসে ফরাসি চন্দননগরের গড়বাটি হাই স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হই। প্রায় দেড় বছর কাজ করেছিলাম এবং দ্বিতীয়বার শিক্ষক হিসারে ভদ্রেশ্বর ইংলশি স্কুলে এক বছর কাজ করছিলাম। দেশ সেবার লক্ষ্য নিয়ে এই কাজটি ছেড়ে দিয়ে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সহ সম্পাদকের কাজ নিলাম। (ক্রমশ) (ক্রমশ) প্রায় এক বছর সেই পদে কাজ করি এবং যুগান্তর পত্রিকাতেও নিয়মিত লিখতাম। আমার কাজকে সুশঙ্খলভাবে করার জন্য ধর্মীয় রাজনৈতিক খুঁজে বের করার চেষ্টা করি যার মাধ্যম দিয়ে ভারতীয় পুনর্জন্মের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করতে থাকবো। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম যে ভারতের জনগণকে যে কোনও কাজ ধর্ম ছাড়া অন্য কোনও কাজ করানো যাবে না। ধর্মকে স্থাপন করতে সাধুর সাহায্য চেয়েছিলাম এবং সাধুর সন্ধান করতে সারা ভারত ঘুরে বেড়ালাম কিন্তু তার কোনও সন্ধান পাইনি। সাধু খোঁজায় ব্যর্থ হয়ে আমি স্কুলের ছাত্র সংগ্রহ করে তাদেরকে ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য উদ্যোগী হই। তখন আমি মূলত ছাত্রদের কাছে আমাদের দেশের অবস্থা এবং স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কের শিক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলাম। আমাদের একমাত্র উপায় ছিল তা হল স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলা এবং যুবক সংগ্রহ করা, অস্ত্র সংগ্রহ করা এবং সময় যখন আসবে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। আমি জানতাম যে বারীন্দ্র, উল্লাসকর এবং হেম বোমা তৈরিতে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁরা সরকারি কর্মচারিদের হত্যা করতে জন্য উদগ্রীব হয়েছিলেন যারা বিপ্লবীদের কাজে বাধা দিতে শুরু করেছিল। লেফটেন্যান্ট-গভর্নর এবং কিংসফোর্ড। প্রশ্ন ঃ আপনি কী মুজফফরপুর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কিছু জানেন? উত্তর ঃ আমি প্রায় এক পক্ষ আগে বারীন্দ্র আমায় বলেছিলেন যে তিনি লেফটেন্যান্ট গভর্নর রেলের বগিকে আক্রান্ত করতে যাচ্ছেন খ ড়গপুরে। ফিরে এসে বারীন্দ্র আমাকে জানান যে তিনি একটি মাইন পুঁতে রেখে এসেছেন। বিভূতি এবং প্রফুল্ল তাঁর সঙ্গে গিয়েছিল। আমি এটা জানলাম বারীন্দ্র বলাতে যে তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে খবর দিয়েছে যে কাজ সফল হয়েছে। কারণ তারা মাইন ফাটার শব্দ শুনতে পেয়েছিল। প্রশ্ন ঃ আপনি কী মজফফপুর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কিছু জানেন? উত্তর ঃ আমি শুনে ছিলাম যে প্রফুল্ল এবং ক্ষুদিরাম কিংসফোর্ডের জীবন নিতে মুজফফরপুরে পাঠানো হবে। প্রশ্ন ঃ এটা শুনে কী বললেন? উত্তর ঃ আমি কিছু বলিনি। কারণ আমি ওই বিভাগের দায়িত্বে ছিলাম না। আমি ছেলেদের শিক্ষার দায়িত্বে ছিলাম। প্রশ্ন ঃ প্রফুল্ল কী আপনার নির্দেশে ছিলেন? উত্তর ঃ না। আমি নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের পড়াতাম। আমি এই বিবৃতি দিয়েছি কারণ আমরা গ্রেফতার হয়ে সত্য বলতে রাজি হলে যাতে নির্দোষরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং আমাদের উত্তরসুরিরা আরও সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে। স্বাক্ষর ঃ এল বার্লি, ০৪.০৫.০৮।

প্রায় ১৮ বছর অভিযুক্ত সুধীর কুমার সরকার ইংরেজি ভাষাতে ১৯০৮ সালের ১১ মে তারিখে আলিপুরের প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট এল. বার্লির কাছে স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন। প্রশ্ন ঃ আপনি কি আমাকে একটি বিবৃতি দিতে চান। উত্তর ঃ হ্যাঁ। প্রশ্ন ঃ আপনি কী বোঝেন যে আমি একজন ম্যাজিস্ট্রেট এবং আপনি আমাকে যা বলেন তা আপনার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে? উত্তর ঃ হ্যাঁ। প্রশ্ন ঃ বিবৃতি দিতে আপনাকে প্ররোচিত করার জন্য কোনও চাপ ব্যবহার করা হয়েছে? উত্তর ঃ না। প্রশ্ন ঃ আপনি স্কুলে কোথায় ছিলেন? উত্তর ঃ আমি প্রায় দুই বছর আগে পর্যন্ত খুলনা জেলা স্কুলের ছাত্র ছিলাম। প্রশ্ন ঃ কেন চলে এলেন? উত্তর ঃ দুটি কারমে। প্রথমত স্বদেশি আন্দোলনের কারণে। এবং দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে আমি একটি স্কুল পরীক্ষায় দুটি বিষয়ে ফেল করেছিলাম। প্রশ্ন ঃ তখন কি করলেন? উত্তর ঃ আমার বাবা আমাকে সাহেবগঞ্জে আমার ভাই নরেন্দ্র কুমার সরকারের কাছে পাঠিয়েছিলেন, যিনি ভাগলপুরের সহকারি জেলার ছিলেন। আমার বাবার ইচ্ছা ছিল আমি হয় চাকরি করি অথবা পড়াশুনা চালিয়ে যাই। কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে পড়া বা অফিসিয়াল চাকরি করার কোনও মন ছিল না। তাই আমি আমার ভাইকে ছেড়ে প্রায় ১৫ দিন পরে কলকাতায় গিয়ে বারীন্দ্র কুমার ঘোষের সঙ্গে পরিচিত হই। প্রশ্ন ঃ সেটা কখন? উত্তর ঃ প্রায় দেড় বছর আগে। প্রশ্ন ঃ তাঁর পরিচয় আপনি কীভাবে পেলেন? উত্তর ঃ যুগান্তর অফিস তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল যেখ ানে আমি যুগান্তর পত্রিকা পেতাম। অফিসটি ছিল ১১ চাঁপাতলা ১ম লেনে। পত্রিকা প্রকাশে সহযোগিতা করেছি। প্রশ্ন ঃ তখন কে পরিচালনা করত? উত্তর ঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য ম্যানেজার ছিলেন এবং অফিসে কাজে সাহায্য করতেন উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, দীনদয়াল ও শৈলেন্দ্র ঘোষ। দীনদয়াল কেবল মাত্র সেখানেই বাস করতেন। তিনি ট্রামওয়েজ কোম্পানিতে নিযুক্ত ছিলেন। প্রশ্ন ঃ আপনি কতদিন অফিসকে সাহায্য করেছেন? উত্তর ঃ আমি সেখানে একমাস ছিলাম। আমি কোনও বেতন নিতাম না। উপেন্দ্র আমাকে কিছু বই দিয়েছিলেন এবং আমি তাঁর সুপারিশে অন্য বইগুলি কিনেছিলাম। তিনি আমাকে সেগুলি পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রশ্ন ঃ কেন বই? উত্তর ঃ 'ম্যাটসনির কাজ', 'গ্যারিবল্ডি', সখারাম দেওস্করের 'দেশের কথা' বঙ্কিমবাবুর বই, ভুদেববাবুর বই (তিনি জনির্দেশনার পরিচালক ছিলেন)। উপনিষদ, গীতা কিনেছলাম। একমাস যুগান্তর অফিসে থাকার পরে বাড়িতে গিয়ে বইগুলি পড়ি। আমি বেশির ভাগ সময়ে খ ুলনায় কাটাতাম, মাঝে মধ্যে মানিকতলায় আসতাম এবং বারীন্দ্রের বাগান বাড়িতে ৭-৮ দিন থাকতাম। আমি যুগান্তর অফিসে থাকার সময়ে বাগানবাড়ির সঙ্গে পরিচিত হই। ধর্ম, আত্মত্যাগ এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে একটি মিশন আছে বলে বারীন্দ্র আমাদের সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রশ্ন ঃ বাগান বাড়িতে কে থাকতেন? উত্তর ঃ উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি যিনি আমাকে উপরে নাম লেখা বইগুলি পড়াতেন। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, বিজয় কুমার নাগ সহ আরও অনেকে ছিলেন আবার কেউ কেউ কয়েক ঘন্টার জন্য আসতেন। তাঁদের নাম মনে করতে পারছি না। প্রশ্ন ঃ মিশনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কি ছিল? উত্তর ঃ মাতৃভূমির সেবা করা এবং মানুষের সেবা করা। প্রশ্ন ঃ আপনি শেষ করে মানিকতলা গার্ডেন ছেড়েছিলেন? উত্তর ঃ প্রায় দুই মাস আগে যখন আমি খুলনায় পড়ি। প্রশ্ন ঃ আপনি নিজেকে কীভাবে সমর্থন করতেন? উত্তর ঃ আমার বাবা যিনি সরকারি হাসপাতালের সহকারী ছিলেন তিনি আমাকে সাহায্য করেছিলেন। প্রশ্ন ঃ আপনার আর কিছু বলার আছে? উত্তর ঃ আমি নিরক্ষর লোকদের ধর্ম শেখাতে চেয়েছিলাম। প্রশ্ন ঃ মিশনটি কোন সমর্থনে চলছিল? উত্তর ঃ বারীন্দ্রের অনেক টাকা ছিল।

পোলাণ্ডে পেগাসাসের ঝড় বইতে শুরু করেছে

ভারতের মতো পেগাসাস পোলাণ্ডে ব্যবহার করা হয়েছে খুবই গোপনে। শাসক দল সংবিধান ভেঙে বিরোধী নেতাদের ঘরে পেগাসাস স্পাইওয়্যার ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করে দিয়েছে। পেগাসাস ব্যবহার করার ফলে ২০১৯ সালের নির্বাচন ভোট স্বচ্ছ হয়নি বলে মন্তব্য করেছে কমিশন। এই রিপোর্টকে কেন্দ্র করে আবার পেগাসাস মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে। ভাকতের শীর্ষ আদালতে এখনও পেগাসাস মামলা রয়েছে। ২০২১ সালে বিশ্বের কয়েকটি দেশ ইজরায়েলের এনএসও সংস্থার তৈরি পেগাসাস স্পাইওয়্যার বাবহার করা হয়েছিল সরকার বিরোধী রাজনৈতিক নেতা, আইনজীবী, সমাজকর্মী, সাংবাদিকদর ওপরে। গোপন নজরদারি চালানো হয়েছিল। ভারতে নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠতে শুরু করে দিয়েছিল। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি বলেছিলেন তার ফোনেও পেগাসাস ব্যবহার করা হয়েছিল গোপন নজরদারি করার জন্য। ইউরোপ ইউনিয়ন দেশগুলি গ্রীস, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরি ও স্পেনেও পেগাসাস ব্যবহার করা হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করে দিয়েছে। পোলাণ্ডের আইনসভা একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিশন গছন করেছে। পোলিশ সরকার পেগাসাস ব্যবহার করে ২০১৯ সালের নির্বাচনের গতিপথকে একেবারে পাল্টে দিয়েছিল বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করে দিয়েছে। পেগাসাস শুধু নজরদারি করে না, মানুষের ঐচরণকে একেবারে বদলে দিতে পারে বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। পোলিশ সরকার পেগাসাস কেনার কথা স্বীকার করলেও বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের ওপরে তা ব্যবহার করা হয়েছে বলে স্বীকার করেনি। পোলিশ সরকার থেকে বলা হয়েছে দেশের নিরাপত্তার কথা ভেবে পেগাসাস ব্যবহার করা হয়েছে। পেগাসাস শুধু মাত্র মোবাইলে ব্যবহার করা হয় তা নয়, ব্যক্তিগত কমিউম্পিটারে এবং ল্যাবটপ তা গোপনে নজরদারি চালানো যেতে পারে। কানাডার সিটিজেন ল্যাবে কম্পিউটার এবং মোবাইল পরীক্ষা করা হয়েছিল কোনও রকম নজরদারি চালানোর জন্য কোনও সংযোগ সেখানে রয়েছে কিনা। আমেরিকার একজন গবেষক বলেছেন যে শিস্তভ ব্রেজার কম্পিউটারে অন্তত ৩৩ বার পেগাসাস হামলা চালানো হয়েছিল। পোল্যাণ্ডের পেগাসাস ব্যবহার করার প্রসঙ্গ উঠতেই সাংবাদিক পরাঞ্জয় গুহঠাকুরতা বলেছেন, ভারতের সুপ্রিম কোর্ট তৎপর হবে? ২০২২ সালে ২৬ আগস্ট ভারতে পেগাসাস শুনানি শেষ হয়েছিল। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এন ভি রমণার অবসরের আগে। পেগাসাস নিয়ে বারতে বহু বিতর্ক হয়েছিল। মোদি সরকার পেগাসাস নিয়ে কথা বলেনি। তাঁরা পেগাসাস নিয়ে চুপ করে ছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও এ ব্যাপারে একটি কথা বলেননি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও চুপ করে বসেছিলেন। বিরোধী দল নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে পেগাসাসের সব কথা প্রধানমন্ত্রী দফতর থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্র দফতর জানতো। তবে প্রধানমন্ত্রী দফতরই সবচেয়ে বেশি জানে। ইজরায়েলি প্রযুক্তি স্পাইওয়্যার ব্যবহার করে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে ফোন হ্যাকিংয়ের অভিযোগ নিয়ে এসেছিলেন বিরোধী দলের নেতারা। পেগাসাস কেমন করে ব্যবহার করা হয়েছে এমন এক গুচ্ছের প্রশ্নের উত্তর খোঁজার কথা কমিশনের। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে কোনও রকম উস্কানিমূলক কথা বলা হয়েছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখা হয়। আড়ি পাতাটা সম্পূর্ণভাবে বেআইনী। কীভাবে প্রত্যেকের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। সবাইকে এ ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে। পেগাসাসের বিরুদ্ধে সংসদের বাইরে এবং ভেতরে তীব্র লড়াই করে চলেছিল। প্রশাসনিক কর্তারা অনেকেই বলেছিলেন, দেশের অভ্যন্তরীন নিরাপত্তার স্বার্থে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ফোনে অনেক সময়ে নজরদারি চালানো হয়। মূলত জঙ্গিদের কথাকে মাথায় রেখে এই কাজ করা হয়ে থাকে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে গোয়েন্দা দফতর তথ্য অনুযায়ী একটি তালিকা প্রধানমন্ত্রী দফতর বা স্বরাষ্ট্র দফতরে পাঠায়। রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতর তা পায়। তাদের অনুমতি পেলে তবেই নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু পেগাসাস কাণ্ডে রাজনীতিবিদ, প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তি, নাগরিক অধিকার কর্মীসব বহু জনের ফোনে স্পাইওয়্যার ঢুকিয়ে নজরদারি চালানো হয়েছিল বলে বিরোধীরা দাবি করে।

ভারতেও পেগাসাস নিয়ে ঝড় বয়ে যায়

পেগাসাস নিয়ে তদন্তকারী সংবাদপত্রগুলির মধ্যে দিয়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল যে বিএসএফ প্রধান কে কে শর্মা, র' অফিসার জিতেন্দ্র ওঝা, সেনার কর্নেল মুকুল দেবের মতো পদাধিকারীদের ফোনে আড়ি পাতা হয়েছিল। এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ করে। সমানে আসা নামগুলির মধ্যে কে কে শর্মা উল্লেখ যোগ্য। তিনি কলকাতায় ২০১৮ সালে এসেছিলেন একটি সম্মেলনে যোগ দিতে। সেখানে এক মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন আরএসএস নেতা কৃষ্ণ গোপাল এবং বিজেপির বুদ্ধিজীবী নেতা মোহিত রায়। একজন বিএসএফ ডিজির রাজনৈতিক সভায় উপস্থিত থাকা নিয়ে জল ঘোলা হয়। ১৯৬২ সালে ওই আইপিএস অফিসার পেগাসাসের নজরে চলে আসে। তাঁর তিন মোবাইলে নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তবে নজরদারি তালিকায় থাকলেও তাকে ২০১৯- এর লোকসভার নির্বাচনের সময় পর্যবেক্ষক করা হয়েছিল। শর্মা বিজপি ঘেঁষা ব্যক্তি। তার ফলে নির্বাচন কমিশন তাঁকে সরিয়ে দেয়। ২০১৭ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত পেগাসাসের নজরে ছিলেন বাহিনীর আইজি জগদীশ মৈথানি। বলা হয়েছিল যেখানে সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া সম্ভব নয় সেখ ানে স্মার্ট ফেন্সিংয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল মোদি সরকার। কীভাবে এই কাজটি সুসংবদ্ধভাবে হবে তার পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন জগদীশ। দুই প্রাক্তন বিএসএফ কর্তা ব্যাপারে একটি কথা বলেননি। তবে সরকারি সূত্র থেকে বলা হয়েছিল যে দেশের স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। নজরদারি তালিকায় ছিলেন র'এর অফিসার জীতেন্দ্র এবং তাঁর স্ত্রী। ২০১৮ সালের আগে অবসর নিতে বাধ্য করা হলে তিনি ট্রাইব্যুনালে গিয়েছিলেন। পেগাসাস রিপোর্ট থেকে জানতে পারা গিয়েছে তখন থেকেই তিনি নজরদারি আওয়াত চলে আসেন। তাঁর স্ত্রীর ফোনে আড়ি পাতা হয়েছিল। সরকারের সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ জানানোয় নজরদারির তালিকায় চলে আসেন সেনার কর্নেল মুকুল দেব। নজরদারি তালিকায় ছিলেন টুজির তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইডি অফিসার রাজেশ্বর সিংহ ও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের প্রাক্তন সহযোগী ভি কে জৈন। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মাকরঁ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে জানতে চেয়ে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী পি এম বেনেটকে ফোন করেছিলেন। ইজরায়েল অভ্যন্তরীন তদন্ত শেযে ফ্রান্সকে সব কিছু জানানোর আশ্বাস দিয়েছেন। একটি মাত্র দেশ ভারত যা নিয়ে ইজরায়েল কোনও ভাবনা করে না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আড়ি পাতার প্রশ্নের ব্যাপারে এখানে সবাই জানে। তাই তাদের ইজরায়লের কিছু যায় আসে না। ইজরায়েলের স্পাইওয়্যার সংস্থা থেকে বলেই দেওয়া হয়েছে যে দেশের নাগরিকেরা যাতে শান্তি রাতের বেলায় ঘুমাতে তার ব্যবস্থাই করেছে পেগাসাস। সন্দেহ করা ব্যক্তির ওপরে নজরদারি চালানোটা কোনও অপরাধ নয়। সেই ব্যক্তি যদি দোষী না হন তাহলে রাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। কাশ্মীরে বহু বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ফোনে পেগাসাস ব্যবহার করা হয়েছে ভারতকে রক্ষা করার জন্য। কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতারা তো ভারতের হয়ে কোনও সময়ে কথা বলে না। তারা চায় কাশ্মীরটাকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে। সেটা ভারত কোনও কালে চায় না। তার ফলে শক্তিশালী নজরদারি প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। দেশটাকে তো জঙ্গিদের দেশে পরিণত করে দেওয়া যায় না। দেশ আক্রান্ত হওয়ার আগাম খবর সরকারের কাছে আসা উচিত। এতে কোনও অপরাধ নেই। তার জন্য প্রয়োজন হলে দেশের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের ফোনে নজরদারি চালাানো যেতে পারে। কার মনের ভিতর কী হয়েছে সেটা বাইরে থেকে প্রকাশ পায় না। সেই কারণে নজরদারি চালানোটা দেশকে সুরক্ষিত রাখা। এখ নও ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা দফতর এবং স্বরাষ্ট্র দফতর সীমান্তবর্তী এলাকার ওপরে নজরদারি করে থাকে। অরণাচল প্রদেশ থেকে শুরু করে চিন সীমান্ত এলাকার ওপরে ভারতের গোয়েন্দা বিভাগ নজরদারি করে থাকে সেটা দেশের নিরাপত্তাপ স্বার্থে।

কলকাতার ইতিহাস ঃ মহিষবাথান রাজবাড়ি

কলকাতার কাছে রাজারহাটের নিকটে রয়েছে মহিষবাথান রাজবাড়ি। ১৯৩০ সালে গান্ধিজি এই বাড়িতে এসেই এখ ানকার জল নিয়ে লবন তৈরি করে লবণ আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এই এলাকায় আগে প্রচুর মাছ চাষ হতো। প্রচুর ভেড়ি ছিল। বিদন্যধীর নদীর পাশে ছিল মহিষবাথান। বেড়ির নোনা জল থেকে লবণ তৈরি করে লবণ আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধি। লক্ষ্মীকান্ত প্রামানিক ছিলেন এই মহিষবাথানের জমিদার। তাঁর পরিবারের সদস্য বর্তমানে রয়েছেন জয়ন্ত প্রামানিক। জমিদার লক্ষ্মীকান্ত প্রামানিক বাল্যবিবাহ এর বিপক্ষে ছিলেন। ১৯২১ সালে লক্ষ্মীকান্ত প্রামানিক ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য পদ গ্রহণ করেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মহিলাদের সামিল করার কথা নিয়ে ভাবনা চিন্তাও করেছিলেন। লক্ষ্মীকান্ত বাবু গান্ধিবাদী নেতা ছিলেন। তিনি এলাকার কংগ্রেস সভাপতিও ছিলেন। ১৯২০ সালে ছোটদের পড়াশুনা জন্য জাতীয় পাঠশালা তৈরি করা হয়েছিল। নতুন স্কুল ভবনের পাশে এখনও প্রাচীন স্কুল বাড়িটি রয়েছে। রেখে দেওয়া হয়েছে ঐতিহ্য হিসাবে। হেরিটেজ স্কুল বলে কথা। কংগ্রেসের গান্ধিবাদী নেতা সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহিষবাথান অঞ্চলের সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনিও জমিদার লক্ষ্মীকান্ত বাবুর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে গান্ধিজির আন্দোলনকে সফল করে তোলার চেষ্টা করতেন। গান্ধিজির ডাকে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সামিল হয়েছিল দ্বিভূজ, নারায়ণতলা, জগৎপুর, চণ্ডীবেড়িয়া, কৃষ্ণপুর, মহিষগেট, মহিষবাথান, নয়াপট্টি, ঠাকুরদারি সসহ বিভিন্ন অঞ্চলের বাসিন্দারা। ১৯৩০ সালে পুলিশ গ্রেফতার করতে শুরু করলে মহিষবাথান পুরুষ শূন্য হয়ে যায়। লবণ সত্যাগ্রহের জন্য প্রথম কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন লক্ষ্মীকান্ত প্রামানিক। ১৯৬২ সালে লবণহ্রদ বা সল্টলেক আধুনিক শহরে পরিণত হলে সেখান থেকে মৎস্যাচাষীরা ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকে।

ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার তিরোধান দিবস পালন

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ পঞ্চানন বর্মার ৮৭তম প্রয়াণ দিবস পালন করল কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি। এদিন কোচবিহার রাসমেলা মাঠে মর্যাদার সাথে দিনটি উদযাপন করা হয়। এদিন পঞ্চানন বর্মার আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ এবং কোচবিহার পৌরসভার পৌরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি অনিতা বর্মন, সহ-সভাপতি জলিল আহমেদ সহ পৌরসভার বিভিন্ন কাউন্সিলররা। এদিন ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদানের পর প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সেই সাথে নেতৃত্বরা এদিন ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা সম্বন্ধে তাদের অভিমত প্রকাশ করেন। আগামী দিনে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার সম্বন্ধে কোচবিহার সহ উত্তরবঙ্গের সাধারন মানুষ যাতে এগিয়ে যেতে পারেন সেই বিষয়েও নেতৃত্বরা নানান পরামর্শ দেন। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক ন্যায় মঞ্চ কোচবিহার জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা প্রয়াণ দিবস মহাসমারোহে পালিত হল। রবিবার কোচবিহার রাসমেলা মাঠ সংলগ্ন আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করেন অনন্ত রায় তিনি রাস মেলা মাঠ প্রাঙ্গনে হওয়া তৃণমূলের এই সভাকে ঘিরে তীব্র কটাক্ষ ছুড়ে দেন। এদিন তিনি কটাক্ষ করে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ভর্ৎসনা করেন। এদিন অনন্ত বাবু তীব্র ভর্ৎসনা করে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার তপশিলি জাতি ও উপজাতির সংরক্ষিত সিটগুলি তুলে দিচ্ছে। এদিকে রাজ্যের সরকার এই তিরোধান দিবস পালন করে তাদের আইওয়াশ করে তাদের কাছে ভালো থাকার চেষ্টা করছে। তবে আগামী ২৪-এর নির্বাচনে তাদের এই কেরামতি কোনভাবেই কাজে আসবে না। এছাড়াও কোচবিহার দি ক্ষত্রিয় সোসাইটির পক্ষ থেকে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে দিনটিকে পালন করা হয়। এইদিন কোচবিহার পঞ্চানন পার্কে ও গুঞ্জবাড়ি পঞ্চানন বর্মা হলঘরে একত্রিত হয়ে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে দিনটিকে পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দি ক্ষত্রিয় সোসাইটির সভানেত্রী অন্নময়ী অধিকারী, ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার একমাত্র পুত্র শ্রী সুরজিৎ বর্মা, সম্পাদক শুভদীপ সরকার সহ অনেকে।

বাসের ধাক্কায় মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ বীরভূমে বোলপুরের সিয়ানে রবিবার বাস ও টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল টোটো চালকের। মৃতের নাম রামমোহন চৌধুরী (৫০)। উত্তেজিত জনতা দুর্ঘটনার পর ঘাতক বাসটিতে ভাঙচুরও চালায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, সংশ্লিষ্ট বাসটি বোলপুর থেকে কীর্নাহার যাচ্ছিল। অপরদিকে, একটি টোটো বোলপুর আসছিল। সেই সময় হঠাৎ বাসের সঙ্গে টোটোর মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। ঘটনাস্থলে টোটো চালকের মৃত্যু হয়। আহত হন টোটোতে থাকা যাত্রীরা। আহতদের বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজিত জনতা দুর্ঘটনার পর ঘাতক বাসটিতে ভাঙচুরও চালায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছয় বোলপুর থানার পুলিশ। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

গরুমারায় পুজোর আগে জঙ্গল সাফারির চরম ব্যস্ততা শুরু হল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ সামনেই উৎসবের মরসুম। দুর্গাপুজো আসতে আর একমাস বাকি। সুতরাং দুর্গাপুজোয় উত্তরের পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে পর্যটকরা ভিড় জমান। তার মধ্যে অন্যতম আকর্ষণ গরুমারা জাতীয় উদ্যানে হাতির পিঠে বা হুড খোলা জিপ গাড়িতে চেপে গভীর জঙ্গলে বন্য প্রাণী দর্শন করা। এটা তিন মাস বন্ধ ছিল। এবার তা খুলে দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং দুর্গাপুজো মিটলে শীতের মরসুমেও পর্যটকরা সেখানে যেতে পারবেন। আর আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন জঙ্গল সাফারির। এদিকে আগে থেকেই দুর্গাপুজোর সময়ের বুকিং শুরু হয়ে যায় পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ইতিমধ্যেই গরুমারা-সহ অন্যান্য জঙ্গলের সরকারি লজগুলি প্রায় সবই বুক হয়ে গিয়েছে। আর ডুয়ার্সে জঙ্গলে এলেই সরকারি পর্যটকদের আকর্ষণ থাকে হাতি এবং জিপে চড়ে জঙ্গল সাফারি। এই গরুমারায় জঙ্গল সাফারির জন্য লাটাগুড়ি এলাকায় অবস্থিত বেসরকারি রিসর্টগুলিতেও চলছে দেদার আগাম বুকিং। শীতেও এখানে ভিড় বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। তাই এখানে যাতে পর্যটকরা এসে ভিড় জমাতে পারেন তার জন্য চলছে জোরকদমে প্রস্তুতি। জঙ্গল সাফারির জন্য চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। অন্যদিকে বর্ষায় তিন মাসের জন্য জঙ্গল বন্ধ থাকে। এরপর আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে আবার গরুমারা জঙ্গল পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে। তাই হাতি সাফারির জন্য গরুমারায় আরও দুটি কুনকি হাতি নিয়ে এসেছে বন দফতর। সম্প্রতি জলদাপাড়া থেকে দুটি স্ত্রী কুনকি হাতিকে গরুমারায় নিয়ে আসা হয়েছে বলে খবর। সুতরাং হাতির পিঠে চেপে জঙ্গল সাফারির জন্য প্রস্তুতি চলছে। এই কারণে হাতির সংখ্যা বাড়ল গরুমারা জাতীয় উদ্যানে। আবার কম সময়ের জন্য খুলছে এই পর্যটনকেন্দ্র। জঙ্গলে পর্যটকদের নিয়ে ছুটে বেড়ানো গাড়িগুলির পরিচর্চায় ব্যস্ত লাটাগুড়ি অঞ্চলের বিভিন্ন গ্যারাজ। এক মোটর মেকানিক উত্তম রায়ের ব্যস্ততা এখন তুঙ্গে উঠেছে। সকাল থেকেই জঙ্গল সাফারির জন্য গাড়িগুলির পরীক্ষা-নিরীক্ষা খুঁজে দ্রুত মেরামত করে চলেছেন তিনি। বন দফতর সূত্রে খবর, এখন গরুমারার পিলখানায় সব মিলিয়ে ২৬টি কুনকি হাতি রয়েছে। নতুন দুটি কুনকি হাতি আসায় পর্যটকদের জঙ্গল সাফারির আসন সংখ্যা এখন বেড়ে ২৮টি হল। নতুন দুই কুনকি হাতিকে জঙ্গল পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত হলেই কাজে লাগানো শুরু হবে। গরুমারা বন্যপ্রাণ ডিভিশনের এডিএফও জন্মেজয় পাল বলেন, আরও দুটি কুনকি নিয়ে আসায় জঙ্গল সাফারির সুবিধা হবে। হাতির পিঠে চেপে গভীর জঙ্গলে সাফারির পাশপাশি গরুমারা, চাপরামারি জঙ্গলের অন্যতম আকর্ষণ জিপ গাড়ি চেপে গভীর জঙ্গলে ঘুরে হাতি, বাইসন,গণ্ডার দেখা সম্ভব হবে।

তৃণমূলের নেতারা না থাকায় খোঁচা

তনুজ জৈন, মালদা, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ বিরোধী জোটের দখলে থাকা গ্রাম পঞ্চায়েতে দুয়ারে সরকার শিবিরে ব্যাপক সাড়া মানুষের। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য লম্বা লাইন। রেজিস্ট্রেশনের জন্য ভিড় জমিয়েছেন পরিযায়ী শ্রমিকরাও। বিরোধীরাই মমতার দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের প্রচার করছেন মানুষের মধ্যে। কিন্তু ক্যাম্পে উপস্থিত নেই তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যরা। তৃণমূল ঐ পঞ্চায়েতে এতদিন ক্ষমতায় থাকার জন্য বহু সাধারণ মানুষ সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পায়নি। শুধুমাত্র কাটমানির ভিত্তিতে সুবিধা দেওয়া হয়েছে, খোঁচা বিরোধীদের। পাল্টা জবাব দিতে ছাড়েনি তৃণমূলও। সমগ্র ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। প্রসঙ্গত হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েত সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে হাতছাড়া হয়েছে তৃণমূলের। কেন্দ্রে একদিকে যেমন বিজেপি বিরোধী ইন্ডিয়া জোট হয়েছে। এখানে তার উল্টো ছবি। তৃণমূল বিরোধী তিন রাজনৈতিক দল বিজেপি, সিপিএম এবং কংগ্রেস নিজেদের মধ্যে জোট করে তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করেছে। বিরোধী জোটের পঞ্চায়েতের কাজ শুরু হওয়ার পর প্রথম দুয়ারে সরকার শিবির হয়েছে তুলসীহাটায়। তুলসীহাটা কৃষক বাজারে চলে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। সেখানেই দেখা গেল মানুষের লম্বা লাইন। এলাকার মহিলা থেকে শুরু করে কৃষক শ্রমিক সকলে এসেছেন দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে। তাদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। প্রকল্পের সুযোগ পাওয়ার আশায় ভিড় জমিয়েছেন ক্যাম্পে। বিজেপি, কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যদের দাবি এতদিন সাধারণ মানুষ সঠিক ভাবে প্রকল্পের সুবিধা পায় নি। যারা যোগ্য তারা পেত না। যারা কাটমানি দিত তারা পেয়ে যেত। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প নিয়েও ব্যাপক দুর্নীতি করেছিল তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত। এখন আর সেই দুর্নীতি হবে না। প্রত্যেকটা মানুষ সঠিক ভাবে সুযোগ-সুবিধা পাবে। তাই মানুষের এত উৎসাহ এবং সাড়া। যদিও পাল্টা তৃণমূলের দাবি দুয়ারে সরকার ক্যাম্প মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে হচ্ছে যাতে সকল মানুষের সুবিধা হয়। ৩৪ বছরের বাম আমলে তো সেটা হয়নি। তাই বিরোধীদের মুখে এই সব কথা মানায় না। দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে আসা পরিযায়ী শ্রমিক মুকলেসুর বলেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য শুনছি রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে। তাই এসেছি যদি কোন সুবিধা পাওয়া যায়। দেখা যাক আদৌ কোন সুবিধা পাই কি না। আঙ্গারমনি বুথের সিপিএম পঞ্চায়েত সদস্য ফরমান আলী বলেন, এতদিন এখানে তৃণমূল ক্ষমতায় ছিল। তাই সাধারণ মানুষের জন্য কোন কাজ হয়নি। সব কিছুতেই তো কাটমানি নিত। এবার আমরা মানুষের জন্য কাজ করব। সকলের কাছে যাতে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে যায় সেই চেষ্টা করব। তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য অসিত চন্দ্র মন্ডল বলেন, প্রচুর মানুষের ভিড় হয়েছে। আমরাও রয়েছি এখানে কারো যাতে কোন সমস্যা না হয়। নিয়ম অনুযায়ী সকলেই যাতে প্রকল্পের সুবিধা পায় সেই দিকে আমরা নজর রাখছি। তৃণমূলের যুব নেতা মহম্মদ রাজুর পাল্টা দাবি, এই সরকারি প্রকল্প মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এনেছেন। এর জন্য ওনাকে ধন্যবাদ। বিরোধীদের কাজ বিরোধিতা করা। আজ সকল মানুষ সরাসরি সরকারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারছে। সিপিএম আমলে যেটা ছিল না। তাই এসব বলে কোন লাভ নেই। প্রসঙ্গত ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে থেকে শুরু হয় রাজ্য সরকারের দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। পরবর্তীতে বেশ কয়েকবার দুয়ারে সরকার ক্যাম্প হয়েছে। যাতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরকারের সংযোগ স্থাপনে কোন সমস্যা না হয় তাই এই উদ্যোগ নিয়েছিল রাজ্য। এবার বিরোধীদের দখলে থাকা গ্রাম পঞ্চায়েতে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

চালু হল স্বর্গরথ

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ ঠাকুর রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার তিরোধান দিবস পালিত হলো রায়গঞ্জ পৌরসভার উদ্যোগে। রবিবার সকাল ন'টায় রায়গঞ্জের ফোয়ারা মোড়ে অবস্থিত পঞ্চানন বর্মার আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন রায়গঞ্জ পৌরসভার পৌরপ্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস। এছাড়াও অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন পৌর প্রশাসক মন্ডলীর সদস্য অরিন্দম সরকার, সাধন কুমার বর্মন, শিক্ষাবিদ শুভেন্দু মুখার্জি, রায়গঞ্জ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অতনুবন্ধু লাহিড়ী, সমাজকর্মী শ্যামাপদ রায় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আজকের এই পুণ্য দিনে রায়গঞ্জ পৌরসভার পক্ষ থেকে একটি স্বর্গরথ রায়গঞ্জ বাসীর স্বার্থে চালু করা হলো। এই প্রসঙ্গে পৌর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস বলেন, ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার আদর্শকে পাথেয় করে মানুষ তথা রায়গঞ্জবাসীর স্বার্থে পরিষেবা প্রদানে আরও এগিয়ে চলেছে রায়গঞ্জ পৌরসভা।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ জাতীয় সড়কে বাইকের সঙ্গে অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষ। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। জখম হয়েছেন বেশ কয়েকজন। রবিবার দুপুর তিনটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার বাগ্রাকোট চাঁদমারি গোলাইয়ের সামনে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতরা হলেন মায়াদেবী প্রধান (৭১) এবং বাইক চালক মহম্মদ রাহুল (১৮)। মৃত মায়াদেবী প্রধান বাগ্রাকোটের টপ লাইনের বাসিন্দা। গুরুতর জখম হয়েছেন মহম্মদ শাহীদ (১৯) নামে এক বাইক আরোহী। মৃত মায়াদেবী প্রধানের ভাই সুদন প্রধান বলেন, দিদি এদিন বাগ্রাকোট থেকে অটোতে চেপে ওদলাবাড়ি তাঁর ছোট ছেলের বাড়িতে আসছিলেন। অটোর সামনের আসনে বসেছিলেন তিনি। জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধার। এদিকে, ঘটনায় গুরুতর জখম হন রাহুল ও শাহীদ। দু'জনকে প্রথমে ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের শিলিগুড়ি রেফার করা হয়। তবে শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে মংপং পেরোতেই মৃত্যু হয় রাহুলের।

মাদক-সহ ধৃত ২

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ খড়িবাড়ি পানিট্যাঙ্কি বাজার থেকে বিপুল পরিমাণে মাদক সহ গ্রেফতার ২ নেপালের বাসিন্দা। খড়িবাড়ি ভারত-নেপাল সীমান্ত লাগোয়া পানিট্যাঙ্কির নিউ মেচি মার্কেটে খড়িবাড়ি থানার পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ অভিযান চালিয়ে ২০৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ আটক ২ নেপালের বাসিন্দাকে গ্রেফতার করে। ধৃতরা হল প্রবীণ মাঝি(২১), গঙ্গা প্রসাদ মগর (২১)। ধৃত দুই জনেই নেপালের বিত্তামোড়ের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রের খবর নেপাল নাম্বার একটি স্কুটিকে আটক করে তল্লাশি চালিয়ে ধৃতদের কাছ থেকে ২০৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার, নেপালি প্রায় ৯ হাজার টাকা উদ্ধার হয়। ধৃতদের আটক করে খড়িবাড়ি থানার নিয়ে আসা হয়। আটক স্কুটিটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ধৃতদের আগামীকাল শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু ৯ বছরের বালকের

গাড়ি চালানো শিখতে গিয়ে দুর্ঘটনা

দুরন্ত বার্তা, ময়নাগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ গাড়ি চালানো শিখতে গিয়ে ৯ বছরের বালককে পিষে মারল এক যুবক বলে অভিযোগ। এই দুর্ঘটনা নিয়ে এখন শোরগোল পড়ে গিয়েছে। ছোট বালককে পিষে দেওয়ার ঘটনায় এখন অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ির দেবীনগর পাড়া এলাকা। উত্তেজিত জনতা ওই যুবকের গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। রবিবার সকালে এই ঘটনার পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় ঘাতক গাড়িতে। ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে গোটা এলাকায়। সূত্রের খবর, শিশুটি মারা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার সকালে সাইকেলে করে দোকানে গিয়েছিল বালকটি। আর তখন সেখানে গাড়ি চালানো শিখছিল এক যুবক। কিন্তু হঠাৎই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। যা থামাবার বা অন্যত্র ঘোরাবার চেষ্টার আগেই বালকের সাইকেলে গিয়ে ধাক্কা মারে এবং পিষে দেয়। এই ঘটনা দেখে স্থানীয় মানুষজন ছুটে আসেন। আর চিৎকার জুড়ে দেন। একইসঙ্গে গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেন। কিন্তু এসবের মাঝে ওই যুবক ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়। পুলিশ এখনও তাকে গ্রেফতার করতে পারেনি। তাতে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এলাকার মানুষজন। তাই পুলিশকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত বালকের নাম শুভজিৎ রায় (৯)। বাড়ি ময়নাগুড়ি শহরের দেবীনগর এলাকায়। এখানেই একটি বাড়িতে ভাড়া থাকে তার পরিবার। রবিবার সকালে সাইকেল নিয়ে বাড়ির ঠিক পাশের একটি দোকানে এসেছিল শুভজিৎ। তখন ময়নাগুড়ি বেসিক স্কুল ময়দানে গাড়ি চালানো শিখছিল স্থানীয় যুবক অমিতাভ ঘোষ। আর তখনই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই শিশুটিকে ধাক্কা মারে। পিষে দেওয়ায় মৃত্যু হয় শিশুটির। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বালক শুভজিৎ। তার চিৎকার শুনে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। এই বালকের মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে এলাকার বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখান। আর ঘাতক গাড়িটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ময়নাগুড়ি দমকল কেন্দ্রের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। কিন্তু পলাতক অভিযুক্ত যুবক অমিতাভ। তার খোঁজ চলছে বলে জানিয়েছেন ময়নাগুড়ি থানার আইসি তমাল দাস। ওই বালককে উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু, চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পরই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ।

ঝাড়গ্রামে রোমের 'ভ্যাটিকান সিটি'

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর বাকি আর মাত্র কয়েকদিন। ইতিমধ্যেই জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে অনেক কমিটিই। বড় বাজেটের পুজোগুলির কাজ অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। বেশিরভাগ জায়গাতেই থিমের জোয়ার। মধ্য কলকাতার সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজোর মণ্ডপ হবে রামমন্দিরের আদলে। এ কথা অনেকে জেনেছেন। পাশাপাশি জেলার পুজোগুলিও গা ভাসিয়েছে থিমের স্রোতে। সেই মতো এবার এক নজরকড়া থিম দেখা যাবে ঝাড়গ্রাম শহরের পূর্বাশা সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটির মণ্ডপে। এই বছর রোমের ভ্যাটিকান সিটি দেখা যাবে ঝাড়গ্রামে। আর তারই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। এই বছর পূর্বাশা কমিটির পুজো ৪১ বছরে পদার্পণ করছে। পুজোর বাজেট আনুমানিক ১৫ লক্ষ টাকা। উদ্যোক্তারা জানান, মহালয়ার দিন মূক ও বধির ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে নতুন পোশাক তুলে দেওয়ার পাশাপাশি তাদের জন্য মধ্যাহ্নভোজেরও ব্যবস্থা থাকছে। ঝাড়গ্রাম শহরের দুর্গাপুজোগুলির মধ্যে বিশেষ নামডাক রয়েছে পূর্বাশা সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির। প্রতি বছর ভিন্ন ভিন্ন থিম নিয়ে হাজির হয় এই পুজো কমিটি। প্রতিমাতেও থাকে বিশেষ চমক। এই বছর কমিটির সদস্যরা কুমোরটুলিতে প্রতিমার বায়না দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে পুজো উদ্যোক্তা প্রণব সাউ বলেন, ঝাড়গ্রামবাসীর জন্য আমরা এই বছর বিশেষ চমক নিয়ে আসছি। বিশ্বের পবিত্র শহর রোমের ভ্যাটিকান সিটির আদলে আমাদের পুজো মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। এবার আমাদের পুজো ৪১ বছরে পদার্পণ করছে। বাজেট রয়েছে ১৫ লাখ টাকা। পুজার পাশাপাশি আমরা বিভিন্ন প্রকার সমাজসেবামূলক কাজও করে থাকি।

ম্যারাথন দৌড়

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত জালাস নিজাম তারা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ও ফাঁসিদেওয়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সহযোগিতায় দীর্ঘ ছয় কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো। এদিন পুরুষ মহিলা দুটি বিভাগে ম্যারাথন দৌড় শুভ সূচনা করেন। দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান অলক চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পরিষদের বোর্ড মেম্বার কাজল ঘোষ, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কুমুদিনী ঘোষ বড়ই, আইনুল হক, ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কা, আকতার আলী, চন্দন কুমার রায় সহ তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা। এদিন এই ম্যারাথন দৌড় শুরু হয় ফাঁসিদেওয়া উচ্চতর বিদ্যালয় ময়দান থেকে মহম্মদ বক্স প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত। পুরুষ ও মহিলা বিভাগে প্রথম পুরস্কার ৭ হাজার টাকা ও ট্রফি, দ্বিতীয় পুরস্কার ৫ হাজার ও ট্রফি, তৃতীয় পুরস্কার তিন হাজার টাকা ও ট্রফি, বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল এদিন।

স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ বচসার জেরে স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করল স্বামী! নাগরাকাটার চ্যাংমারি চা বাগানের ঘটনা। মৃত মহিলার নাম রেশমা কাছুয়া। ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামী রামবিলাশ কাছুয়াকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ওই দম্পতির বাড়ি চ্যাংমারির প্রেমনগর লাইনে। রেশমা বাগানের ২৩৪ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সহায়িকার কাজ করতেন। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বাধে। অভিযোগ, বচসার সময় স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা করে রামবিলাশ। গুরুতর জখম রেশমাকে উদ্ধার করে বাগানের হাসপাতালে নিয়ে যান প্রতিবেশীরা। পরে তাঁকে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল এবং সেখান থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে রাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। লাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য যোগিতা কেরকেট্টা বলেন, অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা। অভিযুক্ত ব্যক্তি মাঝেমধ্যেই বাড়িতে ঝামেলা করত। দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের নাগরাকাটা ব্লক কমিটির সভাপতি তথা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সংগঠনের শীর্ষ নেত্রী মৌসুমী ভট্টাচার্য।

ধৃত ৩ ডাকাত

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া তিন কুখ্যাত দুস্কৃতিকে গ্রেফতার করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম সঞ্জয় ভগত, রাজু গুপ্তা এবং রাজেশ যাদব। শনিবার রাতে অভিযুক্তরা মহানন্দা নদীর পার্বতী ঘাট এলাকায় বসে ডাকাতির ছক কসছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে প্রধাননগর থানার পুলিশ ওই এলাকায় হানা দেয় এবং অভিযানে তিন দুস্কৃতিকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। এদের সাথে আরও কেউ ছিল কিনা তা জানতে অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। পাশাপাশি অভিযুক্তদের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয়েছে চাকু, রড-সহ ডাকাতির উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা আরও কিছু সামগ্রী। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে প্রধাননগর থানা।

e-Tender Notice

Prodhan, Shialdanga G P under Jagatballavpur Dev. Block, Howrah e-Tender vide **NIT No. : SFP/NIeT/797/2023 (06 Nos.).** Last Date of Submission of Bid : **15/09/2023 upto 2.00 pm.** For more information visit the website : **https://wbetenders.gov.in**

Office of the Mollabelia Gram Panchayat
Vill:Uttar Duttapara, P.O-Mollabelia,
P.S.Haringhata,Dist- Nadia. Pin-741249
NOTICE INVITING TENDER NO.
E-5/MGP/2023-2024, Dated: 08.09.2023

For and on behalf of the Mollabelia Gram Panchayat, Prodhan, Mollabelia Gram Panchayat invites tenders through E-tendering for total 13(Thirteen) Nos. different works. Document download / Sale Starting **from 09.09.2023 10.00 Hrs. up to 14.09.2023 up to 11.00 Hrs.** Last date of submission of Bid on **14.09.2023 up to 11.00 Hrs.** Bid Opening Date(Technical) **16.09.2023 at 11:00 Hrs.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Mollabelia Gram Panchayat

পঞ্জাব নেশনল বৈংক (ভারত সরকার কা উপক্রম) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) Oriental United

(ধারা ৮(১))
অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সস্ত্র সার্কেল অফিস ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা
আমতলা রোড, পদ্মপুকুর মোড় নিকট, পোস্ট- বারুইপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০ ১৪৪
টেলিফোন ঃ ০৩৩-২৪৩৩৫০৪৬, **E-mail : cs8319@pnb.co.in**

যেহেতু ঃ
নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন অনুমোদিত আধিকারিক **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক** অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তি ও প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০০২ এবং ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত হয়েছে অধীন ধারা ১৩ সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৩ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ জারি করছেন দাবী বিজ্ঞপ্তি যার তারি উল্লেখ রয়েছে প্রতি অ্যাকাউন্ট ভিত্তিতে জানানো যায় গ্রাহকদের পরিশোধ করতে হবে বকেয়া রাশি উল্লেখিত বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে।
যদি গ্রাহক বকেয়া রাশি পরিশোধে ব্যর্থ হন, বিজ্ঞাপিত করা যায় যে গ্রাহক এবং জনস্বার্থে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রতীকী অধিগ্রহণ করেছেন নিম্নেবর্নিত সম্পত্তি ক্ষমতার প্রয়োগবলে যা সুনিশ্চিত হয়েছে তার ওপর অধীন উপ-ধারা(৪) ধারা ১৩ আইনের সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৮ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ নিম্নে বর্নিত তারিখে।
গ্রাহক / জামিনদার / বন্ধকদাতাদের মনোযোগ আকর্ষিত করা যায় যে বন্দোবস্ত উপ-ধারা (৮) ধারা ১৩ আইনে উপযুক্ত সময় পাবেন সুরক্ষিত সম্পত্তি পুণরুদ্ধার করতে।
গ্রাহকদের বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে সতর্ক করা যায় যে লেনদেন না করতে এই সম্পত্তি নিয়ে এবং কোন লেনদেন হলে এই সম্পত্তির যার ওপর দাবী করতে **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক** বকেয়া রাশি সুদ সহ।

ক্র. নং.	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) গ্রাহকের নাম (সম্পত্তির মালিক)	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ খ) অধিগ্রহণ তারিখ গ) বকেয়া রাশি দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখে
১.	ক) বারুইপুর চৌধুরি বাজার শাখা খ) আব্দুল হক দর্জি অ্যাকা. নং. ০৩০০৩০০০১৯৮৮৮ (টিএলপিএইচএল) গ) ১. আব্দুল হক দর্জি, পিতা-সরিফ দর্জি ২. ইসমাইল দর্জি, পিতা-সরিফ দর্জি উভয় ঠিকানা ঃ গ্রাম-ভাটপোয়া, পোস্ট-সূর্যপুরহাট, থানা-বারুইপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭০০১৪৪।	ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী জমি ও বাড়ি পরিমাপ ৩৫ ডেলিমেল যা রয়েছে **আব্দুল হক দর্জি এবং ইসমাইল দর্জি নামে,** যার নথিকৃত দলিল নং. ৫৯২১/২০০৬ মৌজা-ভাটপোয়া, আরএস দাগ নং. ২৬৬, ২৬৯ ও ২৭০, আরএস খতিয়ান নং. ৩৭৭ ও ৩৫৫, জেএল নং. ১১২, পোস্ট-সূর্যপুরহাট, থানা-বারুইপুর যা রয়েছে বারুইপুর নস্কর পাড়া এবং দর্জি পাড়ার নিকট, **সম্পত্তির পরিসীমা** যা হল উত্তরে-মহ. সরিফ দর্জির খালি প্লট, দক্ষিণ-৪ফুট হঁট বিছানো রাস্তা, তারপর অন্যের পুকুর, পূর্ব-মহ. সুচর দর্রি খালি জমি, পশ্চিম-আগলি বিবির টালির ছাউনি একতলা বাড়ি।	ক) ০৯.১১.২০০৯ খ) ০৬.০৯.২০২৩ গ) টাকা. ১৪,৩৫,৩৯৫.৯৮ (চোদ্দ লক্ষ পঁইত্রিশ হাজার তিনশত পঁচানব্বই টাকা আঠানব্বই পয়সা মাত্র)

তারিখ ঃ ১১.০৯.২০২৩
স্থান ঃ বারুইপুর

স্বা /- দেব আনন্দ শর্মা, চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Director General (M)/Roads, KMC invites tender online percentage rate to bid systems for following works:

1. **NIT No.: KMC/ASPH/PB/MR/E-02/2023-24 (1st Call)**
Name of the Work: **New wiring and installation of electrical appliances at Emulsion Store Room under Asphaltum Department Palmer Bazar ;** Estimated Amount: **Rs.1,44,248.20 ;** Earnest Money: **Rs.3,000.00 ;** Period of completion: **07 Days ;**

2. **NIT No.: KMC/ASPH/GG/MG-003/2023-24 (1st Call)**
Name of the Work: **Development of road surface at Chakramnagar from premises No. 52 to Premises No. 52/16 in ward no. 142, Br-XVI under Roads(M) Department ;** Estimated Amount (incl. GST & CESS): **Rs.4,88,060.07 ;** Earnest Money: **Rs.10,000.00 ;** Period of completion: **15 Days ;**

3. **NIT No.: KMC/ASPH/GG/BN-07/2023-24 (1st Call)**
Name of the Work: **Development of undulated road surface by levelling inside KMDA Complex from 39A/40 KMDA Complex to 39A/38A KMDA Complex, in ward no. 93, BR-X, under Roads Mechanical Department ;** Estimated Amount (incl. GST, Continency & CESS): **Rs.4,96,919.84 ;** Earnest Money: **Rs.10,000.00 ;** Period of completion: **15 Days ;** Last Date & Time of submission of Bid: **22.09.2023 at 11 a.m.** (for Sl. No. 1), **19.09.2023 at 3 p.m.** (for Sl. No. 2) & **21.09.2023 at 12.30 p.m.** (for Sl. No. 3) ; Bid opening date for technical proposal: **25.09.2023 at 11 a.m.** (for Sl. No. 1), **21.09.2023 at 3 p.m.** (for Sl. No. 2) & **23.09.2023 at 12.30 p.m.** (for Sl. No. 3) ; The bid forms and other details are available on and from **13.09.2023 after 5 p.m.** (for Sl. No. 1), **09.09.2023 at 5 p.m.** (for Sl. No. 2) & **12.09.2023 after 5 p.m.** (for Sl. No. 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 2) & **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 & 3).

The Executive Engineer (Water Supply)/ GRWW, KMC invites e-Tender for the following works:

1. **NIT No.: EE/WS/GRWW/RWPS/23-24/eT-11**
Name of the Work: **Supply & fitting, fixing of new parts i.e. sleeves, bearings, casing ring & finocot bush with carrier etc. in the spare rotating unit of pump no. 4 against damaged one to keep it ready as standby for future utilisation at RWPS-III of GRWW ;** Estimated Amount: **Rs.4,53,233.00 ;** Earnest Money: **Rs.9,100.00 ;** Period of Completion: **12 Days ;**

2. **NIT No.: EE/WS/GRWW/RWPS/23-24/eT-09**
Name of the Work: **Replacement of damaged NRV along with short piece unit by new one after cutting the existing delivery pipeline of pump no. 2 including Byepass arrangement at RWPS-I, GRWW ;** Estimated Amount: **Rs.1,63,907.00 ;** Earnest Money: **Rs.3,300.00 ;** Period of Completion: **03 Days ;**

3. **NIT No.: EE/WS/GRWW/RWPS/23-24/eT-06**
Name of the Work: **Dredging & desilting of 2 nos. suction pipe at RWPS PH-III intake jetty by providing diesel pump, compressor machine & competent diver under GRWW ;** Estimated Amount: **Rs.2,90,463.00 ;** Earnest Money: **Rs.5,850.00 ;** Period of Completion: **180 Days ;**

4. **NIT No.: EE/WS/GRWW/RWPS/23-24/eT-10**
Name of the Work: **Supply & installation of new dismantling joint in the 900 mm dia. delivery pipeline of pump no. 1 at RWPS PH-II of GRWW with other ancillary works & painting the same against damaged one ;** Estimated Amount: **Rs.1,81,692.00 ;** Earnest Money: **Rs.3,650.00 ;** Period of Completion: **10 Days ;**

5. **NIT No.: EE/WS/GRWW/RWPS/23-24/eT-08**
Name of the Work: **Manufacturing, supply & fitting, fixing of 700 mm dia. MS short piece by fabricating from MS plate with provision of 2nos. MS flange welded on both sides to suit with the NRV for the delivery line of pump no. 2 within RWPS PH-I of GRWW ;** Estimated Amount: **Rs.2,56,897.00 ;** Earnest Money: **Rs.5,150.00 ;** Period of Completion: **7 Days ;**

6. **NIT No.: EE/WS/GRWW/RWPS/23-24/eT-07**
Name of the Work: **Refurbishment of suction side wall at RWPS PH-III by pressure grouting arrangement with cement concrete & other chemical to eliminate the water leakage under GRWW ;** Estimated Amount: **Rs.2,91,943.00 ;** Earnest Money: **Rs.5,850.00 ;** Period of Completion: **15 Days ;** Last Date & Time of receipt/ opening of Tender (Online): **30.09.2023 at 2 p.m. / 03.10.2023 at 2.30 p.m.** (for Sl. No. 1 to 6) ; The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 6).

The Executive Engineer (WS)/ Br-XI, KMC invites e-tender for the following works (submission of bid through online):

1. **NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/20/2023-24 Date: 08.09.2023**
Name of the Work: **Improvement of W/S pipeline by supplying and laying of 100 mm dia D.I. pipe at Shiv Bari Club 3rd Lane and A/121/1 Sonali Park in ward no. 113, BR-XI ;** Estimated Amount (incl. GST & CESS): **Rs.2,99,721.40 ;** Earnest Money: **Rs.6,000.00 ;** Time of Completion: **21 Days ;**

2. **NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/21/2023-24 Date: 08.09.2023**
Name of the Work: **Extension of W/S pipeline by supplying and laying of 100 mm dia D.I. pipe at 177 HL Sarkar Road (Sai Aptt.) and 182 HL Sarkar Road (Dipali Store) in ward no. 113, BR-XI ;** Estimated Amount (incl. GST & CESS): **Rs.1,96,776.45 ;** Earnest Money: **Rs.4,000.00 ;** Time of Completion: **21 Days ;**

3. **NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/18/2023-24 Date: 08.09.2023**
Name of the Work: **Diversion of pipe by providing 100 mm dia D.I. pipeline to be disturbed for laying of proposed 1600 mm dia raw water Inlet by KMDA at Gitanjali Metro Station in ward no. 112, BR-XI ;** Estimated Amount (incl. GST & CESS): **Rs.2,74,091.47 ;** Earnest Money: **Rs.5,500.00 ;** Time of Completion: **21 Days ;**

4. **NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/23/2023-24 Date: 08.09.2023**
Name of the Work: **Replacement of 100 mm dia. PVC pipe by laying of 100 mm dia D.I. pipeline at D/139 to J/37 and J/51 to J/75 and 302 West Rajapur to 71 P.N. Dey Road in ward no. 102, BR-XII ;** Estimated Amount (incl. GST & CESS): **Rs.2,99,024.67 ;** Earnest Money: **Rs.6,000.00 ;** Time of Completion: **30 Days ;**

5. **NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/19/2023-24 Date: 08.09.2023**
Name of the Work: **Replacing of dammage 100 mm dia C.I. pipe by providing 100 mm dia D.I. pipe at 81 Hari Sava Math to 33 No. Roynagar and 30 Pirpukur Road Saradamani Park in ward no. 112, BR-XI ;** Estimated Amount (incl. GST & CESS): **Rs.2,99,808.79 ;** Earnest Money: **Rs.6,000.00 ;** Time of Completion: **21 Days ;**

6. **NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/22/2023-24 Date: 08.09.2023**
Name of the Work: **Replacing of 100 mm dia. PVC pipe by laying of 100 mm dia D.I. pipe at Thakur Para H/O. Babulal Saha to Nanu Mondal and Debasis Rayat to SK Mitro in ward no. 114, BR-XI ;** Estimated Amount (incl. GST & CESS): **Rs.2,92,783.94 ;** Earnest Money: **Rs.6,000.00 ;** Time of Completion: **30 Days ;** Last Date & Time of online submission of Tender: **25.09.2023 at 5 p.m.** (for Sl. No. 1 to 6) ; Technical Bid open date and time (online): **29.09.2023 at 1 p.m.** (for Sl. No. 1 to 6) ; For full and further details, please visit the website **https://etender.wb.nic.in**. Please keep watching on the above website for all further Addendum / Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/ reject any / all tenders without showing any reason (for Sl. No. 1 to 6).

The Executive Engineer (W/S), S.S. Unit, KMC, invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. **NIT No.: KMC/WS/EE/SSU/W-129/02/23-24 (1st Call)**
Name of the Work: **Construction of valve chamber with allied works at Gopal Mishra Road beside Senapally Booster in ward no. 129 under BR-XIV ;** Estimated Amount (incl. GST & CESS): **Rs.2,26,873.66 ;** Earnest Money: **Rs.4,600.00 ;** Period of Completion: **15 Days ;**

2. **NIT No.: KMC/WS/EE/SSU/W-128/02/23-24 (1st Call)**
Name of the Work: **Development of F/W supply by making interconnection of 300 mm dia & 150 mm dia, 450 mm dia & 150 mm dia F/W R/Main pipeline works near 137, Biren Roy Road (West) and 129A, HO - Chi-Minh Sarani respectively in ward no. 128 under BR-XIV ;** Estimated Amount (incl. GST & CESS): **Rs.2,43,137.34 ;** Earnest Money: **Rs.5,000.00 ;** Period of Completion: **12 Days ;** Date of uploading of N.I.T & other documents (online): **14.09.2023 at 4 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2) ; Documents download / sell start date (online): **14.09.2023 at 4 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2) ; Documents download / sell end date (online): **25.09.2023 at 4 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2) ; Bid submission start date (online): **14.09.2023 at 4 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2) ; Bid submission closing date (online): **25.09.2023 at 4 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2) ; Bid opening date for Technical Proposals (online): **27.09.2023 at 4 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2) ; The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

CORRIGENDUM

NIT NO.: KMC/EEBS/HQ/VI/060/001/23-24/094 published in this newspaper on **05.09.2023 (Key No. 681/23-24)** of Bustee Service Department. Last date & time of submission of bid will be read as **21.09.2023 up to 11 a.m.** instead of 14.09.2023 up to 11 a.m. and bid opening date and time for technical proposal will be read as **23.09.2023 at 11 a.m.** instead of 16.09.2023 at 11 a.m.

720/23-24

স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

কিডনি স্টোন ও প্রস্টেটের সমস্যা

ডাঃ নীলাঞ্জন মিত্র
MBBS (Hons.), MS (Gen. Surgery), MCh (Urology), FMAS, Consultant Urologist, AMRI Hospital, Dhakuria, IRIS Hospital, Patuli
For Appointment : 9830426221/ 70037080731
E-mail : nilanjanmitra@gmail.com
Helpline : 9874195200

কিডনিতে পাথর জমলে শুরুতে মাঝে মধ্যে কোমরে ব্যথা হতে পারে। আবার মধ্য বয়সে পুরুষদের প্রস্টেটের সমস্যা দেখা দিলে প্রথমে রাতে বারে বারে টয়লেট যাওয়া ছাড়া সাধারণত তেমন কোন উপসর্গ থাকে ন। কিন্তু এইসব রোগ ফেলে রাখলে বিপদ হতে বেশিক্ষণ সময় লাগে না। বিপদ থেকে সাবধান হওয়ার এই দুই অসুখের লক্ষণ ও প্রতিকার বিষয়ে জেনে নিন নানান তথ্য। জানলেন এ.এম.আর.আই. (ঢাকুরিয়া) হাসপাতাল ও আইরিস (গাঙ্গুলীবাগান, গড়িয়া) হাসপাতালের সিনিয়র কনসালট্যান্ট ইউরোলজিস্ট ডঃ নীলাঞ্জন মিত্র।

প্রশ্ন ঃ কি করে বোঝা যায় কিডনিতে পাথর?

ডাঃ মিত্র ঃ কিডনি ছাড়াও পাওয়া যায় কিন্তু ইউরিনাল ব্লাডারেও হতে পারে। এই পাথর জমলে প্রস্রাব চাপলেই ব্যথা ও অস্বস্তি শুরু হয়। বারে বারে টয়লেটে যেতে হয়। প্রস্রাবের সময় ব্যথা ও জ্বালা হয়। অনেক সময় রক্তও বের হতে পারে। বারে বারে ইউরিন ইনফেকশন হয়। খাওয়ার প্রবণতা না থাকা, বমি বমি ভাবও লক্ষ্য করা যায়। শরীর দুর্বল হয়ে যায়। শরীরে অসুবিধা বোধ হয়। এই ধরণের উপসর্গে অবশ্যই কোন ইউরোলজিস্টের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায়, কোন লক্ষণ ছাড়াই পাথর কিডনি বা ব্লাডারে বসে থাকে। তবে স্টোন ইউরেথ্রা বা মূত্রনালীকে গিয়ে আটকে গেলে প্রচন্ড ব্যথা হয়। সবক্ষেত্রেই আল্ট্রাসোনোগ্রাফি বা কিছু রুটিন টেস্ট করে নিশ্চিত হলে পরবর্তী চিকিৎসা শুরু করা যায়।

প্রশ্ন ঃ কিডনি বা ব্লাডার উভয়েরই পাথর মুক্ত করতে হলে অপারেশনই কি একমাত্র পথ?

ডাঃ মিত্র ঃ ছোট পাথর হলে সাধারণত প্রস্রাবের সাধে বেরিয়ে যায়। আবার লিথোট্রিপসি পদ্ধতিতে শক ওয়েভের সাহায্যে বাইরে থেকে কিডনি স্টোন গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর পর্যাপ্ত পরিমাণে জলপানে ইউরিন দিয়ে পাথরের গুঁড়ো বেরিয়ে যায়। ১ সেন্টিমিটারের মতো বড় স্টোন হলে কি হোল সার্জারি বা পি.সি.এল.-এর সাহায্যে স্টোন বের করা হয়। এইসব ক্ষেত্রে কোমরের পিছনে ছিদ্র করে টেলিস্কোপ ও অথ্যাধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে স্টোন বের করা হয়।

প্রশ্ন ঃ প্রস্টেটের সমস্যায় কি অসুবিধা হয়?

ডাঃ মিত্র ঃ মধ্য বয়সে প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের কর্মক্ষমতা কমে গেলে গ্ল্যান্ডটি বড় হতে শুরু করে। অনেক সময় ক্যানসারযুক্ত টিউমারের কারণেও প্রস্টেট বেড়ে ওঠে। এর ফলে ইউরেথ্রা বা মূত্রনালীতে চাপ পড়ে বলে স্বাভাবিকভবেই প্রস্রাবের ফ্লো কিছুটা কমে যায়। সৃষ্টি হয় নানা ধরণের অসুবিধা। দিনে বা রাতে বারে বারে টয়লেটে যেতে হয়। এর ফলে ভালো ঘুমও হয় না। পরবর্তী সময়ে উরু, কোমরে লো ব্যাক পেনও হতে পারে। আবার প্রস্রাব ধরে রাখতে অসুবিধা হয় ও প্রস্রাবের সাথে রক্তও বের হতে পারে। এই ধরণের অসুবিধায় চিকিৎসকের পারমর্শ নেওয়া জরুরী।

প্রশ্ন ঃ ওষুধ দ্বারা মুক্তিলাভ সম্ভব?

ডাঃ মিত্র ঃ শুরুতেই সঠিক চিকিৎসায় ওষুধ ও জীবনযাত্রার কিছু পরিবর্তনের সাহায্যে অসুখকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। তবে গ্রন্থিটি বেশি বড় হলে এবং ক্যানসার হলে প্রস্টেট বাদ দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। ট্রান্স ইউরেথ্রাল রিসেস্কান অফ প্রস্টেট বা টি.ইউ.আর.পি. নামে এক বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে প্রস্টেট গ্ল্যান্ড কুরে বের করা হয়।

প্রশ্ন ঃ প্রস্টেট ক্যানসার কিভাবে জানা যায়?

ডাঃ মিত্র ঃ সমস্যা হল বর্ধিত প্রস্টেটের সমস্যা আর প্রস্টেট ক্যানসারের সমস্যা প্রায় একই। তাই এই ধরণের উপসর্গ দেখা গিলে রক্তের প্রস্টেট স্পেশিফিক অ্যান্টিজেন বা পি.এম.এ. টেস্ট করা হয়। এই রাসায়নিক একটি নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রান্ত করলে ক্যানসার নির্ণয়ের অন্যান্য পরীক্ষা করা হয়।

প্রশ্ন ঃ প্রস্টেট ক্যানসারের চিকিৎসা কি অন্যান্য ক্যানসারের চিকিৎসার মতোই একই?

ডাঃ মিত্র ঃ প্রস্টেট ক্যানসার খুবই ধীর গতির ক্যানসার। প্রথম পর্যায়ে সার্জারি করে ম্যালিগন্যান্টি প্রস্টেট বাদ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে ওপেন সার্জারি করা হয়।

প্রশ্ন ঃ লেসার ট্রিটমেন্টে কি কিডনির পাথর ভাঙা যায়?

ডাঃ মিত্র ঃ হ্যাঁ। কিডনি, ইউরিনাল ব্লাডার বা রেনাল সিস্টেমে সমস্যা, অল্প বয়সী রোগীদের দুই সেন্টিমিটার পর্যন্ত দীর্ঘ পাথরের জন্য লেসার চিকিৎসা রেট্রোগ্রেড, ইন্ট্রারেনাল সর্জারি (আর.আই.আর.এস.) একটি কার্যকর পদ্ধতি। এতে ইউরেট্রোস্কোপ নামক যন্ত্রের সাহায্যে অত্যাধুনিক হলসিয়াম লেসার দিয়ে পাথরকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। বর্তমনে কলকাতাতেও এই চিকিৎসার সুযোগ আছে।

কিডনি স্টোন

ডাঃ কৌশিক সরকার
MBBS (CAL), MS (IPGMER), M.Ch (Urology), M.R.C.S. (ENGLAND)
Consultant Urologist
Helpline : 9830501166 / 9331293568

কিডনি স্টোন। আমাদের শরীরে এর অমংক্তেয় অনুপ্রবেশ যখন ঘটে তখন মানসিক ও শারীরিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। হয়তো কোন কিছুর অজান্তেই প্রতিদিনের কিছু কু-অভ্যাসেই মানবশরীরে দানা বেঁধেছে এই অসুখটি।

আজ এই কিডনি স্টোন নিয়ে কিছু তথ্যের সন্ধান দিলেন কনসালট্যান্ট ইউরোলজিস্ট ডাঃ কৌশিক সরকার।

কিডনি স্টোন হল মানবশরীরে কিডনি বা বৃক্কের ভিতরে দীর্ঘদিন ধরে ক্যালসিয়াম, সফেট ও ইউরিক অ্যাসিড জমা হয়ে শক্ত পাথরের আকার ধারণ করে, যাকে চিকিৎসার পরিভাষায় কিড়নি স্টোন বলা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিডনি স্টোন হওয়ার পিছনে নির্দিষ্ট কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। সাধারণত এক্ষেত্রে জেনেটিক ও মেটাবলিক কারণ কাজ করে। এছাড়া অন্যান্য যে কারণগুলো থেকে স্টোন হতে পারে তা হল-

-অতিরিক্ত অ্যান্টাসিড খাওয়া।
-পর্যাপ্ত পরিমাণে জল না খাওয়া।
-অত্যধিক পরিমাণে প্রোটিন ও ফ্যাট জাতীয় খাদ্য খাওয়া।
-প্রচুর পরিমাণে অ্যালকোহল সেবন।
-ইউরিক অ্যা ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাদ্য খাওয়া।
-অতিরিক্ত মাত্রায় কালো আঙুরের রস পান করা।
-অহেতুক মূত্র চেপে রাখার প্রবণতা।

আবার কিডনি স্টোনের উপসর্গগুলি এইরূপ দেখা যায়-

-পিঠে অসহ্য যন্ত্রণা।
-মূত্রের সাথে রক্তক্ষরণ (যাকে হিমাচুরিয়া বলা হয়)।
-জ্বর।
-ইউরিন করতে সমস্যা।
-প্রস্রাবে জ্বালা।
-বমি বমি ভাব।
-অনেক সময়ে মূত্রের রঙ বদলে যাওয়া।

কিডনি স্টোন শনাক্তকরণ করার ক্ষেত্রে মূলত প্রয়োজন হয়-

-মূত্র পরীক্ষা।
-রক্ত পরীক্ষা।
-এক্স-রে।
-ইউ.এস.জি.
-কিডনি ফাংশন বোঝার জন্য সিটি স্কান অথবা আইভিপি টেস্ট করা।
-কিডনি স্টোনের চিকিৎসা করা হয় স্টোরেজ অবস্থান অর্থাৎ স্টোন ইউরেটর, কিডনি, ব্লাডার কিংবা ইউরেথ্রার কোথায় আছে তার উপর ভিত্তি করে।

ইউরেটরে স্টোন থাকলে সাধারণত ০.৫ মি.মি.-এর কম আকৃতি হলে ওষুধ এবং ক্লাস থেরাপির মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু স্টোনের আকার যদি বড় হয়, তাহলে Tretric Stone Treatment (URS) with Laser Treatment করা হয়।

কিডনিতে স্টোন থাকলে।

স্টোনের আকার ১.৪ সে.মি.-এর ছোট হলে Extra Corporeal shock wave lithitripsy (ESWL)-এর মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয় এবং স্টোনের আকার ১.৫ সে.মি.-এর বড় হলে Segcutaneoys nephrolothromy (PCNL)-এর মাধ্যমে এন্ডোস্কোপিকালি চিকিৎসা করা হয়।

স্টোনের আকার বড় হলে।

স্টোনের আকার বড় হলে ও তার অবস্থান যদি জটিল হয় তখন অনেক সময় ওপেন সার্জারির মাধ্যমে স্টোন অপসারণ করা হয়। স্টোন যদি ব্লাডার এবং ইউরেথ্রার মধ্যে থাকে তাহলেও এন্ডোস্কোপিক সার্জারির মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়।

স্টোন কাদের মধ্যে বেশি হয়?

এক গবেষণায় দেখা গেছে এই রোগ মহিলাদের তুলনায় পুরুষদেরই বেশি হয়। এছাড়াও অল্প বয়সীদের তুলনায় মধ্যবয়সী কিংবা বয়স্করাই এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকেন।

একবার স্টোন হলে কি পুনরায় ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে?

যদি কারও একবার স্টোন হয়ে থাকে, তাহলে বারে বারে স্টোন ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে। তাই এক্ষেত্রে চিকিৎসকেরা ক্যালসিয়াম ইউরিক অ্যাসিড ও PTH লেভেল টেস্ট করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এর সাথে ২৪ ঘন্টা ইউরিন কালেকশন করে তার মধ্যে ক্যালসিয়াম অক্সালেট, ইউরিক অ্যাসিড ও সাইট্রেট লেভেল দেখে নেওয়া হয়।

এই টেস্টগুলি মূলত যাদের দ্বিতীয়বার স্টোন হয়ে থাকে তাদের জন্যই বিশেষ প্রযোজ্য।

সতর্কতা ঃ

-পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খাওয়া।
-হাই প্রোটিন খাবার কম খাওয়া।
-বাদাম, কলা, আঙুর (কালো), অ্যালকোহল বর্জন।
-সাইট্রাস ফুড অর্থাৎ লেবু জাতীয় ফল বেশি খাওয়া।
-ফুটকলাই কিডনি স্টোনের জন্য উপকারী।
-এছাড়াও একবার স্টোন হলে নির্দিষ্ট সময় অন্তর টেস্ট করানো আবশ্যক।

প্রশ্নোত্তর

পাঠকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আপনারাও প্রশ্ন পাঠান। আমাদের চিকিৎসকরা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন ঃ সারাক্ষণই পিপাসা লাগে। বারবার জল খেলেও পিপাসা মিটছে না। এমনকি সারা দিনে হয়তো ৬ লিটারের বেশিও জল খেয়ে ফেলি। এই সমস্যার পেছনে কি কোন শারিরীক অসুস্থতার লক্ষণ রয়েছে?

উত্তর ঃ এই সমস্যাটা নানা কারণেই হতে পারে। বিশেষ করে খুব গরমের দিনে। তবে এটা কিছু রোগের উপসর্গও। আমাদের মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে আছে পিপাসাকেন্দ্র বা থার্স্ট সেন্টার। কোনো কারণে শরীরে জল বা লবণশূন্যতা দেখা দিলেই এই কেন্দ্র সংকেত পাঠায় জল পান করার জন্য। জল পান এবং প্রস্রাবের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে জলের ভারসাম্য। এবার দেখা যাক কেন বেশি পিপাসা পেতে পারে। খুব গরমের দিনে অনেক ঘাম হলে, ডায়রিয়া বা বমির পর, অনেক ব্যায়াম করলে শরীর জলশূন্য হয়ে পড়ে। জিভ শুকাতে থাকে, বারবার জল পান করার পরও মনে হয় পিপাসা আছে। যতক্ষণ না শরীরের জলশূন্যতা দূর হয়। প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া বা রং গাঢ় হওয়া, চোখমুখ বসে যাওয়া, মাথা ঝিমঝিম করাও জলশূন্যতার লক্ষণ। গরম আর্দ্র আবহাওয়ায় নিয়মিত জল ও তরল পান করে জলশূন্যতাকে রোধ করলে এই সমস্যা আর হয় না। সবাই জানেন যে ডায়াবেটিসের অন্যতম লক্ষণ হলো বারবার পিপাসা লাগা। রক্তে শর্করা একটি নির্দিষ্ট মাত্রার বেশি হয়ে গেলে প্রস্রাবের সঙ্গে গ্লুকোজ বেরিয়ে যেতে থাকে, গ্লুকোজ সঙ্গে করে নিয়ে যায় অনেকখানি জল। ফলে শরীরে জলের ভারসাম্য নষ্ট হয়, বারবার পিপাসা পেতে থাকে। এর সঙ্গে বারবার প্রস্রাব হওয়া, দুর্বল লাগা থাকতে পারে। তবে মনে রাখবেন, রক্তে শর্করা রেনাল থ্রেসল্ড বা কিডনির গ্লুকোজ শোষণ ক্ষমতার ওপর না গেলে এই লক্ষণ হয় না। তাই সবারই এই উপসর্গ হবে না। এডিএইচ হরমোনের তারতম্যের কারণে ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস দেখা দেয়। মস্তিষ্কের আঘাত, মস্তিষ্কের সার্জারির পর, কিডনির কিছু সমস্যায় এডিএইচ হরমোনের অভাব বা কার্যহীনতা হতে পারে। ফলে প্রস্রাবের পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়, এমনকি ৮ থেকে ১০ লিটার পর্যন্ত প্রস্রাব হতে পারে ২৪ ঘণ্টায়। স্বাভাবিকভাবেই তখন বারবার পিপাসা লাগে। মুখ খুলে শ্বাস নেওয়া, লালাগ্রন্থির সমস্যায়, স্নায়ুজনিত সমস্যা বা কেমোথেরাপির কারণে মুখ শুষ্ক হয়ে পড়ে। ফলে বারবার পিপাসা পেতে পারে। ডাই-ইউরেটিক গোত্রের ওষুধ বা ডায়াবেটিসের এসজিএলটি ২ ইনহিবিটর গোত্রের ওষুধ খেলে বারবার পিপাসা লাগতে পারে। ধূমপান, পান, জর্দা, অ্যালকোহলও মুখ শুষ্ক করে ও জলের পিপাসা বাড়িয়ে দেয়। ভীষণ গরমে, খুব ঘামলে বা পরিশ্রম করলে পিপাসা পাওয়ারই কথা, এটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে পিপাসা বেড়ে গেলে রক্তে শর্করা পরীক্ষা করিয়ে নিন। পিপাসা উদ্রেককারী কোনো ওষুধ গ্রহণ করছেন কি না, জেনে নিন। মুখ, দাঁত বা লালগ্রন্থির কোনো সমস্যাও থাকতে পারে।

প্রশ্ন ঃ প্রায় ২ বছর ধরে কাশির সমস্যায় ভুগছি। কাশির সময় সাদা কফ বের হয়। কাশি হঠাৎ বাড়ে-কমে। তবে শীতকালে অতিরিক্ত কাশি দেখা দেয়। ডাক্তার দেখিয়ে যথাযথ ফল পাইনি। এ ক্ষেত্রে করণীয় কী?

উত্তর ঃ আপনি ধূমপায়ী হয়ে থাকলে তা বন্ধ করুন। শীতকালে বাড়ে বলে মনে হচ্ছে আপনি কফ ভেরয়েন্ট অ্যাজমাতে ভুগছেন। ইনহেলার বা অন্যান্য অ্যালার্জির ওষুধ উপকারে আসতে পারে। একজন মেডিসিন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। নিজে থেকে কোন ওষুধ খেয়ে সমস্যা আরও বাড়িয়ে ফেলবেন না।

প্রশ্ন ঃ আমার দেহে প্রচণ্ড এলার্জি। ত্বক ফুলে লাল হয়ে থাকে। এ যেন এক বিড়ম্বনা। আমি এই সমস্যা থেকে মুক্তি চাই।

উত্তর ঃ বর্তমানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ইমিউনো থেরাপির মাধ্যমে এলার্জি অল্প সময়ের মধ্যেই নির্মূল করা সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ আমি বিবাহিত। বয়স ৪২। দ্রুত বীর্যস্খলন হয়ে যায়। স্থায়ীভাবে এ থেকে নিরাময় কি সম্ভব?

উত্তর ঃ আর নেই ভাবনা। রক্তে সেক্স-হরমোন এনালাইসিস করে রোগটি নিরাময় করা সম্ভব। বিভিন্ন যৌন রোগ যেমন- সিফিলিস, গনোরিয়া ইত্যাদির জীবাণু আছে কিনা তা শনাক্ত করতে হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই সমস্যাটি মনোদৈহিক সমস্যা। তবে এর কার্যকর চিকিৎসা আছে। কোন ভুল পদ্ধতি অবলম্বন না করে প্রতিষ্ঠিত একজন যৌনরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে নিন।

ক্যানসার কিছু সাধারণ তথ্য

ডাঃ কণিষ্ক সরকার
Consultant Clinical Oncologist, MBBS MD (Gold Medalist), 3 years Fellowship : Tata Medical Centre, For Appointment : Whatsapp No. : 8334906521, E-mail : kanishkamedico@gmail.com, Helpline : 8334906521

ক্যানসার কি?

মানবদেহের শরীরের ভিতরে যে DNA থাকে তার মধ্যে মিউটেশন হলে ক্যানসার দেখা দেয়। জিন বা DNA-তে কোনও ত্রুটি থাকলে স্বাভাবিক সেল ক্যানসার সেলে পরিণত হয়। ক্যানসার সেলে কিছু মিউটেশন হয়, ফলে ক্যানসার সেল বৃদ্ধি পায় কিন্তু ধ্বংস হয় না। এর ফলে অনেক সময় ক্যানসার সেল দ্রুতহারে ছড়িয়ে পড়ে কিংবা সেলগুলির মৃত্যু ঘটে না ফলে রোগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

জিনের মিউটেশন কেন হয়?

বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সেলের স্বাবাবিক কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় বা ত্রুটি দেখা দিতে থাকে। এছাড়া দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সমস্যা যেমন ধুমপান, মদ্যপান, তামাকজাত দ্রব্য সেবন, ফাস্ট ফুডে আসক্তি, ওবেসিটি ইত্যাদির কারণে ক্যানসারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পারিবারিক ইতিহাসও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কারণ। অর্থাৎ যার মেধ্যে ক্যানসারের জিন রয়েছে সেই মিউটেশন পরবর্তী প্রজন্মে বাহিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়। কিন্তু রক্তের সম্পর্কে একজনের ক্যানসার হলেই যে অপরজনের হবে তার কোন মানে নেই। পরিবেশগত কিছু কারণ যেমন-দূষণ, খাবারে রাসায়নিকের ব্যবহার থেকেও ক্যানসারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

ক্যানসার শনাক্তকরণে নানান অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার।

ক্যানসার শনাক্তকরণে নানান ধরণের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রথমতঃ কিছু ইমেজিং পদ্ধতি বা Functional imaging নামে পরিচিত। যার মধ্যে অন্যতম হল PET/ CT Scan-এক্ষেত্রে রোগীকে একটি সুগারের ইনজেকশন দেওয়া হয়। শরীরে ক্যানসার সেল থাকলে তা বেশী পরিমাণে গ্লুকোজ শোষণ করে। এই পরীক্ষায়র সাহায্যে শরীরে ক্যানসার সেলের উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ ক্যানসার আক্রান্ত রোগীর সেল থেকে কিছু পরীক্ষা করে দেখা হয় যে তার সেলের উপর নির্দিষ্ট কোনও মিউটেশন বা প্রোটিন প্রকাশিত হয়েছে কিনা। যদি তা হয়ে থাকে তাহলে সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। যাকে Targated Treatment-ও বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ রোগীর শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ওষুধ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

তৃতীয়তঃ লিক্যুইড বায়োপ্সি। এক্ষেত্রে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং এর ক্যানসার আক্রান্ত DNA শনাক্ত করা হয়। এটি সম্পূর্ণ একটি অত্যাধুনিক পদ্ধতি।

ক্যানসারে প্রধান চিকিৎসা।

ক্যানসারের প্রধান চিকিৎসা সার্জারি। যদি কোনও কারণবশত সার্জারি সম্ভব না হয় তখন রেডিওথেরাপি ও কেমোথেরাপির মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়। যেমন-ব্লাড ক্যানসার, লিম্ফোমা ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রধান চিকিৎসা কেমোথেরাপি। কেমোথেরাপিতে কিছু সাইটোটক্সিন এজেন্ট ব্যবহার করা হয় ক্যানসার সেলগুলিকে ধ্বংস করার জন্য আই.ভি. চ্যানেলের মাধ্যমে (Introvenus) কেমোথেরাপি দেওয়া হয়। এটিকে Systemic treatmentও বলা হয়ে থাকে।

ক্যানসারের চিকিৎসায় সর্জারির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এর সাহায্যে শরীর বা নির্দিষ্ট অঙ্গ থেকে ক্যানসারাস গ্রোথকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে এক্ষেত্রে কিছু নতুনত্ব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন-অঙ্গ সংরক্ষণ সার্জারি বা organ preservation surgery - রেডিওথেরাপি বা কেমোথেরাপি দিয়ে ক্যানসার আক্রান্ত টিউমারকে ছোট করে দেওয়া হয় এবং তারপরে এমনভাবে সার্জারি করা হয় যাতে সম্পূর্ণ অঙ্গ বাদ না দিতে হয়।

মিনিমালি ইনভেসিভ সার্জারি।

এটি কি হোল সার্জারি বা ল্যাপরোস্কোপিক সার্জারি হিসাবেও পরিচিত। এই সার্জারিতে শরীরে বেশকিছু ছোট ছিদ্র করে তার মধ্যে লাপরোস্কোপ প্রবেশ করিয়ে টিউমারকে অপসারণ করা হয়। এই সার্জারির পরে রোগী খুব দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারে।

রেডিওথেরাপি বলতে কি বোঝায়?

রেডিওথেরাপির ক্ষেত্রে হাই এনার্জি, এক্স-রে-র সাহায্যে ক্যানসারের চিকিৎসা করা হয়। বর্তমানে নানান ধরণের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির রেডিওথেরাপির সাহায্যে চিকিৎসা হচ্ছে। যেমন-

১। 3D CRT-এর সাহায্যে রেডিয়েশনের বিম টিউমারের আকার নেয় যাতে পারিপার্শ্বিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কম হয়।

২। IMRT (Intensity Modulator Radiotherapy) -এটি High Precision radiotherapy নামেও পরিচিত। রেডিয়েশনের বিমের তীক্ষ্ণতা (Intensity) এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তন করা হয়, যাতে টিউমারটি ডোজ পায় এবং পারিপার্শ্বিক অঙ্গ কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অত্যাধুনিক রেডিও সার্জারি।

এটি উন্নত প্রযুক্তি সম্পন্ন ও অত্যাধুনিক রেডিও থেরাপি। যা 3D ম্যাপিং টেকনিকের সাহায্যে ক্যানসারাস টিউমারের চিকিৎসা করে থাকে। রেডিওথেরাপির সিটিং এক্ষেত্রে বেশি ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না।

ক্যানসার চিকিৎসায় টার্গেটেড থেরাপি।

ক্যানসার চিকিৎসায় কেমোথেরাপি হল অনেকটা কার্পেট বম্বিং-এর মতো। অর্থাৎ শরীরে চ্যানেলের মাধ্যমে কেমোথেরাপি দেওয়া হয় এবং তা রক্তের মাধ্যমে সারা শরীরে প্রবেশ করে, এর ফলে ক্যানসার সেল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি স্বাভাবিক সেলগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু টার্গেটেড থেরাপি হল স্নাইপার শুটার। অর্থাৎ নির্দিষ্ট ক্যানসার আক্রান্ত সেলে যেখানে প্রোটিন বা মিউটেশন রয়েছে শুধুমাত্র তার বিরুদ্ধেই টার্গেটেড থেরাপি কাজ করে।

কিছু সতর্কতা।

১। চিকিৎসক ক্যানসার মস্পর্কে সন্দেহ করলে দেরী না করে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করা। দ্রুত শনাক্তকরণে চিকিৎসায় ভালো ফল পাওয়া যায়।

২। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সবুজ শাকসবজি ও পর্যাপ্ত পরিমাণে জল, ফল, দুধ খাওয়া, ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা, ধূমপান বর্জন, মদ্যপান ত্যাগ করা জরুরী।

ক্যানসার চিকিৎসায় কেমোথেরাপি হল অনেকটা কার্পেট বম্বিং-এর মতো। অর্থাৎ শরীরে চ্যানেলের মাধ্যমে কেমোথেরাপি দেওয়া হয় এবং তা রক্তের মাধ্যমে সারা শরীরে প্রবেশ করে, এর ফলে ক্যানসার সেল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি স্বাভাবিক সেলগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু টার্গেটেড থেরাপি হল স্নাইপার শুটার। অর্থাৎ নির্দিষ্ট ক্যানসার আক্রান্ত সেলে যেখানে প্রোটিন বা মিউটেশন রয়েছে শুধুমাত্র তার বিরুদ্ধেই টার্গেটেড থেরাপি কাজ করে।

ঘুমের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হওয়া

দুরন্ত বার্তা ঃ ঘুম আমাদের জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য বিষয়। আমরা জীবনের এক তৃতীয়াংশ সময় ঘুমিয়ে কাটাই, যা আমাদের কর্মজীবনের বাকি দুই তৃতীয়াংশের জন্য উপযোগী করে তোলে। আমরা ঘুমিয়ে গেলেও আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমাগত নিয়মতান্ত্রিকভাবেই চলতে থাকে। ঘুমের মাঝে শ্বাস-প্রশ্বাস কখনও থেমে যায় না। কারণ আমাদের মস্তিষ্কের রেসপিরেটারি সেন্টার সবসময় কাজ করতে থাকে। ঘুমের মাঝে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো একটি জটিল সমস্যা হল স্লিপ এপনিয়া। এই রোগটি কোনো বিরল রোগ নয় বরং পরিসংখ্যানে দেখা যায় শতকরা ৪ ভাগ লোক এই রোগে ভুগে থাকেন। পরিসংখ্যানে আরও দেখা যায় শতকরা ২৫ ভাগ মধ্যবয়সী পুরুষ ও শতকরা ৯ ভাগ মধ্যবয়সী নারী স্লিপ এপনিয়াতে আক্রান্ত। স্লিপ এপনিয়া হলে ঘুমের মাঝে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় যা কিনা ১০ সেকেন্ড থেকে কিছু মিনিট সময় ধরে থাকে। এই সমস্যাতে ঘুমের মাঝে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি আমাদের রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণও কমে যায়। এটি একটি প্রাণঘাতী বিষয়। শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাওয়ার প্রভাব প্রথমে পড়ে আমাদের মস্তিষ্কের ওপর। অক্সিজেনের অভাবে মস্তিষ্ক জেগে ওঠে এবং ঘুম ভেঙে যায়। এই রোগে আক্রান্ত রোগীরা ঘুম ভাঙার পর শ্বাস নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। খুবই জটিল অবস্থায় সারা রাতে বারবার শ্বাস বন্ধ ও ঘুম ভাঙা এই চক্রটি চলতে থাকে। ফলে ঘুমিয়েও ঘুম পূরণ হয় না। এই ঘটনাগুলো যেহেতু গভীর ঘুমের মাঝে ঘটছে তাই রোগী তার এই সমস্যা বুঝতে পারে না। সকালে ঘুম থেকে উঠে হয়তো তাদের মনেও থাকে না। যেহেতু বারবার ঘুম ভাঙার ফলে ঘুমিয়ে কখনও ঘুম পূরণ না হওয়ার ফলে সারাদিন ঘুম ঘুম ভাব থাকে।

স্লিপ এপনিয়া রোগে যদি মস্তিষ্কের রেসপিরেটরি সেন্টার থেকে নির্দেশ আসে না তখন একে বলা হয় সেন্ট্রাল স্লিপ এপনিয়া। এই সমস্যা হলে মস্তিষ্কের নির্দেশ না আসার কারণে ওই সময়ের শ্বাস কাজটি শুরু হয় না। মস্তিষ্কের বিভিন্ন সমস্যার কারণে এই বিভ্রাট ঘটে। আবার দেখা যায়, মস্তিষ্কের নির্দেশ ঠিকমতোই আসছে কিন্তু শ্বাসনালির প্রবেশ পথে বাধা তখন একে বলা হয় অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ এপনিয়া। অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ এপনিয়াতে শ্বাসনালির প্রবেশ পথটি স্বাভাবিকের চেয়ে সরু অথবা গলার মাংসপেশি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি শিথিল, আবার এই দুটি একসঙ্গে ঘুমের সময় শ্বাসনালির প্রবেশ পথটি বন্ধ করে দেয়। কখনও কখনও সেন্ট্রাল স্লিপ এপনিয়া ও অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ এপনিয়া দুটো একসঙ্গে দেখা দেয়, তখন একে বলা হয় মিক্সড স্লিপ এপনিয়া। এই সমস্যাগুলোতে ঘুমের মাঝে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি আমাদের রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণও কমে যায়। আমাদের মস্তিষ্ক অক্সিজেন ছাড়া বেশিক্ষণ বাঁচতে পারে না। অক্সিজেন কমে যাওয়ার প্রভাবে মস্তিষ্ক জেগে ওঠে ও ঘুম ভেঙে যায় এবং ঘুম ভাঙার পর শ্বাস নিতে শুরু করে। হঠাৎ মস্তিষ্ক জেগে ওঠার প্রভাবে শরীর আপদকালীন হরমোন বা স্ট্রেস হরমোন নিঃসরণ করে দেয়। একটি পরিতৃপ্তিদায়ক ঘুম আমাদের কর্মদীপ্ত ও কাজে মনোযোগী করে তোলে। স্লিপ এপনিয়াতে আক্রান্ত রোগীদের জন্য ঘুম হল জীবনের শেষ সময়ের আপদের মতো। হঠাৎ জেগে ওঠা ও স্ট্রেস হরমোনের প্রভাবে অসংযত হার্টবিটের হার বেড়ে যায় ও ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায়, দুর্বল হার্টের তরঙ্গের সমস্যাও দেখা দেয়। স্ট্রেস হরমোনের প্রভাবে ব্লাড সুগার বেড়ে যায়। এই স্ট্রেস হরমোনটি আমাদের খাদ্য গ্রহণ করার চাহিদাও বাড়িয়ে দেয়। এরই প্রভাবে শরীর মেদবহুল হয়ে পড়ে। সংক্রমন সৃষ্টিকারি বিভিন্ন পদার্থের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার কারণে বিভিন্ন রোগের আবির্ভাব হয়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, স্লিপ এপনিয়াতে আক্রান্ত রোগীদের শতকরা ৯০ ভাগের স্ট্রোক, ৭৭ ভাগের ব্লাড প্রেশার, বুকে ব্যথা ও অসংযত হার্টবিটসহ হার্টের সমস্যা দেখা দেয় যা কিনা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এমনকি স্লিপ এপনিয়াতে আক্রান্ত রোগীদের শতকরা ৩০ ভাগের ঘুমের মাঝে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। এছাড়া ডিপ্রেশন, মাথাব্যথা, মানসিক রোগগুলো বেড়ে যায়। দিনের বেলায় ঘুম ঘুম ভাব থাকার জন্য গাড়ি চালানো বা কাজের মাঝে দুর্ঘটনা ঘটারও আশঙ্কা থাকে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে শতকরা ৬০-৮০ ভাগ গাড়ি দুর্ঘটনার কারণ হল গাড়ি চালানো অবস্থায় ঘুম আসা। ঘুম আসার অন্যতম কারণ হল স্লিপ এপনিয়া। গবেষণায় আর দেখা গিয়েছে, স্লিপ এপনিয়াতে আক্রান্ত রোগীর শতকরা ৭০ ভাগ অতিরিক্ত ওজনে ভুগে। এছাড়া স্লিপ এপনিয়াতে আক্রান্ত শতকরা ৮০ ভাগ মধ্যবয়সী পুরুষ যৌন দুর্বলতাতেও ভুগে।

যারা এই রোগে ভুগছে তাদের মাঝে সাধারণত নিম্নোক্ত উপসর্গগুলো দেখা যায়। স্লিপ এপনিয়াতে আক্রান্ত রোগীর মাঝে নাক ডাকার প্রবণতা দেখা যায়। নাক ডাকতে হঠাৎ শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় এবং কিছুক্ষণ থেমে আবার নাক ডাকতে শুরু করে যারা কিনা রোগীকে এই অবস্থায় দেখেছেন তারাই বলতে পারে। দীর্ঘসময় বিছানায় থাকার পরও ঘুম পুরো হয় না, সারাদিন ঝিমানো ভাব থাকে। কখনও কখনও খবরের কাগজ পড়তে পড়তে বা টেলিভিশন দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে কারও সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ে অথবা গাড়িতে উঠলে ঘুমিয়ে পড়ে প্রায়ই। দিনের বেলা অতিরিক্ত ঘুম পায় যার প্রভাবে অপ্রত্যাশিত ও অনিয়ন্ত্রিত ঘুমিয়ে পড়ার দরুন কর্মক্ষেত্রে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হতে হয়। দিনের বেলা অতিরিক্ত ঘুমের প্রভাব কাটানোর জন্য অনেকে আবার অতিরিক্ত চা, কফিতে আসক্ত হয়ে পড়ে। এছাড়া ক্ষেত্রবিশেষে সকালে ঘুম থেকে উঠে মাথাব্যথা অনুভব করা, হতাশা লাগা, হঠাৎ রাগ হয়ে যাওয়া সমস্যা দেখা দেয়। এর সঙ্গে আরও দেখা দেয় কথা ভুলে যাওয়া, সিদ্ধান্তহীনতা, সারাদিন কাজে মনোযোগী হতে পারে না। ক্লাসে মনোযোগ কমে যায় এবং ছাত্ররা ক্লাসে খারাপ করতে শুরু করে।

স্লিপ এপনিয়াতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিসমূহ

-নাক ডাকা স্লিপ এপনিয়ার অন্যতম ঝুঁকি। শতকরা ৮০ ভাগ স্লিপ এপনিয়ার রোগীই নাক ডাকে।
-অতিরিক্ত ওজন অন্যতম ঝুঁকি। গবেষণায় দেখা যায়, শুধু ১০ ভাগ ওজন বাড়লে স্লিপ এপনিয়াতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে ৬ গুণ।
-পঞ্চাশের বেশি বয়সী পুরুষদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি। শতকরা ২৪ ভাগ মধ্যবয়সী পুরুষদের স্লিপ এপনিয়া হয়। মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ২ গুণ বেশি।
-গলার মাপ পুরুষদের জন্য ১৭ ইঞ্চির বেশি এবং মহিলাদের জন্য ১৬ ইঞ্চির বেশি হলে স্লিপ এপনিয়াতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।
-অ্যালকোহল পানে স্লিপ এপনিয়াতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। অ্যালকোহল পানে শতকরা ২৪ ভাগ স্লিপ এপনিয়াতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে যারা অ্যালকোহল পান করে না তাদের তুলনায়।
-কিছু জন্মগত ত্রুটিও এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। যেমন- ছোট নিচের চোয়াল, পিছনের দিকে ঢোকা চোয়াল।
-এছাড়া কিছু রোগের সঙ্গেও এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে, যেমন- হাইপোথাইরয়েড, অ্যাক্রোমেগালি, সিওপিডি, ডাউন্স সিনড্রম, নিউরো মাস্কুলার ডিসিস ইত্যাদি।
-বড় টনসিল ও এডিনয়েড থাকলে ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে স্লিপ এপনিয়াতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

কীভাবে এই রোগ নির্ণয় করা হয় ঃ পলিসমনোগ্রাফি অথবা স্লিপ টেস্ট একটি অন্যতম পদ্ধতি যার মাধ্যমে খুব সহজেই এই রোগটি শনাক্ত করা যায়। স্লিপ টেস্টের মাধ্যমে ঘুমের মাঝের পরিবর্তনগুলো ব্যাপকভাবে ধারণ করা হয়। এই পরীক্ষাটি দ্বারা ঘুমের মাঝে কখন, কতবার এবং কি ধরনের শ্বাস বন্ধ হচ্ছে তা বোঝা যায়। ঘুমের কোন স্তরে এবং কতক্ষণ স্থায়ী হয়েছিল শ্বাস বন্ধ তাও জানা যায়। তবে রোগীর পাশে যে ঘুমায় অথবা যারা রোগীকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে তাদের বর্ণনা রোগ নির্ণয়ে বড় ভূমিকা রাখে। এছাড়াও ঘুমের মাঝে শ্বাস বন্ধ হওয়ার পাশাপাশি শরীরে কতবার অক্সিজেনের মাত্রার কিরূপ পরিবর্তন হয়েছে এবং কতটা ব্যাপক আকার ধারণ করছে তাও নির্ণয় করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শরীরের কার্বন-ডাই-অক্সাইড কী পরিমাণ বাড়ল তাও বোঝা যায়। এই টেস্টটি সারারাত স্লিপ ল্যাবে হয়ে থাকে কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে হোম স্লিপটেস্টও হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ জরুরি। এই টেস্টটি দিয়ে এপনিয়া-হাইপো এপনিয়া ইনডেক্স দেখে রোগের মাত্রা (মৃদু, মাঝারি বা ব্যাপক আকার) নির্ণয় ও চিকিৎসার সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। এই এপনিয়া-হাইপো এপনিয়া ইনডেক্স দেখে বোঝা যায়, গড়ে ঘণ্টায় কতবার ঘুমের মাঝে শ্বাস বন্ধ হয়েছে।

চিকিৎসা ঃ সঠিক চিকিৎসায় সুস্থ জীবন পায়, চিকিৎসা না নিলে দেখা দেয় মারাত্মক সমস্যা যেমন- ব্লাড প্রেসার বেড়ে যাওয়া, বুকে ব্যথা অনুভব করা, অসংযত হার্টবিট, হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, ঘুমের মাঝে মারা যাওয়া, ডিপ্রেশন ইত্যাদি। ঘুমের মাঝে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হওয়ার চিকিৎসা নির্ভর করে রোগটি কত জটিল আকার ধারণ করেছে।

-জীবনযাত্রার পরিবর্তন করলে স্লিপ এপনিয়াতে আক্রান্ত হওয়ার হার কমে যায়।
-অতিরিক্ত ওজন কমাতে হবে।
-নাক বন্ধ ও অ্যালার্জির চিকিৎসা নিন। নাক বন্ধ উপশমকারী ওষুধ ব্যবহার করুন।
-অ্যালকোহল ও ধূমপান বন্ধ করুন।
-ঘুমের ওষুধ খাবেন না।
-চিৎ হয়ে না ঘুমিয়ে কাত হয়ে ঘুমান। ঘুমের মাঝে চিৎ না হওয়ার জন্য পিঠের নিচে বালিশ ব্যবহার করুন।
-ক্লান্ত ও ঘুম পাওয়া অবস্থায় গাড়ি অথবা ভারী মেশিনারিজ অপারেট করবেন না।

বিশেষায়িত চিকিৎসা ঃ আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় বহুল প্রচলিত চিকিৎসা হল পিএপি ডিভাইসের ব্যবহার। এই মেশিনটি দ্বারা ঘুমের মাঝে শ্বাস বন্ধ সমস্যাটি দূর করা যায়। দুই ধরনের ডিভাইস আছে, একটি সিপিএপি আর একটি বিপিএপি। সিপিএপি মেশিনটি দ্বারা একটি নির্দিষ্ট চাপে বাতাস প্রবাহ হয়, যা রোগীর নাক বা নাক মুখ দিয়ে শ্বাসনালিতে প্রবেশ করে এবং স্লিপ এপনিয়া হতে বাধা দেয়। বিপিএপি মেশিনটি দ্বারা দুই ধরনের চাপে বাতাস প্রবাহিত হয়। একটি অক্সিজেনের ঘাটতি কমাতে ও অপরটি কার্বন-ডাই-অক্সাইড বের করতে সহায়তা করে। তবে কোন রোগীর জন্য কোন ডিভাইসটি প্রয়োজন, সেটি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নির্ধারণ করবেন।

অন্যান্য চিকিৎসা ঃ আজকাল ডেন্টিস্টরা মুখে রাখার কিছু ছোট ডিভাইস তৈরি করে দেয়, যা স্লিপ এপনিয়া কমাতে সাহায্য করে। আবার স্লিপ এপনিয়াতে কিছু সার্জারি করার প্রয়োজন পড়ে, যেমন- বাচ্চাদের যদি বড় টনসিল ও এডিনয়েড থাকে তবে স্লিপ এপনিয়াতে আক্রান্ত হতে পারে। এদের সার্জারি করলে উপকার পাওয়া যায়। যাদের চোয়াল অথবা উপরের তালু বিকৃত হয়, তাদের জন্য অন্য সার্জারির প্রয়োজন পড়তে পারে। কোন চিকিৎসা কোন রোগীর জন্য প্রযোজ্য সেটি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ মেনে নিতে হবে।

সংবর্ধনা প্রদান

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে সাঁকরাইল ব্লকের কেশিয়াপাতা এলাকায় আয়োজন করা হলো সাঁকরাইল ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের নব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সংবর্ধনা সভা। রবিবার ওই সংবর্ধনা সভাতে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি অঞ্জলি দোলাই, সাঁকরাইল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা জেলা পরিষদের সদস্য কমলকান্ত রাউৎ, জেলা কমিটির সদস্য ভাগবৎ মান্না, সাঁকরাইল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি ব্লক তৃণমূলের অনুপ মাহাত, সাঁকরাইল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝুনু বেরা সহ প্রমুখ। এদিন সাঁকরাইল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কমলকান্ত রাউৎ সংবর্ধনা সভা থেকে নব নির্বাচিত সাঁকরাইল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহ-সভাপতি, তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির প্রধানও উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের নির্দেশ দেন দলীয় শৃঙ্খলা এবং দলীয় নির্দেশ মত কাজ করার। মানুষের পাশে থাকা ও এলাকার খোঁজখবর নেওয়ার কথা মনে করিয়ে দেন তিনি। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, মানুষ শান্তি ও উন্নয়নের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছেন, তাই সকলকে এলাকার উন্নয়নে হাতে হাত মিলিয়ে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। যেভাবে দলনেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা সত্ত্বেও বাংলার উন্নয়নের কাজ করছে সেই ভাবেই সাঁকরাইল ব্লকের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে তিনি কাজ করার আহ্বান জানান।

মেরামতির দাবীতে

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর-১ নং ব্লকের অন্তর্গত কাজলাগড় অঞ্চলের কলাবেড়িয়া থেকে গড়গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা, সরবেড়িয়া প্রাথমিক স্কুল পুরানো বাজার, সরবেড়িয়া দুলালুদ্দিন মার্কেট, পূর্ব সরবেড়িয়া ধর্মবাজার, ধান্যশ্রী উচ্চ বিদ্যালয়, গড়গ্রাম বাস স্ট্যান্ড দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। অবস্থায় আছে, যা মানুষ ও যান চলাচলের পক্ষে অনুপযুক্ত। রবিবার কাজলাগড় অঞ্চল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অবিলম্বে বেহাল রাস্তা মেরামতের দাবীতে গণ সাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। পরে এগরা বাজকুল রাস্তায় মির্জাপুরে পথ অবরোধ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শিউ মাইতি, ভগবানপুর ১ নং ব্লক কংগ্রেসের সভাপতিদ্বয় স্বপন মহান্তি ও অসিত পাত্র, ভগবানপুর ২ নং ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি সেক নুরুল ইসলাম, চন্ডীপুর ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি সেক রেজাবুল সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। জেলা সম্পাদক শিউ মাইতি বলেন, এলাকার রাস্তা ও সেচ ব্যবস্থা খুব খারাপ, অবিলম্বে বেহাল রাস্তার মেরামতের দাবীতে অঞ্চল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গণ সাক্ষর সংগ্রহ হল।

উত্তপ্ত রানিনগরের খেলা ঘুরিয়ে দিল তৃণমূল কংগ্রেস

কংগ্রেসের ২ সদস্য এলেন তৃণমূলে

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ অধীর গড়ে ধাক্কা কংগ্রেসে। রানিনগর কংগ্রেসে বড়সড় ভাঙন ধরাল তৃণমূল। স্থায়ী পঞ্চায়েত সমিতি গঠনের আগে বাম-কংগ্রেস জোট ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন ২ সদস্য। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সমিতির মোট ২৭ আসনের মধ্যে ১৩ আসন দখল করে তৃণমূল কংগ্রেস। অন্যদিকে, ১৪ আসন পায় বাম-কংগ্রেস জোট। এখন জোটের ২ সদস্য তৃণমূলে চলে যাওয়ায় জোটের আসন সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল ১২। অন্যদিকে তৃণমূলের আসন বেড়ে হল ১৫। ফলে এখন ম্যাজিক ফিগারে তৃণমূল। সোমবার রানিনগর পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতি গঠনের দিন ঠিক হয়েছিল। তার ঠিক একদিন আগে বাম-কংগ্রেস শিবির বড়সড় আঘাত হানল ঘাসফুল শিবির। রবিবার রানিনগরের বিধায়ক সৌমিক হোসেন ও তৃণমূলে কংগ্রেসের জেলা সভাপতি শাওনী সিংহরায় সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, রানিনগর পঞ্চায়েত সমিতির ২ সদস্য এবং কাতলামারি ১ নম্বর পঞ্চায়েতের এক সদস্য রবিবার তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। ফলে তৃণমূলের সদস্য সংখ্যা বেড়ে হল ১৫ জন। অন্যদিকে, বাম-কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা হল ১২। অর্থাৎ ১১ তারিখ স্থায়ী সমিতি গঠনের আগেই ম্যাজিক ফিগারে পৌঁছে গেল তৃণমূল কংগ্রেস। ফলে পঞ্চায়েত সমিতি গঠন করা তৃণমূলের কাছে এখন সময়ের অপেক্ষা। ভোটে সংখ্যা গরিষ্ঠতা জোট পেলেও স্থায়ী সমিতি গঠনের আগে তৃণমূলে যে বাম-কংগ্রেস জোটে ভাঙন ধরাতে পারে আশঙ্কা আগেই করেছিলেন অধীর চৌধুরী। প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েত সমিতির ভোটে কংগ্রেসের টিকিটে জেতা ও সভাপতি কুদ্দুস আলি বর্তমানে জেলে রয়েছেন। থানা ভাঙচুরের অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গোটা ঘটনাকেই তৃণমূলের তৈরি করা একটি ব্লু প্রিন্ট বলে মন্তব্য করেছেন অধীর চৌধুরী। এরকম দলবদল নিয়ে কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, যাদের দলবদল করার ইচ্ছে হয়েছে তারা তা করেছে। কেউ গরু-ছাগল হতে চাইলে আমি আর কী করতে পারি! কংগ্রেস ত্যাগী সদস্যদের দাবি, নির্বাচনে জিতে তারা পঞ্চায়েত সমিতি গঠনও করেছিলেন ঠিকই কিন্তু তার পরে তাদের মনে হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন যজ্ঞে সামিল হলে তারা সমিতিতে অনেক কাজ করতে পারবেন। তাই তাঁরা তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। অন্যদিকে, জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের বক্তব্য, একের পর এক চারদিকে হার হচ্ছে। পায়ের তলারা মাটিটাও সরে গিয়েছে। ধূপগুড়িতেও হার হয়েছে। সবকিছু উনি এখন কী বলছেন ও আর কী করছেন তার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকছে না। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির উসকানিতে যেভাবে রানিনগর থানায় আক্রমণ করা হল তা আমাদের কর্মকাণ্ড নয়। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির নেতৃত্বে থানা আক্রমণ করা হচ্ছে। ভেবে দেখুন কেমন নেতা তৈরি করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। উল্লেখ্য, গত শুক্রবার থেকেই উত্তপ্ত রানিনগর। অধীরের সভার পরই থানা ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে। স্থানীয় তৃণমূল কার্যালয়ও ভাঙচুর করা হয়। ওই ঘটনায় কংগ্রেসের মোট ৩৬জন নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ভাঙচুরের ঘটনায় অধীর চৌধুরীই ইন্ধন জুগিয়েছেন বলেই দাবি জেলা তৃণমূল সভাপতি শাওনী সিংহ রায়ের। এদিকে এভাবে যে অধীররঞ্জন চৌধুরীকে কিস্তিমাত করে দেওয়া হবে তা কেউ ভাবতেও পারেননি। এই ঘটনার পর চাপে পড়ে গিয়েছে কংগ্রেস। সম্প্রতি ঝালদা কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়েছে। এবার পঞ্চায়েত স্তরেও ভরাডুবি হল। আজ রানিনগর-২ পঞ্চায়েত সমিতির কংগ্রেস সদস্য হানিফ শেখ এবং ঊর্মিলা খাতুন কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। এমনকী ওই ব্লকের কাতলামারি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস প্রধান মাহফুজা বিবিও তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন। রানিনগর-২ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচনে অশান্তির আশঙ্কা করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লেখেন অধীররঞ্জন চৌধুরী। ওই চিঠিতে প্রার্থীদের নিরাপত্তা চাওয়া হয়েছিল। যা আর লাগবে না। তবে ওই চিঠির কিছুক্ষণের মধ্যেই রানিনগর-২ পঞ্চায়েত সমিতি তৃণমূল কংগ্রেসের ঝুলিতে গেল। যদিও পঞ্চায়েত নির্বাচনে জোট করে এই পঞ্চায়েত সমিতি দখল করেছিল সিপিএম-কংগ্রেস। সেটা ধরে রাখা গেল না। গত শুক্রবার রানিনগরে সভা করতে যান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। ওই সভাকে ঘিরে ব্যাপক গোলমাল দেখা দেয়। শুক্রবারের পর পঞ্চায়েত সমিতি গঠন নিয়ে শনিবারও রানিনগর তপ্ত ছিল। আর রবিবার সব ওলটপালট হয়ে গেল।

বর্ধমানে আটকে গেল বন্দে ভারত

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ রবিবার বর্ধমান স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। সিগন্যালিং পয়েন্টে ত্রুটি দেখা দেওয়ায় এই ঘটনা ঘটেছে বলে খবর। প্রায় ৩৫ মিনিট থমকে ছিল বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। যা নিয়ে আলোড়ন পড়ে যায়। আর তার জেরে ভোগান্তির শিকার হন যাত্রীরা। হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনে এই ট্রেন বিভ্রাট দেখা দেয়। বর্ধমান স্টেশনে সিগনালিং পয়েন্টে বিভ্রাটের জন্য যাত্রাপথে আটকে পড়ে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। সূত্রের খবর, বর্ধমান স্টেশনে আজ সকাল ৬টা ২৫ মিনিট নাগাদ সিগন্যালে ত্রুটি ধরা পড়লে বেশ কিছু লোকাল ট্রেন দেরিতে চলে। এদিকে আজ, সকাল ৫টা ৫৫ মিনিট নাগাদ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে জলপাইগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেয়। কিন্তু, বর্ধমান পৌঁছতেই ঘটে বিপত্তি। তখনই জানা যায়, সিগন্যালিং সমস্যার জন্য দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে যায় ট্রেনটি। ৬টা ৫১ মিনিট থেকে ৭টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত আটকে থাকে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। তারপর সিগন্যালিং সমস্যা মিটলে আবার গড়ায় বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের চাকা। এই ঘটনার জেরে ট্রেনের ভিতরেই আটকে থাকতে হয় যাত্রীদের। তাতে নাকাল অবস্থা হয় তাঁদের। এই ঘটনায় অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন। রবিবাসরীয় প্রভাতে এমন ঘটনা যে ঘটতে পারে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেননি। অন্যদিকে আগে শনিবার রাতেও বিস্তর ভোগান্তি ভুগতে হয় ট্রেনযাত্রীদের। কারণ ওইদিন রাত ১০টা ১০ মিনিট নাগাদ হাওড়া থেকে মেন লাইনে বর্ধমান যাওয়ার শেষ লোকাল ট্রেন ছাড়ে। কারশেডে কাজের জন্য নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছতে পারেনি লোকাল ট্রেনটি। তার জেরে আটকে পড়ে একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন। ডাউন লাইনেও ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। সুতরাং দুর্ভোগের শিকার হন যাত্রীরা। সিগন্যালিংয়ের সমস্যার জন্যই এমনটা হয় বলে সূত্রের খবর। সমস্যা মেটেনি মাঝরাত পর্যন্ত। তখন চলে মেরামতের কাজ। যদিও পরদিন সকাল থেকে কিছুটা স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি। আবার দেখা গেল সমস্যা। বারবার এমন সমস্যা কেন দেখা দিচ্ছে? এই প্রশ্ন উঠতে থাকে যাত্রীদের মধ্যে থেকে। যদিও এই বিষয়ে রেলের পক্ষ থেকে কোনও সদুত্তর মেলেনি। শুধু সিগন্যালের সমস্যা বলা হয়েছে। তবে আজ সকালে হাওড়া ব্যান্ডেল শাখায় ভদ্রেশ্বরের কাছে সিগন্যালে সমস্যা দেখা যায় বলে খবর। তার জেরে এখানে ট্রেন চলাচলে ব্যাপক সমস্যা দেখা দেয়। সকালের দিকে প্রায় একঘন্টা একাধিক ট্রেন লেট ছিল বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। তবে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এই সমস্যায় পড়বে সেটা আগাম বোঝা যায়নি। তবে এই দুর্ভোগে পড়ে অনেকে ক্ষোভ উগরে দেন।

ক্ষতিপূরণের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ রবিবার সাঁকরাইল ব্লকের বাকড়া এলাকায় হাতির হামলায় ক্ষতিপূরণের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় উত্তর বাকড়া এলাকার গ্রামবাসীরা। এদিন গ্রামবাসীরা হাতির হামলায় ঘরবাড়ি ও ফসলের ক্ষতিপূরণ সহ হাতিকেওই এলাকা থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে তারই দাবীতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ করে ওইএলাকার গ্রামবাসীরা। ফসলের পাশাপাশি ঘরবাড়ি ভাঙ্গচুর করে ক্ষতি করে হাতির দল রবিবার ভোর বেলায়। হাতি সমস্যা এখন বিগত দিনের মাওবাদী সমস্যাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। বিগত কয়েক মাস ধরে যে ভাবে হাতির দল বিভিন্ন এলাকায় ঘরবাড়ি ভাঙ্গছে, ফসলের ক্ষতি করছে, মানুষের ও হাতির মৃত্যু হচ্ছে তাতে হুঁশ নেই বন দপ্তরের। ঝাড়গ্রাম তথা জঙ্গল মহলে হাতির সমস্যা দীর্ঘ দিনের। তাই ক্ষুব্ধ ওই এলাকার বাসিন্দারা রবিবার পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। যার ফলে ওই রাস্তায় সমস্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় তিন ঘন্টা ধরে গ্রামবাসীরা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। যার ফলে সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ ও বন দফতরের আধিকারিকরা। বনদপ্তরের আধিকারিকরা গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলেন। সেই সঙ্গে হাতির হামলায় যাদের ঘরবাড়ি ও ফসলের ক্ষতি হয়েছে তাদের দ্রুত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দেন। এছাড়াও ওই এলাকা থেকে হাতির দলকে সরানোর জন্য বন দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে বনদপ্তরের এক আধিকারিক জানান। বন দপ্তরের পক্ষ থেকে আশ্বাস পাওয়ার পর ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা পথ অবরোধ তুলে নেয়। পদ অবরোধ উঠে যাওয়ার পর ওই রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল শুরু হয়।

মন্দিরে দুষ্কৃতি হামলার প্রতিবাদে সভা

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ গত ২রা সেপ্টেম্বর নবদ্বীপ মায়াপুরে বেদান্ত গৌড়ীয় মঠে তুলসী দেবী তথা বৃন্দা দেবীর মূর্তির একাংশ ভাঙ্গা অবস্থায় দেখা যায়। আর তা নিয়ে রীতিমত প্রতিবাদে নেমে পড়ে বিজেপি। সেদিনই মায়াপুর থেকে ৩৪ নং জাতীয় সড়ক সংযোগকারী মূল রাস্তা ও ধুবুলিয়াগামী মূল রাস্তা অবরোধের মাধ্যমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিজেপি। তাদের দাবী ছিল অবিলম্বে এই ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যাবস্থা করতে হবে। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপ ও আশ্বাসের পরে অবরোধ তুলে নেয় বিজেপি। কিন্তু দীর্ঘদিন কেটে গেলেও হয়নি কোন সুরাহা হয়নি। আর এরই প্রতিবাদে ও রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে রবিবার বিকেলে নবদ্বীপ মায়াপুর হুলোরঘাটে এক জনসভার আয়োজন করে। কর্মসূচী থেকে বিজেপি রাজ্য নেতৃত্ব গৌতম পাল বলেন, সেদিনের ঘটনার আমরা মর্মাহত। সেদিন আমাদের পথ অবরোধে পুলিশ প্রশাসনের তরফে জানানো হয় উক্ত ঘটনার পূর্নাঙ্গ তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত ও শাস্তির ব্যাবস্থা করবে, কিন্তু কেন জানি না পুলিশ-প্রশাসন সেই কাজে এখনও ব্যর্থ। আমরা আজকের এই সভা থেকেও পুলিশ-প্রশাসনকে বার্তা দিতে চাই আমরা শুধু নয়, সনাতনী সকলেই উক্ত ঘটনায় মর্মাহত। কিন্তু আমরা চুপ আছি বলে বলে ভাববেন না, আমরা কিছু করবো না। আমরা পুলিশকে আরও সময় দিয়ে বলতে চাই সাধারণ মানুষ জানতে চায় ও দেখতেও চায় উক্ত ঘটনায় যুক্ত দোষীকে শাস্তি দিয়েছে পুলিশ। কিন্তু সেটা যদি না হয় তাহলে আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবো। পাশাপাশি নদীয়া দক্ষিণের জেলা নেতৃত্ব দিলীপ মুহুরি বলেন, এই ঘটনা বাংলার লজ্জা, আজ তৃণমূল কংগ্রেস দল রাজ্যজুড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগাবার চেষ্টা করে চলেছে।

কারখানায় মেশিন বিস্ফোরণে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ রবিবার সকালে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের বানজেটিয়ার একটি মুড়ি-বিস্কুটের কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। আহত হয়েছেন আরও একজন। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত ব্যক্তির নাম উত্তম স্বর্ণকার। আহত ব্যক্তির নাম আশাবুল শেখ। অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থায় তিনি বর্তমানে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গিয়েছে, অরূপ পাল এবং অরুণ পাল নামে দুই ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় মুড়ি-বিস্কুট-চানাচুর তৈরীর কারখানা চালাতেন। কোনো রকম নিরাপত্তা বিধি না মেনেই কারখানা চলত বলে অভিযোগ। রবিবার কাজ চলাকালীন একটি মেশিনের মধ্যে বিস্ফোরণ হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, রবিবার সকাল দশটা নাগাদ কারখানা থেকে একটি বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পান। এরপর ঘটনাস্থলে গিয়ে তারা দু'জন ব্যক্তিকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেন। কারখানার এক শ্রমিক জানিয়েছেন, যে মেশিনে বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটেছে সেটি আজ সকালেই সারাই করা হয়েছিল। তারপর উত্তম ওই মেশিনে কিছু কাজ করছিল। হঠাৎই আমরা বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পাই এবং উত্তমকে ওখানে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখতে পেয়ে হাসপাতালে নিয়ে আসি। স্থানীয় মানুষেরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য বেআইনিভাবে চলা কারখানাটি বন্ধের দাবি জানিয়েছেন।

এক দিবসীয় নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ আজ শিলিগুড়ির পুরনিগমের দুই নম্বর বরো কমিটির উদ্যোগে এক দিবসীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উক্ত এক দিবসীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের রামকৃষ্ণ ময়দানে। ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধনের সময় উপস্থিত হয়েছিলেন পুর নিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, এমএমআইসি মানিক দে, সহ আরও অন্যান্যরা। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়ার কিছু পূর্বে খেলোয়াড় ও ম্যাচ রেফারিদের সাথে চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী পরিচয় পর্ব সারেন। উক্ত প্রতিযোগিতার ফাইনালে বিজয়ী ও পরাজিত উভয় দলকেই রানার্স ও উইনার্স ট্রফি দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

শিক্ষানীতি আলোচনা

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে কেন্দ্র সরকার চালু করেছে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার জাতীয় শিক্ষানীতির আদলে রাজ্যের শিক্ষানীতি প্রস্তাব করেছে যা ইতিমধ্যেই রাজ্য মন্ত্রিসভার অনুমোদন পেয়েছে। এই শিক্ষানীতি নিয়েই নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে এক আলোচনা ভিত্তিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো রবিবার বেলা বারোটায় ওয়েস্ট দিনাজপুর চেম্বার অফ কমার্সের সভাকক্ষে। আজকের এই আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও শিক্ষক তাপস দাস এবং শুভজিৎ দস্তিদার। জাতীয় শিক্ষানীতি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী স্বার্থে কতটা সুরক্ষিত ও ফলপ্রসু তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এই সভায়। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা। এই কর্মসূচি নিয়ে সংগঠনের উত্তর মন্ডলের সভাপতি তেজেশ কান্তি দাস বলেন, এই শিক্ষানীতি দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বেসরকারীকরণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে যা শিক্ষক সমাজ তথা সাধারণ মানুষের কাছে আশু চিন্তার কারণ।

থানার লকআপে ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশকর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ সিআইডির

দুরন্ত বার্তা, নবগ্রাম, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ গত মাসে মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম থানায় পুলিশি হেফাজতে গোবিন্দ ঘোষ নামে এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় নবগ্রাম থানার পুলিশকর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করল সিআইডি। রবিবার নবগ্রাম থানার কনস্টেবল ও সিভিক ভলান্টিয়ার মিলিয়ে ৬ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাঁদের বয়ানও রেকর্ড করা হয় মুর্শিদাবাদ জেলা সিআইডি দফতরে। সোমবার অর্থাৎ আগামিকাল থানার মহিলা পুলিশকর্মীদের তলব করা হয়েছে। সিআইডি সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই ঘটনার সময় উপস্থিত নবগ্রাম থানার পুলিশকর্মীদের তালিকা সংগ্রহ করেছেন তদন্তকারীরা। হাইকোর্টের নির্দেশেই এই মামলার তদন্ত এগোচ্ছে। ইতিমধ্যেই তিনজন সাব ইন্সপেক্টর সহ ঘটনার সময় উপস্থিত অফিসারদের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। প্রত্যেকের বয়ানের ভিডিয়ো রেকর্ডও করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, মৃত গোবিন্দ ঘোষকে অবৈধভাবে তুলে থানায় নিয়ে আসা হয়েছিল বলে থানার পুলিশকর্মীরা বয়ানে স্বীকারও করেছেন। নবগ্রামের সিঙ্গার গ্রাম। সে গ্রামেরই বাসিন্দা ছিলেন গোবিন্দ ঘোষ। তাঁকে পুলিশি লকআপে পিটিয়ে মারার অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ ছিল, জিজ্ঞাসাবাদের নামে তিনদিন ধরে গোবিন্দকে থানায় আটকে রাখে নবগ্রাম থানার পুলিশ। এরপর ৪ আগস্ট রাতে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা। পরিবারের অভিযোগ, পুলিশ লকআপে মারধর করে। তাতেই মারা যান গোবিন্দ। পুলিশের বিরুদ্ধে কার্যত ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার লোকজন। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়ার পথে বাধার মুখে পড়ে পুলিশ। ব্যাপক ধস্তাধস্তিও হয়। সেই ঘটনার তদন্ত শুরু করে সিআইডি। এবার পুলিশকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল তারা।

প্রতারণা মামলায় গ্রেফতার বিশ্বভারতীর ছাত্রী

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ প্রতারণা মামলায় গ্রেফতার এক বিশ্বভারতীর ছাত্রী। পুলিশ তাকে রবিবার গ্রেফতার শান্তিনিকেতনের গুরুপল্লীর একটি বাড়ি থেকে। শেয়ার মার্কেটের নামে কোটি কোটি টাকার প্রতারণা করে গ্রেফতার বিশ্বভারতীর সঙ্গীত ভবনের ছাত্রী ঈশিতা শীল। ওই সংস্থার কর্ণধার শুভ্রায়ণ শীলের বোন ইশিতা শীল। তাকে এদিন গ্রেফতার করে পুলিশ। বিশ্বভারতীর সঙ্গীত ভবনের রবীন্দ্রসঙ্গীত বিভাগের স্নাতকোত্তর প্রথম বর্ষের ছাত্রী তিনি। আগেই তার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল। এতকাল গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন তিনি। এদিন ভোরে পশ্চিম গুরুপল্লীর একটি ভাড়া বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতকে বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ৫ দিনের হেফাজতের নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য, এর আগেই ৩ ফেব্রুয়ারি এই ছাত্রীর দাদাকে একই মামলায় গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। বোলপুরে প্রায় ১৫০ জন যুবকের কাছ থেকে ৩০ কোটি টাকা তুলেছিল এই ভুঁইফোড় সংস্থা। এস.এস. কনসালটেন্সি নামে একটি সংস্থা তৈরি করে খোলা বাজার থেকে কমপক্ষে ৩০ কোটি টাকা তুলেছিল। ৩ ফেব্রুয়ারি বোলপুরে এই নতুন চিটফাণ্ড সংস্থার কথা পুলিশের নজরে আসে। দায়ের হওয়া একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে সংস্থার কর্ণধার শুভ্রায়ণ শীলকে গ্রেফতার করেছিল বোলপুর থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে বোলপুরের প্রায় ১৫০ জন যুবকের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা করে তোলা হয়েছে শেয়ার মার্কেটের নামে। বাড়তি মুনাফার লোভ দেখিয়ে বোলপুরের বুকে একটি বড়সড় চিটফাণ্ড সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। উল্লেখ্য, এই চিটফাণ্ড সংস্থা বেশ কিছুদিন ধরে বোলপুর শহরে জাঁকিয়ে বসেছিল। খোলাবাজার থেকে টাকা তুলে দামি গাড়ি, মোবাইল সহ প্রসাধনী সামগ্রী ব্যবহার করতে দেখা যেত ভাই-বোনকে। রাতারাতি তাদের জীবনযাত্রার ভোল পাল্টে যায়। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। এবার পুলিশের জালে বিশ্বভারতীর ছাত্রীর নাম ওঠায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম খারাপ হচ্ছে বলে খবর। আর্থিক প্রতারণা মামলায় বিশ্বভারতীর ছাত্রী গ্রেফতার করা হয়েছে। এই খবর এখন চর্চিত হচ্ছে শান্তিনিকেতন জুড়ে। আরও জানা গেছে, দাদা আর বোন ছাড়া অন্যান্য অনেকেই এই প্রতারণার কাজে জড়িত। বোলপুর শহরের নানা জায়গায় লোকজন ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর এই প্রতারণার কাজ শুরু হয়। বেশ কয়েকজন টাকা ফেরত চেয়ে না পেয়ে একজোট হন। তারপর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। প্রতারিতদের দাবি, খোলাবাজার থেকে টাকা তোলা হচ্ছিল। তারপর দামি গাড়ি, মোবাইল-সহ নানা বিলাসবহুল সামগ্রী কিনে ব্যবহার করছিল দাদা-বোন। মুহূর্তের মধ্যে তাদের জীবনে পরিবর্তন চলে আসে। আর সঙ্গে চলছিল প্রতারণা। এবার গ্রেফতার অভিযুক্তরা।

Name Change

I, MONIRUL SK is wrongly recorded in my Son's School Certificate, S/o- ABULMAJAN SEKH. Residing at Vill - Kumarsanda, Post- Kumarsanda, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742136, West Bengal. Shall henceforth be known as SHERFUL SEIKH. That my name SHERFUL SEIKH and MONIRUL SK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, MOTAYEM HOSSAIN is wrongly recorded in my Passport No- K6654369, S/o- AMINUL HOSSAIN MOLLA. Residing at Vill - Barua, Post- Barua, Ps- Beldanga, Dist- Murshidabad, Pin- 742189, West Bengal. Shall henceforth be known as MOTAYEM HOSSAIN MOLLA. That my name MOTAYEM HOSSAIN MOLLA and MOTAYEM HOSSAIN is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, ALEK SK is wrongly recorded in my Passport No- M1806232, S/o- HASEM SK. Residing at Vill - Sundarpur, Post- Shankarpur, Ps- Khargram, Dist- Murshidabad, Pin- 742159, West Bengal. Shall henceforth be known as KHALEK SK. That my name KHALEK SK and ALEK SK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, MD IDRISH ALI is wrongly recorded in my Sons School Certificate, S/o- SAMIRUFI SK. Residing at Vill - Saluya, Post- Baruipara, Ps- Hariharpara, Dist- Murshidabad, Pin- 742165, West Bengal. Shall henceforth be known as IDRISH ALI SK. That my name IDRISH ALI SK and MD IDRISH ALI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, ASFAQ AHAMED is wrongly recorded in my Passport No- H1472168, S/o- LUTFUR RAHAMAN. Residing at Vill - Bhabata, Post- Bhabata, Ps- Beldanga, Dist- Murshidabad, Pin- 742134, West Bengal. Shall henceforth be known as MD ASFAK AHAMMAD. That my name MD ASFAK AHAMMAD and ASFAQ AHAMED is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, RESHAM BEOYA W/o- RIYAJUDDIN, Residing at Vill - N1814 Poddar Road, Post- Mahadipur, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732216, West Bengal. That my name RESHAM is wrongly recorded in my Passport No- J3273340. Shall henceforth be known as RESHAM BEOYA. That my name RESHAM BEOYA and RESHAM is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, APLE SK is wrongly recorded in my Sons School Certificate, S/o- AROJ SK. Residing at Vill - Paschimpara, Post- Jasogari, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742137, West Bengal. Shall henceforth be known as APEL SK. That my name APEL SK and APLE SK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, TANUJAAHAMMED W/o- MOHAMMAD FIROJ AHAMMAD, Residing at Vill - Bibigram, Post- Malda, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732101, West Bengal. That my name TANUJA AHAMMAD is wrongly recorded in my Passport No- S8876124 and my Daughter's Passport No- K1502059. Shall henceforth be known as TANUJA AHAMMED. That my name TANUJA AHAMMED and TANUJAAHAMMAD is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, SATISH CHANDRA GHOSH is wrongly recorded in my Son's School Certificate, S/o- DURGAPADA. Residing at Vill - Balidanga, Post- Faridpur, Ps- Kaliganj, Dist- Nadia, Pin- 741153, West Bengal. Shall henceforth be known as DUDHKUMAR GHOSH. That my name DUDHKUMAR GHOSH and SATISH CHANDRA GHOSH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, MOHAMMAD FIROJ AHAMMAD S/o- MOHAMMAD HESAMUDDIN AHAMMAD, Residing at Vill - Bibigram, Post- Malda, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732101, West Bengal. That my name FIROJ AHAMED is wrongly recorded in my Daughter's Passport No- K1502059. Shall henceforth be known as MOHAMMAD FIROJ AHAMMAD. That my name MOHAMMAD FIROJ AHAMMAD and FIROJ AHAMED is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, SHOBHA BOSE GAYEN (old name) W/O SARUDDIN GAYEN Presently residing at Ankurhati Mondalpara, Salap, Domjur , Howrah 711409 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SOVA GAYEN, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 09/09/2023. SOVA GAYEN and SHOBHA BOSE GAYEN both are same and one identical person.

Name Change

I ABDUL KARIM MULLICK SON OF ABDUR RAHAMAN MALLICK RESIDING AT VILL- DUDHKALMI, PO-KRISHNARAMPUR, HOOGHLY -712702, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUL KARIM MALLICK VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/09/2023.THAT ABDUL KARIM MULLICK AND ABDUL KARIM MALLICK ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SUNITI MRIDHA, D/O NISHIKANTA MRIDHA, W/O DULAL CHANDRA BISWAS, R/O NPA-351, NAZRUL PALLY, KRISHNAPUR, BIDHAN NAGAR EC, NORTH 24 PARGANAS PIN-700102, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUNITA BISWAS, VDIE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/09/2023 SUNITI MRIDHA AND SUNITA BISWAS SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I MOHAMMAD KARIM, S/O MOHAMMAD KARIM, R/O 5A, HARE KRISHNA KONAR ROAD, P.O ENTALLY, P.S. BENIAPUKAR, KOLKATA -700014, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD. SAHID KARIM, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 8/09/2023 MOHAMMAD KARIM AND MD. SAHID KARIM SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I DEONARAYAN MONDAL SON OF RAMSHOBHIT MONDAL RESIDING AT FLAT - C,3RD FLOOR, CLASSIC APARTMENT, KANJILAL PARA, RAJARHAT, NORTH24PARGANAS - 700135, WEST BENGAL.SHALL HENCE FOTH BE KNOWN AS DEV NARAYAN MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/09/2023.THAT DEONARAYAN MONDAL AND DEV NARAYAN MONDAL ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SK HANNAN ALI, S/O SK NOOR HOSSAIN, R/O Y-2/151/17, BAGDI PARA ROAD, P.O. BADARTALA , P.S. NADIAL, PIN-700044, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAIKH HANNAN ALI, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/09/2023 SK HANNAN ALI AND SHAIKH HANNAN ALI SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I MOUMITA DAS, D/O KRISHNA CHANDRA HATI, W/O JAY NARAYAN DAS, R/O 47, G.T. ROAD, OPPOSITE MORE SUPER MARKET, NIMTA, P.S. BALLY, HOWRAH -711201, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOUMITA HATI DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/09/2023 MOUMITA DAS AND MOUMITA HATI DAS SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I ABDUL HASEM MULLICK SON OF ABDUL KARIM MALLICK RESIDING AT VILL- DUDHKALMI, PO- KRISHNARAMPUR, HOOGHLY -712702, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUL HASEM MALLICK VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/09/2023.THAT ABDUL HASEM MULLICK AND ABDUL HASEM MALLICK ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I VIKASH NANGALIA,RESIDING AT CF-325, SALT LAKE CITY, SWIMMING POOL, BIDHANNAGAR , PIN-700064, WEST BENGAL, THAT MY MINOR SON VIHAAN NANGALIA SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS VIHAN NANGALIA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/09/2023. VIHAAN NANGALIA AND VIHAN NANGALIA SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I ALI HOSSAIN, S/O MD ISMAIL, R/O 52, TOPSIA ROAD, P.O. TILJALA, P.S. TILJALA, KOLKATA -700039, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD ALI HOSSAIN, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/09/ 2023. ALI HOSSAIN AND MD ALI HOSSAIN SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I MD HABI UL KARIM MOLLA, S/O LATE FAKIR AHAMMED MOLLA, R/O VILL MUKUNDAKATI, P.O. ITINDA, P.S. BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743292, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HABIB UL KARIM MOLLA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/09/2023. MD HABI UL KARIM AND HABIB UL KARIM MOLLA SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I RAHIMA KHATOON , W/O SHAIKH HANNAN ALI, R/O Y-2/ 151/17, BAGDI PARA ROAD, P.O. BADARTALA, P.S. NADIAL PIN-700044, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAHIMA BEGUM, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/09/2023 RAHIMA KHATOON AND RAHIMA BEGUM, SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I SUNITI MRIDHA, D/O NISHIKANTA MRIDHA, W/O DULAL CHANDRA BISWAS, R/O NPA-351, NAZRUL PALLY, KRISHNAPUR, BIDHAN NAGAR EC, NORTH 24 PARGANAS PIN-700102, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUNITA BISWAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/09/ 2023 SUNITI MRIDHA AND SUNITA BISWAS SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I MAUSUMI GHATAK DAUGHTER OF DWARIKA BANERJEE, RESIDING AT VILL-NACHAN,PS-FARIDPUR,PASCHIMBARDHAMAN-713205,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOUSHUMI GHATAK VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/09/2023.THAT MAUSUMI GHATAK AND MOUSHUMI GHATAK ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

শ্রেয়সের চোট

কলম্বো, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ বিশ্বকাপ শুরু হতে এক মাসও সময় বাকি নেই। এরইমধ্যে চোটের উদ্বেগ ভারতীয় শিবিরে। দীর্ঘদিন পর চোট কাটিয়ে ভারতীয় দলে ফিরেছিলেন। কিন্তু দুটি ম্যাচের পর আবার চোটের কবলে পড়লেন শ্রেয়স আইয়ার। ব্যাক স্প্যাজমের কারণে শ্রেয়স আইয়ার এই ম্যাচ থেকে ছিটকে গিয়েছেন বলে জানিয়েছেন রোহিত শর্মা। বিশ্বকাপের আগে শ্রেয়সের চোট নতুন করে উদ্বেগ বাড়াল ভারতীয় শিবিরে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রেয়সের চোটের কথা প্রকাশ্যে আসে, চোটের জন্য অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ চলাকালীনই টিম ইন্ডিয়া থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন এই তারকা ক্রিকেটার। সেই থেকেই আর মাঠে দেখা যায়নি শ্রেয়স আইয়ারকে। এবারের কেকেআরের হয়ে নামতে পারেননি শ্রেয়স আইয়ার। তাঁর পরিবর্তে নাইট রাইডার্সের অধিনায়কের দায়িত্ব উঠেছিল নীতিশ রানার ওপরে। শুধু আইপিএল নয়, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল,ওয়েস্ট ইন্ডিজ আয়ারল্যান্ড সিরিজেও খেলতে পারেনি শ্রেয়স। চোটের পর তাঁকে সরাসরি এশিয়া কাপ এবং তারপর বিশ্বকাপের দলেও সুযোগ করে দেওয়া হয়। চোট কাটিয়ে এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেননি, এরপর নেপাল ম্যাচে দলে থাকলেও ব্যাট করার সুযোগ হয়নি। সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নামার আগে দুঃসংবাদ শোনালেন রোহিত শর্মা। দলের তারকা ব্যাটসম্যানের পিঠে নতুন করে ব্যাথা শুরু হয়েছে। ফলে তাঁর পরিবর্তে দলে আসেন লোকেশ রাহুল। ফলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে এনসিএ থেকে ফিট সার্টিফিকেট পাওয়ার পরে কীভাবে দুটি ম্যাচ খেলার পরই আবার ব্যাক স্প্যাজমের শিকার হন আইয়ার? ভারতীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্কের পরিকল্পনা অনুসারে চার নম্বরে ব্যাট করার কথা শ্রেয়সের। একদিনেলর ক্রিকেটে চার নম্বর জায়গা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই জায়গায় ব্যাটিং নিয়ে চর্চা কম হয়নি। কিন্তু শ্রেয়সের উপরই ভরসা রেখেছে টিম ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু শ্রেয়সের পিঠের ব্যাথা দ্রুত না সারলে নতুন করে ভাবতে হবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে। গত মার্চ মাসে অস্ত্রোপচার করা হয় ভারতীয় ক্রিকেটারের। সেই প্রসঙ্গে শ্রেয়স আইয়ার জানিয়েছিলেন, আমি যন্ত্রণার একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। বুঝতে পারছিলাম যে অপারেশন করানো ছাড়া আর কোনও রাস্তা খোলা নেই। ফিজিও এবং বিশেষজ্ঞরাও সেই একই পরামর্শ দিলেন। পাশাপাশি ভারতীয় ক্রিকেট দলের এই মিডল অর্ডার ব্যাটার সতীর্থ ক্রিকেটারদেরও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন যাঁরা শ্রেয়সের এই কঠিন সময়ে তাঁর পাশে ছিলেন।

সিন্ধুর নজরে

হায়দরাবাদ, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ ২০২৪ সালেই রয়েছে প্যারিস অলিম্পিক্স গেমস। তার আগেই ২০২৩ সালে একেবারেই ভালো ফর্মে নেই ভারতের অন্যতম সেরা শাটলার পিভি সিন্ধু। দুবারের অলিম্পিক্সে পদকজয়ী পিভি সিন্ধু চলতি বছরের ৭টি টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডেই আউট হয়ে গিয়েছেন। আর এবার ফর্মে ফিরতে দেশের অন্যতম কিংবদন্তি শাটলার প্রকাশ পাড়ুকোনের দ্বারস্থ হলেন পিভি সিন্ধু। অল ইংল্যান্ড জয়ী কিংবদন্তি প্রকাশ পাড়ুকোনের মেন্টরশিপে বেঙ্গালুরুতে এক সপ্তাহের জন্য অনুশীলন করছেন তিনি। লক্ষ্যে চিনের হাংঝাউতে অনুষ্ঠিত হতে চলা এশিয়ান গেমসের আগে ফর্মে ফেরা। গত মাসেই ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিডব্লুএফ আয়োজিত বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের আসর। সেই আসরেই দ্বিতীয় রাউন্ডে ছিটকে যেতে হয়েছিল পিভি সিন্ধুকে। জাপানের নজোমি ওকুহারার কাছে হেরে ছিটকে গিয়েছিলেন তিনি। এরপরেই ২৮ বছর বয়সী সিন্ধু চিন ওপেন থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেন। তারপরেই তিনি প্রকাশ পাড়ুকোনের সঙ্গে আলোচনা করেন। বেঙ্গালুরুতে তাঁর অ্যাকাডেমিতে তাঁর প্রশিক্ষণেই অনুশীলন করছেন সিন্ধু। বেঙ্গালুরুতে উপস্থিত রয়েছেন সিন্ধুর বর্তমান কোচ মহম্মদ হাফিজ হাসিম। প্রকাশ পাড়ুকোনের তত্ত্বাবধানে 'হাই ইন্টেনসিটি' অনুশীলন করছেন পিভি সিন্ধু। প্রতিদিন ৬-৭ ঘন্টা অনুশীলন করছেন পিভি সিন্ধু। প্রতি সেশন শেষে পাড়ুকোন এবং সিন্ধু নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন তাদের ভুল ভ্রান্তি নিয়ে। এই সপ্তাহেই শেষ হয়ে যাবে প্রকাশ পাড়ুকোন অ্যাকাডেমিতে পিভি সিন্ধুর অনুশীলন। কারণ ১২ সেপ্টেম্বর থেকে রয়েছে হংকং ওপেন। সেখানে অংশ নেবেন সিন্ধু। সেখানে প্রথম রাউন্ডে খেলবেন ইন্দোনেশিয়ার পুত্রি কুসুমা ওয়ারদানির বিরুদ্ধে। ২০২৩ সালে দীর্ঘদিন চোটের কারণে খেলতে পারেননি সিন্ধু। তারপরে কোর্টে ফিরলেও তাঁর পুরনো ফর্মের একেবারে ধারেকাছে নেই তিনি।

রোহিতের আগ্রাসনে মুগ্ধ রবি

কলম্বো, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ রোহিত শর্মা রবিবার কলম্বোয় এশিয়া কাপের সুপার ফোরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ওডিআই কেরিয়ারের ২৪৭তম ম্যাচ খেললেন। ২৪০তম ইনিংসে পেলেন ৫০তম ওডিআই অর্ধশতরান। এই ইনিংস খেলার ফাঁকেই তিনি এমন একটি নজির গড়লেন যা বিশ্ব ক্রিকেটে এর আগে কেউ পারেননি। রোহিত এদিন যেভাবে ব্যাটিং করলেন তার প্রশংসা করেছেন প্রাক্তন ভারতীয় কোচ রবি শাস্ত্রী। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আজ প্রথম ওভারের শেষ বলেই তিনি ছক্কা হাঁকান শাহিন শাহ আফ্রিদির বলে। এর আগে ওডিআইয়ে প্রথম ওভারেই আফ্রিদির বলে কেউ ছক্কা হাঁকাতে পারেননি। শুরুর দিকে সাবধানী ব্যাটিং করলেও বোলারদের মাথায় চেপে বসতে দেননি। একটা সময় বলের তুলনায় রান অনেক কম ছিল। কিন্তু পরে আগ্রাসী ব্যাটিং করে তা পুষিয়ে নেন হিটম্যান। রবি শাস্ত্রী বলেন, নাসিম শাহের খান দশেক ডেলিভারি রোহিতকে বিট করেছে। ব্যাটে-বলে সংযোগ ঘটাতে পারেননি। কিন্তু যখনই লুজ বল পেয়েছেন সেটাতে বাউন্ডারি বা ওভার বাউন্ডারি মেরেছেন। একটা লুজ বলও মিস করেননি। ফলে বোলাররা ভালো স্পেল করলেও লুজ বলে চার বা ছক্কা হাঁকানোর পরিকল্পনা নিয়েই রোহিত নেমেছিলেন বলে উপলব্ধি শাস্ত্রীর। রোহিত আজ অর্ধশতরান পূর্ণ করেন ৪২ বলে। একটা সময় রোহিতের রান ছিল ২৪ বলে ১০ কিংবা ৩০ বলে ১৮। সেখান থেকে আগ্রাসী ব্যাটিং করে অর্ধশতরান। শাদাব খানের বলে পরপর দুটি ছক্কা মারার পর একটি চারও মারেন। ত্রয়োদশ ওভারে শাদাব দেন ১৯। এই ওভার শুরুর আগে রোহিতের স্কোর ছিল ৩৭ বলে ২৭, ওভারের শেষে দাঁড়ায় ৪১ বলে ৪৪। ৪২তম বলে শাদাবের বলে ছক্কা মেরে হাফ সেঞ্চুরিতে পৌঁছন রোহিত। পরের বলেই চার। যদিও শেষ অবধি শাদাবের শিকার হয়েই সাজঘরে ফেরেন রোহিত। ৬টি চার ও চারটি ছয়ের সাহায্যে করেন ৪৯ বলে ৫৬। আউট হয়ে যাওয়ায় ওডিআইয়ে ১০ হাজার রান পূর্ণ করার থেকে আপাতত ২২ রান দূরে রইলেন হিটম্যান। নেপালের বিরুদ্ধে আগের ম্যাচে ভারত জিতেছিল ১০ উইকেটে। ২০.১ ওভারে বিনা উইকেটে ১৪৭ রান তুলে। আজও ১২১ রানের ওপেনিং পার্টনারশিপ গড়লেন রোহিত ও গিল। নেপাল ম্যাচে রোহিত করেছিলেন ৫৯ বলে অপরাজিত ৭১, গিল অপরাজিত ছিলেন ৬২ বলে ৬৭ রানে। আজ রোহিতের সঙ্গে অর্ধশতরান পেয়েছেন শুভমান গিলও। ওয়ান ডে ফর্ম্যাটে রোহিত বরাবর সুপারস্টার। ওপেনার হিসেবে আগ্রাসী ছন্দই পছন্দ করেন। চার-ছয়ের বন্যা বইয়ে দিতে পারেন। বাবর আজমের পাকিস্তান ম্যাচে শুরুতেই প্যাভিলিয়নে ফিরতে হয়েছিল বলে কম কথা শোনেননি। এ বার পাল্টা জবাব দিতে শুরু করল রোহিতের ব্যাট। রবিবার শুরুর দিকে রোহিতকে সাবলীল দেখাচ্ছিল না। কিন্তু ধৈর্য দেখিয়েছিলেন। নাসিমের বারবার ছোবল খেয়েও ঘুরে দাঁড়াচ্ছিলেন। অপেক্ষা করছিলেন, বল কখন পুরনো হবে। শাহিনকে রবিবার বেশি খেলেছেন শুভমন। আর নাসিমকে রোহিত। শুরুর দিকে বেশি খেললেও যত সময় গড়িয়েছে রোহিত বাইশ গজে নিজেকে মেলে ধরেছেন। বিশ্বকাপের আগে রোহিতের ছন্দে ফেরা খুব দরকার ছিল। তিনি ব্যাট হাতে পারফর্ম করলে টিমকে জেতানোর অর্ধেক কাজ সেরে ফেলবে ভারত। এশিয়া কাপের সুপার ফোরের পাকিস্তান ম্যাচ বিশ্বকাপের সেরা প্রস্তুতি। সেই ম্যাচেই রোহিত আবার হিট। যদি এখান থেকে সেঞ্চুরি তুলে নিতে পারতেন, নিজে তো বটেই, টিম, সমর্থকদেরও বার্তা দিতে পারতেন-বিশ্বকাপের জন্য তৈরি ভারত!

কিংস কাপে খালি হাত ভারতের

ব্যাংকক, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ কিংস কাপে ব্রোঞ্জ জেতা হল না ভারতের। তৃতীয় স্থান নির্ধারণের ম্যাচে লেবাননের বিরুদ্ধে ১-০ গোলে হারলেন মহেশ-আনোয়াররা। ম্যাচে একাধিকবার বিপক্ষকে চাপে ফেললেও শেষ হাসি হাসতে পারল না ভারতীয় দল। গতবার এই টুর্নামেন্টে ব্রোঞ্জ জিতলেও এবার খালি হাতেই ফিরতে হল ইগর স্টিমাচের ছাত্রদের। প্রসঙ্গত, গত তিনটি ম্যাচের দু'টিতেই লেবাননকে হারিয়েছিল ভারত। তবে এবার মধুর প্রতিশোধ নিল মধ্য প্রাচ্যের দেশটি। সাফ কাপ, ইন্টার কন্টিনেন্টাল কাপ মিলিয়ে চলতি বছরে তিনবার লেবাননের বিরুদ্ধে খেলেছে ভারত। দুই টুর্নামেন্টের ফাইনালে লেবাননকে হারিয়েই ট্রফি জিতেছিলেন সন্দেশ ঝিঙ্গানরা। কিন্তু রবিবার কিংস কাপের ম্যাচে আর জিততে পারল না ভারত। পিছিয়ে পড়ার পরেও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গোলের জন্য লড়াই করেছিলেন মহেশরা। তবে গোল হয়নি। থাইল্যান্ডে আয়োজিত কিংস কাপের ব্রোঞ্জ জয়ের ম্যাচে লেবাননের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই ভারতের দাপট ছিল। মহেশ-মনবীররা একাধিকবার ভাল সুযোগ তৈরি করেছিলেন বিপক্ষের বক্সে। চাপমুক্ত ভাবে খেলার স্ট্র্যাটেজি নিয়েছিলেন ভারতের কোচ। কিন্তু লেবাননের রক্ষণের বেড়া টপকাতে পারল না টিম ইন্ডিয়া। ম্যাচের আগাগোড়া দাপট দেখালেও ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে এসে গোল হজম করতে হল আনোয়ার আলিদের। ৭৭ মিনিটে লেবাননের কাসেম আল জেনের গোলে পিছিয়ে পড়ার পর থেকে অবশ্য খেলার ঝাঁজ একেবারে কমে যায়। চেষ্টা করেও আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি ভারত। ম্যাচের শেষে রেফারিং নিয়ে প্রশ্ন তোলেন দলের ডিফেন্ডার সন্দেশ ঝিঙ্গান। ইরাকের ম্যাচেও যথেষ্ট খারাপ রেফারিংয়ের অভিযোগ তুলেছিলেন ভারতের কোচ। এই ম্যাচে ভারতীয় দলের অধিনায়ক পরিবর্তন করা হয়। গুরপ্রীত সিং সান্ধুর পরিবর্তে নেতৃত্ব দেন সন্দেশ ঝিঙ্গান। ফিফা ক্রম তালিকা অনুসারে লেবানন ভারতের এক ধাপ নীচে রয়েছে। যদিও মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশটির সঙ্গে যখনই মুখোমুখি হয়েছে ভারত, তখনই তাদের হারাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। এমনকি শেষ নয়বারের সাক্ষাতে দুই দল তিন বার করে জিতেছে। তিনটি ম্যাচ ড্র হয়েছে। লেবানন দলের ফুটবলারদের গড় উচ্চতা ভারতের থেকে বেশি এমনকি শারীরিক শক্তিতেও তাঁরা এগিয়ে, সেই সুবিধাই তারা কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। ইরাক ম্যাচে প্রতি আক্রমণ থেকে দুটি গোল পেয়েছিল ভারত। যদিও রবিবারের ম্যাচে ভারতীয় দলের আক্রমণে সেই ধার দেখা গেল না। ম্যাচের শুরু থেকেই দুই দল মাঝমাঠের দখল নেওয়ার চেষ্টা করে, ফলে আক্রমণ খুব একটা হচ্ছিল না। প্রথমার্ধে যদিও ভারতীয় দল বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করে। কিন্তু মনবীর, নওরম মহেশ সিংরা, সেই আক্রমণ থেকে কোনও ফসল ঘরে তুলতে পারেননি, অন্যদিকে লেবাননের আক্রমণ রুখে দেন আনোয়ার আলি, সন্দেশ ঝিঙ্গানরা। হলুদ কার্ড দেখেন আশিস রাই। ফলে গোলশূণ্য ভাবেই শেষ হয় প্রথম পর্বের খেলা। যদিও দ্বিতীয়ার্ধে আশা করা গিয়েছিল আক্রমণের ধার বাড়াবে ইগর স্টিমাচের দল। কিন্তু বাস্তবে ভারতের খেলা বড্ড ছন্নছাড়া হল। ৬২ মিনিটে মনবীর, জ্যাকসনদের তুলে সুরেশ, রোহিতদের নামান ইগর। কিন্তু এর দুই মিনিটেব মধ্যেই আকাশ মিশ্রার ব্যাক পাস থেকে গোল পেয়ে যাচ্ছিল লেবানন। কিন্তু বিপদ সামাল দেন গুরপ্রীত। তবে ৭৭ মিনিটেই বদলে গেল ম্যাচের ভাগ্য কর্ণার থেকে লেবানন ফুটবলারের হেড কোনও ক্রমে বাঁচালেও বাইসাইকেল কিকে গোল করেন আল জেইন। এই গোলের ম্যাচের ভাগ্য লিপি চূড়ান্ত হয়ে গেল। এরপর একাধিক সুযোগ পেলেও দুই দল কাজে লাগাতে পারেনি। কিংস কাপের সেমিফাইনালে ইরাকের কাছে দুই এগিয়ে গিয়েও জয় অধরাই থাকে ভারতীয় দলের। টাইব্রেকারে হেরে ফাইনালে ওঠার স্বপ্নভঙ্গ হয় ব্লু ব্রিগেডের। যদিও সেই ম্যাচে রেফারিং নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় ভারতীয় শিবিরের পক্ষ থেকে। ২০১৯ সালে এই টুর্নামেন্টে ব্রোঞ্জ পেলেও এবার চতুর্থ হয়েই শেষ করল ভারত।

সোনার পদক লক্ষ্য তিতাসদের

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ চিনের হাংঝৌয়ে এশিয়ান গেমসে এবার থাকছে ক্রিকেট। ভারতের পুরুষ ও মহিলা ক্রিকেট দল পাঠানো হচ্ছে। টি- ২০ ফরম্যাটে হবে খেলা। হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন ভারতের মহিলা দলে রিচা ঘোষ, দীপ্তি শর্মার সঙ্গে রয়েছেন চুঁচুড়ার তিতাস সাধু। অনূর্ধ্ব ১৯ টি-২০ বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য তথা ফাইনালের সেরা ক্রিকেটার তিতাস ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯ বছর পূর্ণ করবেন। সোমবার যাচ্ছেন বেঙ্গালুরুতে। তার আগে সিএবি বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিতাস পেলেন বিশেষ সম্মান। রিচা ঘোষ, হৃষিতা বসুও ছিলেন অনূর্ধ্ব ১৯ টি-২০ বিশ্বকাপজয়ী দলে। তাঁদেরও পুরস্কৃত করল সিএবি। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের ইমার্জিং টিমস কাপে ভারতীয় এ দলের হয়ে দুটি ম্যাচ খেলেছেন তিতাস। এবার মিশন এশিয়ান গেমস। তিতাসের কথায়, এশিয়ান গেমসে নামার স্বপ্ন ছোটবেলা থেকে দেখেছি। সেই স্বপ্ন পূরণ হওয়ায় ভালো লাগছে। তিতাস বলেন, এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস বা অলিম্পিক্সের মতো আসরে অনেক অ্যাথলিটরা থাকেন। সকলে মিলে আমরা দেশের প্রতিনিধিত্ব করব। নিজেদের ১১০ শতাংশ দিতে হবে। প্রস্তুতি ভালোই হয়েছে। সিএবিতে ক্যাম্পে ফিটনেস-সহ নানা বিষয়ে ঝুলন গোস্বামীর গাইডেন্স পেয়েছিল প্রতিদিন। সোনা জিতে পোডিয়ামে দাঁড়ানোই পরবর্তী লক্ষ্য। বেঙ্গালুরুতে ১২ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর ভারতীয় পুরুষ দলের ক্রিকেটারদের নিয়ে শিবির হবে। তবে মহিলা ক্রিকেটাররা বেশিদিন থাকতে পারবেন না। তার কারণ, মেয়েদের ক্রিকেটের ইভেন্ট রয়েছে সেপ্টেম্বরের ১৯ থেকে ২৮ তারিখ অবধি। পুরুষ ক্রিকেটারদের ম্যাচ শুরু ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে, চলবে অক্টোবরের ৮ তারিখ পর্যন্ত। এই পরিস্থিতিতে সেপ্টেম্বরের ১৩ থেকে ১৬ তারিখ অবধি ভারতীয় মহিলা দলের শিবির হবে। তা তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে হেড কোচ হৃষিকেশ কানিতকর। তিতাস সাধু ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেটারদের মধ্যে আইডল মানেন হার্দিক পাণ্ডিয়াকে। তিতাস বলেন, ছোটবেলা থেকে হার্দিক পাণ্ডিয়াকে দেখছি। যেভাবে তিনি চোট সারিয়ে ফিরে পারফর্ম করছেন তা দেখার মতো। এশিয়ান গেমসে সব প্রতিপক্ষকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন তিতাস। তিনি বলেন, যে কোনও টুর্নামেন্টে লড়াই নিজেদের সঙ্গেই। সেরা পারফরম্যান্স দিলেই আমরা জিততে পারব। সিএবির বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পাওয়া পুরস্কার এশিয়ান গেমসের আগে মোটিভেশন বাড়াল তিতাসদের। তাঁর কথায়, এটি কঠোর পরিশ্রমের ফল। ভারত বিশ্বকাপ অভিযান শুরুর আগে ভারতীয় মহিলা দল এশিয়ান গেমসের ক্রিকেটে কেমন ফল করল তা জানা যাবে। তিতাস ভারতের সঙ্গেই সেমিফাইনালে দেখছেন অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ও পাকিস্তানকে। হার্দিক পাণ্ডিয়ার অলরাউন্ড পারফরম্যান্স এবং শুভমান গিলের ব্যাটিংয়েই ভারত সাফল্য পাবে বলে আশাবাদী তিতাস।

শচিনের হাতে গোল্ডেন টিকিট

মুম্বই, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ আগামী ওয়ানডে বিশ্বকাপের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) থেকে গোল্ডেন টিকিট পেলেন মাস্টার ব্লাস্টার ব্যাটার শচিন তেন্ডুলকর। বিশ্বকাপের এই বিশেষ টিকিট শচিনের হাতে তুলে দেন বিসিসিআই সচিব জয় শাহ। ঘরের মাঠে ওয়ানডে বিশ্বকাপকে সামনে রেখে বিশিষ্টজনদের জন্য গোল্ডেন টিকিটের ব্যবস্থা করেছে বিসিসিআই। এই বিশেষ টিকিট দিয়ে বিশ্বকাপের সব ম্যাচ দেখা যাবে। বিসিসিআইয়ের অতিথি হিসাবে ভিআইপি বক্সে বসে বিশ্বকাপের খেলা দেখতে পাবেন বিশিষ্টজনরা। শচিন তেন্ডুলকরের আগে প্রথম গোল্ডেন টিকিট পেয়েছেন বলিউড তারকা অমিতাভ বচ্চন। এদিন মুম্বইয়ে শচিনের বাড়িতে গিয়ে তার হাতে দ্বিতীয় টিকিটটি তুলে দেন বিসিসিআই সচিব জয় শাহ। শচিনকে টিকিট দেওয়ার ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে পোস্ট করে বিসিসিআই। ছবির ক্যাপশনে বিসিসিআই লিখেছে, ক্রিকেট ও দেশের জন্য অবিশ্বাস্য একটি মুর্হূত। 'গোল্ডেন টিকিটস ফর ইন্ডিয়ান আইকন' কর্মসূচিতে এবার তেন্ডুলকরের হাতে বিশ্বকাপ টিকিট তুলে দেওয়া হল। শচিন তেন্ডুলকরের ক্রিকেট প্রতিভা ও তার সাফল্য প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে। এবার বিশ্বকাপের সাথে জড়িত হলেন তেন্ডুলকরও। বিশ্বকাপের খেলা চলাকালীন মাঠে উপস্থিত থাকবেন তিনি। আগামী ৫ অক্টোবর ভারতের আহমেদাবাদে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে গত আসরের দুই ফাইনালিস্ট ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যকার ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। ১৯ নভেম্বর ফাইনাল দিয়ে শেষ হবে বিশ্বকাপ।

আশা টিকে থাকল মোহনবাগানের

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতা লিগে পিয়ারলেসকে হারিয়ে সুপার সিক্সের আশা জিইয়ে রাখল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। রবিবার ঘরের মাঠে পিয়ারলেসের বিরুদ্ধে কষ্টার্জিত জয় পেল সবুজ মেরুন ব্রিগেড। ম্যাচের ফল ১-০। প্রথমার্ধে রোহন সিংয়ের করা গোলই তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করল বাস্তব রায়ের দল। ঘরোয়া লিগের গ্রুপ পর্বে মোহনবাগান এসজির কাছে প্রতিটি ম্যাচ এখন নক আউট। পিয়ারলেস, মহামেডান ও ডায়মন্ড হারবার এই তিন দলের বিরুদ্ধে খেলা বাকি ছিল মোহনবাগান এসজির। রবিবার সেই তিন ম্যাচের প্রথম লড়াইয়ে সবুজ-মেরুন হারাল পিয়ারলেসকে, বলা ভালো উতরে গেল। লিগের পরবর্তী পর্বে যেতে গেলে তাদের বাকি দুটি ম্যাচেও জয় পেতে হবে গঙ্গাপারের ক্লাবকে। মোহনবাগানের যে দল কলকাতা লিগে খেলছে সেই দল থেকে চারজন ফুটবলার জাতীয় দলে খেলতে ব্যস্ত। একাধিক সিনিয়র ফুটবলার রয়েছেন সিনিয়র জাতীয় দলে। এই পরিস্থিতিতে কলকাতা লিগের ম্যাচে কিছু সিনিয়র ফুটবলারকে খেলানোর বার্তা আগেই দিয়েছেন সবুজ-মেরুন কর্তারা। যদিও লিস্টন বা অন্য কোনও সিনিয়র ফুটবলারকে দলে রাখা হয়নি। তবে ফারদিন-কিয়ানদের প্রথম থেকেই মাঠে নামানো হয়। ম্যাচের প্রথমার্ধে বাগান অনেকটা জায়গাজুড়ে খেলেছে। পিয়ারলেস তখন অতি রক্ষণাত্মক কৌশল নিয়েছিল, কিন্তু শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই রক্ষণাত্মক খেলে যে জয় পাওয়া কঠিন। ম্যাচের ২২ মিনিটেই ফ্রি কিক থেকে গোল করে দলকে লিড এনে দেন রোহন। এরপর সুযোগ পেলেও তা কাজে লাগাতে পারেনি সবুজ মেরুন জার্সিধারীরা। বিরতির পর অবশ্য কিছুটা খোলস ছেড়ে বেরোয় পিয়ারলেস। পাল্টা আক্রমণে গিয়ে গোলের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করে সবুজ মেরুনও। কিয়ান, টাইসনদের একের পর এক শট রুখে দিলেন পিয়ারলেস গোলরক্ষক। এই ম্যাচে অবশ্য হেরেও নায়ক পিয়ারলেস গোলরক্ষক সঞ্জয়। তিনি যেভাবে সারাক্ষণ মোহনবাগানের আক্রমণকে নষ্ট করে দিয়েছেন, তারজন্য সকলেই তাঁকে প্রশংসিত করেছেন। সঞ্জয়ের বিশ্বস্ত হাতে বহুবার আটকে গিয়েছেন বাগানের স্ট্রাইকাররা। ইতিমধ্যেই ইমামি ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব সুপার সিক্সে জায়গা করে নিয়েছে। এবার মোহনবাগান এসজির সামনে কড়া চ্যালেঞ্জ। আগামী দুটি ম্যাচ অত্যন্ত কঠিন হতে চলেছে ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়নদের জন্য। সুপার সিক্সে যেতে হলে পরবর্তী দুই ম্যাচ থেকে ছ'পয়েন্ট তো বটেই, প্রতিপক্ষকে বড় ব্যবধানেও হারাতে হবে। মোহনবাগান কোচের দায়িত্বে থাকা বাস্তব রায় সেই ম্যাচ জয়ের জন্য সিনিয়র ফুটবলারদের বেছে নেন কি না, সেটাই এখন দেখার।

পাকিস্তানকে পেছনে ফেলে শীর্ষে অজিরা

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ এশিয়া কাপে এখনও অপরাজিত পাকিস্তান। তবে ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে বড় ধাক্কা খেল বাবর আজমরা। একদিনের ক্রম তালিকায় শীর্ষস্থান হারাল পাক দল। আইসিসির এক দিনের ক্রিকেটের ক্রমতালিকায় বাবর আজমদের নেমে যেতে হল দ্বিতীয় স্থানে। বিশ্বকাপের আগে শীর্ষস্থান দখল করল অস্ট্রেলিয়া। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের এক দিনের সিরিজ খেলছে অস্ট্রেলিয়া। সিরিজের প্রথম দু'টি ম্যাচেই জয় পেয়েছেন কামিন্সেরা। তারই ফলে আইসিসির ক্রমতালিকায় শীর্ষে উঠে এলেন অজিরা। এই জয়ের ফলে পয়েন্ট টেবিলে অস্ট্রেলিয়ার রেটিং পয়েন্ট এখন ১২১। পাকিস্তানের চেয়ে এক রেটিং পয়েন্ট এগিয়ে গিয়েছে অজিরা। ১২০ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে পাকিস্তান নেমে গিয়েছে দুইয়ে। ১১৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে তিনে রয়েছে ভারত। টিম ইন্ডিযার অবশ্য কোনও স্থান পরিবর্তন হয়নি। যদি পয়েন্ট এবং রেটিং দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে প্রথম দুই দলের থেকে রোহিতরা বেশ খানিকটা পিছিয়ে আছে। চার থেকে দশের মধ্যে রয়েছে যথাক্রমে নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বিশ্বকাপের আগে ছন্দে অস্ট্রেলিয়া। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে সাদা বলের ক্রিকেটে টানা পাঁচ ম্যাচ জিতল তারা। তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের পর এ বার প্রথম দু'টি এক দিনের ম্যাচও জিতল মিচেল মার্শের নেতৃত্বাধীন দল। দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১২৩ রানে হারিয়ে আইসিসির ক্রমতালিকায় শীর্ষে উঠে এলেন প্যাট কামিন্সেরা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ ৩-০ ব্যবধানে জেতে অস্ট্রেলিয়া। প্রোটিয়াদের হোয়াইটওয়াশ করার পর মানসিক দিক থেকে চাঙ্গা থেকে ওডিআই সিরিজ খেলতে নেমেছে অস্ট্রেলিয়া। প্রথম দুটি ম্যাচেও সেই ধারাই দেখা গেল। প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে আসে ওয়ার্নারের অসাধারণ সেঞ্চুরি। এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যানের অবিশ্বাস্য ইনিংসে ছিল ১২টি চার ও তিনটি ছক্কা।মাত্র ৮৫ বলে সেঞ্চুরির করে নতুন রেকর্ড তৈরি করলেন অজি ওপেনার।আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসেবে ৪৬তম সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে রেকর্ড গড়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ডেভিড ওয়ার্নার। এর আগে এই রেকর্ড ছিল শচিন তেন্ডুলকারের। বিশ্বকাপের আগে ভারতের বিরুদ্ধে তিনটি একদিনের ম্যাচ খেলবে অস্ট্রেলিয়া, যা দুই দেশের কাছে প্রস্তুতির বড় মঞ্চ। পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা কিন্তু যথেষ্টই ভালো ছন্দে আছেন।

ইউএস ওপেনের শিরোপা কোকোর হাতে

নিউইয়র্ক, ১০ সেপ্টেম্বর ঃ পিছিয়ে পড়েও বেলারুশের তারকা আরিনা সাবালেঙ্কাকে হারিয়ে ইউএস ওপেনে মহিলা সিঙ্গলস জয় করেছেন মার্কিন টিনএজার কোকো গফ। কেরিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয় করতে ১৯ বছর বয়সী গফ শনিবার রাতে নিউইয়র্কের আর্থার অ্যাশে স্টেডিয়ামে দুই ঘন্টা ৬ মিনিটের লড়াইয়ে ২-৬, ৬-৩, ৬-২ গেমে সাবালেঙ্কাকে পরাজিত করেছেন। পুরো সফরটা ছিল গফের জন্য একটি রূপকথার গল্প। ষষ্ঠ বাছাই ফ্লোরিডার এই খেলোয়াড় ফাইনালে হার্ড হিটিং দ্বিতীয় বাছাই সাবালেঙ্কার বিপরীতে একেবারেই আন্ডারডগ হিসেবে খেলতে নেমেছিলেন। আগামী সপ্তাহে বিশ র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠতে যাচ্ছেন সাবালেঙ্কা। মহিলাদের বিভাগের এই ফাইনাল দেখতে শনিবার আর্থার অ্যাশেতে রেকর্ড ২৮ হাজার ১৪৩ জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন। ঘরোয়া সর্মথকদের উৎসাহের চাপটা ভালভাবেই সামলে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন মাত্র ১৯ বছর বয়সী কোকো গফ। পুরো ম্যাচে দুই খেলোয়াড় ভুল করেছেন খুব কমই। জুলাইয়ে উইম্বলডনে প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায়ে নেওয়া গফের জন্য এই শিরোপা যেন রাতারাতি কোন স্বপ্ন পূরণের ঘটনার মতই। তবে ইউএস ওপেনের আগে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ওয়াশিংটন ও সিনসিনাতিতে খেতাব জয় করে গফ ভাল কিছুরই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় জয় এখন তাকে সামনে আরও এগিয়ে যাবার অনুপ্রেরণা যোগাবে। গত বছর প্রথমবারের মত গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে ফ্রেঞ্চ ওপেনে ইগা সোয়াইটেকের কাছে সরাসরি সেটে পরাজিত হয়েছিলেন। এদিন ম্যাচ শেষে উচ্ছসিত গফ বলেছেন, এটা আমার কাছে অনেক বড় অর্থ বহন করে। এই মুহূর্তে আমি কিছুটা ঘোরের মধ্যে আছি। গত বছর ফ্রেঞ্চ ওপেনের ফাইনালে আমি অনেক কষ্ট পেয়েছিলাম। আজকের এই মুহূর্তটা সব ভুলিয়ে দিয়েছে। যা কখনো কল্পনাও করিনি। ট্রেসি অস্টিন ও সেরেনা উইলিয়ামসের পর তৃতীয় টিনএজার হিসেবে গফ ইউএস ওপেন জেতার কৃতিত্ব দেখালেন। ম্যাচ জয়ী বক্তব্যে যারা তার প্রতিভা নিয়ে শঙ্কা দেখিয়েছিলেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাতে ভুল করেননি গফ, সত্যিকার অর্থেই তাদের আজ ধন্যবাদ দিতে চাই যারা আমার উপর আস্থা রাখতে পারেননি। তাদের কারনেই হয়তো আমি সামনে এগিয়ে যাবার আকাঙ্খা অনুভব করেছি। আমাকে তারা জ্বলে ওঠার পথ খুঁজে দিয়েছেন। এদিকে এই পরাজয়ে নিজের ভুলগুলোকেই সামনে নিয়ে এসেছেন সাবালেঙ্কা। তিনি বলেন, আজ আমি নিজের বিরুদ্ধে নিজে খেলেছি। তবে গফ অবিশাস্য খেলেছে। দ্বিতীয় সেটে আমি খুব বেশী চিন্তা করেছিলাম। সে কারনেই ভুল বেশী হয়ছে। এই সুযোগটাই গফ কাজে লাগিয়েছে। ম্যাচের শেষ পর্যন্ত সে ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪ লেনিন সরনী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন, কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India Press 74, Lenin Sarani, Kolkata-700013,
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailyduranta barta@gmail.com newsdailyduranta barta@gmail.com whats App-9874301615